CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৬ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 22 June, 2020 ■ আগরতলা, ২২ জুন, ২০২০ ইং ■ ৭ আষাঢ় ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

অসম-মিজোরামে ভূমিকম্প, অনুভূত ত্রিপুরা সহ পার্শবর্তী রাজ্যেও

গুয়াহাটি, ২১ জুন (হি.স.)।। প্রকৃতির রুদ্র প্রতাপে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ত্রাহি ত্রাহি রব উঠেছে। একে করোনা সংকট, তার মধ্যে বন্যা, এর মধ্যেই সংঘটিত হচ্ছে ঘন ঘন ভূমিকম্পের মতো ঘটনা। আজ রবিবার অসমের রাজধানী গুয়াহাটি সহ প্রতিবেশী মেঘালয়, মণিপুর এবং মিজোরামে মাঝারি তীব্রতার ভূমিকম্প হয়েছে বিকেল ৪:১৫ মিনিটে। ভূমিকম্পটি রিখটার স্কেলে তীব্রতা ছিল ৫.১। আজকের ভূমিকম্পের উৎসস্থল মিজোরামের রাজধানী আইজল ছিল বলে জানা গেছে।

ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি সূত্রে জানা গেছে, ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল আইজলের ২৫ কিলেমিটার পূর্ব এবং উত্তর-পূর্বে ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৩৫ কিলোমিটার গভীরে (২৫.৬৯ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯০.৬৯ পূর্ব) ছিল।

ভূমিকম্পের উৎসস্থল আইজল হওয়ায় কম্পনের ধাক্কা লেগেছে দক্ষিণ অসমের শিলচর এবং সংলগ্ন এলাকায়। এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত কোনও ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, এর আগে ১৮ জুনও উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ভূমিকম্প হয়েছে। ওইদিন মিজোরামের চাম্পাই জেলায় ভূপৃষ্ঠ থেকে ৮০ কিলোমিটার ভেতরে কম্পনের উৎসস্থল ছিল বলে জানিয়েছিল গুয়াহাটির আবহাওয়া বিজ্ঞান কেন্দ্র। এছাড়া গত ২ জুন ভারতীয় সময় সকাল ৭:১৪ মিনিটে ৩.৯ প্রাবল্যের ভূমিকম্প হয়েছিল মণিপুরে। সেদিনের ভূমিকম্পের উৎসস্থল ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে আরও ৩৫ জনের দেহে করোনার সন্ধান, সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরলেন ৮০ জন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জুন।। রাজ্যে আরও ৩৫ জনের দেহে করোনার সন্ধান মিলেছে। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব রবিবার রাতে সোশ্যাল মিডিয়ায় ট্যুইট করে এই ঘোষণা দেন। তিনি জানিয়েছেন এদিন ১১৭৫ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। তার মধ্যে ৩৫ জনের কোভিড-১৯ রিপোর্ট পজেটিভ এসেছে। সংক্রমিতদের মধ্যে ৩১ জন বাংলাদেশ থেকে রাজ্যে ফিরেছেন। এছাড়া দুইজন চেন্নাই থেকে এবং একজন ব্যাঙ্গালুরু থেকে ফিরেছেন বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

এদিকে, মুখ্যমন্ত্রী সোশ্যাল মিডিয়াতে ট্যুইট করে জানিয়েছেন, এদিন আরও ৮০ জন রোগী সুস্থ হওয়ায় কোভিড কেয়ার সেন্টার থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে হাপানিয়া কোভিড কেয়ার সেন্টার থেকে ৪৩ জনকে, লালংসিংমুড়া কোভিড কেয়ার সেন্টার থেকে ৩০ জনকে, পিআরটিআই কোভিড কেয়ার সেন্টার গোমতী থেকে তিনজনকে, পিটিআই কোভিড সেয়ার সেন্টার ধলাই থেকে দুইজনকে এবং ভগৎ সিং কোভিড কেয়ার সেন্টার থেকে দুইজনকে। এখনও পর্যন্ত মোট ৭৫৯ জন সুস্থ হয়েছেন।

অন্যদিকে, করোনার বিরুদ্ধে প্রথম সারিতে দাঁড়িয়ে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন স্বাস্থ্যকর্মী ও চিকিৎসকরা। অত্যন্ত পরিশ্রম করে সুস্থ করে তুলছেন রোগীদের। কখনো ট্রিটমেন্ট সেন্টার, কখনো কেয়ার সেন্টার, আবার কখনো নমুনা সংগ্রহ ও স্বাস্থ্য পরীক্ষার কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন তারা। এই অবস্থায় দায়িত্ব প্রতিপালন করতে গিয়ে করোনা আক্রান্ত হন রাজধানীর কলেজ টিলা এলাকার বাসিন্দা চিকিৎসক অনামিকা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

হাপানিয়া কোভিড কেয়ার সেন্টার থেকে সুস্থ হওয়ায় ছেড়ে দেওয়া হয়েছে ৪৩ জনকে।

সুকান্ত একাডেমিতে সূর্যগ্রহণ দেখার ব্যবস্থা করা হয় রবিবার। ছবি নিজস্ব।

সরকারী কর্মী হয়েও বিনামূল্যে রেশন সামগ্রী জোলাইবাড়িতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২১ জুন।। সরকারী কর্মচারী হয়েও বিনামূল্যে রেশন সামগ্রী পেলো জোলাইবাড়ীর একজন ব্যক্তি। ঘটনার বিবরনে জানাযায় দক্ষিন জোলাইবাড়ী গ্রাম পঞ্চায়েতের সাগরডেপা এলাকার বাসিন্দা দেবপ্রসাদ বিশ্বাস। পেশায় তিনি একজন শিক্ষক। বাইখোরা বিদ্যালয়ে বর্তমানে তিনি কর্মরত রয়েছেন।

অভিযোগ রেগুলার পোস্টে সরকারী চাকুরি করা সত্ত্বেও তিনি লকডাউন চলাকালিন সময়ে সরকারী সুবিধা হিসাবে বিনামূল্যে রেশন সামগ্রী পেয়েছেন। তিনি এ পি এল কার্ডের অন্তভূক্ত। দেব প্রসাদ বিশ্বাসের রেশসামগ্রী পাওয়ার বিষয়ে জোলাইবাড়ী ২ নং রেশনসোপে জানতে চাইলে সেখান কর্মরত রেশন ডিলার ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেন। তিনি জানান দেবপ্রসাদ বিশ্বাস একজন শিক্ষক। প্রশাশনিকভাবে লিষ্ট আসার কারনে বাধ্যতামূলক তাকে বিনামূল্যে চাল দিয়েছে রেশন ডিলার। শান্তিরবাজার মহকুমা প্রশাশনের খাদ্য দপ্তরের গাফিলতির কারনেই যে একজন সরকারী শিক্ষক লকডাউনের মধ্যে বিনামূল্যে রেশন সামগ্রী ভোগ করেছে তা বলাই বাহুল্য। এতে করে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

চিনা আগ্রাসন রুখতে সেনাকে পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা রাজনাথের

নয়াদিল্লি, ২১ জুন (হি. স.)।। পূর্ব লাদাখের পরিস্থিতি নিয়ে তিন বাহিনীর প্রধানদের সঙ্গে বৈঠক করলেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। রবিবারের এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ জেনারেল বিপিন রাওয়াত।পূর্ব লাদাখে চিন লাগোয়া সীমান্তে কি পরিস্থিতি, তা নিয়ে আলোচনা হয়।

উল্লেখ করা যেতে পারে রাশিয়ার ভিকট্রি ডে সামরিক প্যারেডে অংশগ্রহণ করতে সোমবার রাশিয়ার উদ্দেশ্যে উড়ে যাচ্ছেন রাজনাথ সিং। ২৪ জুন মস্কোতে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বিজয় ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে ভিকট্রি ডে সামরিক প্যারেডে অংশগ্রহণ করবেন রাজনাথ সিং। এই প্যারেডে ভারতের তিন বাহিনীর সেনা নিয়ে গঠিত একটি কন্টিনজেন্টও অংশগ্রহণ করবে। ভারতের প্রায় ৭৫ জন জওয়ান অংশগ্রহণ করবে। এদের নেতৃত্বে থাকবেন কর্নেল পদমর্যাদার সম্পন্ন এক সেনা আধিকারিক।এই প্যারেড ৯ মে হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু করোনা ভাইরাসের, তা পিছিয়ে গিয়ে ২৪ শে জুন করা হয়।

প্রধানমন্ত্রীর পর রাজনাথ সিং। লাদাখে চিনা আগ্রাসনের মোকাবিলায় পাল্টা জুতসই জবাব দিতে হবে। সেনাকে "পূর্ণ স্বাধীনতা" দিলেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী। এমনটাই সূত্রের খবর।দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের জয় উপলক্ষে হওয়া এক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে রাশিয়া যাচ্ছেন রাজনাথ সিং। তার আগে রবিবার তিনি গালওয়ান ও এলএসিতে চিনা তৎপরতা নিয়ে তিন বাহিনীর প্রধান ও চিফ অব ডিফেন্স স্টাফ বিপিন রাওয়াতের সঙ্গে বৈঠকে বসেন রাজনাথ সিং। সেখানে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখার বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হয় ।সূত্রের খবর, সেনা ও ভারতীয় বায়ুসেনা এলএসি বরাবর চিন ততরতার জবাব দিতে তৈরি।

রাজনাথ ওই বৈঠকে তিন বাহিনীর প্রধানকে বলেছেন, চিনা সীমান্তের কড়া নজর রাখতে হবে। এক্ষেত্রে স্থল সীমান্ত, আকাশসীমার পাশাপাশি নৌসেনাকেও তৈরি থাকতে হবে। চিনা সেনা কোনও রকম বাড়াবাড়ি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রক্তদান নিয়ে ছেলে মেয়েদের মানসিকতা নষ্ট করছে কিছু রাজনৈতিক দল, দাবি মানিক সরকারের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জুন।। রাজ্যে রক্তদান শিবিরের মতো অনুষ্ঠান নষ্ট করার প্রচেষ্টা চলছে, আর এগুলি মোকাবিলা করে রক্তদানে এগিয়ে আসছে ছাত্র-যুবরা। কিন্তু যারা এই ধরনের রক্তদান শিবির নষ্ট করার প্রচেষ্টা করছে তাদের বুঝা দরকার, আজ নয়তো কাল তাদের এবং তাদের পরিবারের রক্তের প্রয়োজন হতে পারে।আর এটা সম্পূর্ণ আত্মকেন্দ্রিক চিন্তা ভাবনা।রবিবার ছাত্র-যুব ভবনে এসএফআই এবং ডি ওয়াই এফ আই এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এক রক্তদান শিবির এমনটাই অভিমত ব্যক্ত করেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার।

তিনি নিন্দা জানিয়ে বলেন, যেসব রাজনৈতিক দল ছেলে মেয়েদের মানসিকতা নষ্ট করছে এবং ছেলেমেয়েদের বিপথে পরিচালিত করছে তাদের বিষয়টি বুঝা দরকার। এমনকি উদ্বেগের বিষয় হলো রামনগরের দু'একজন মহিলা এই ধরনের কর্মকাণ্ডে যুক্ত হয়েছে। সুতরাং এ ধরনের মানসিকতা থেকে বেরিয়ে এসে যুব সমাজকে সঠিক পথে পরিচালনার দিশা দেখানো জরুরী।

তিনি আরো বলেন কোন রাজ্য রক্তদান শিবিরে প্রথম এবং দ্বিতীয় হয়েছে সেটা বড় বিষয় নয়। কিন্তু বড় বিষয় হলো একজন মুমূর্ষু রোগীকে রক্ত দান করে পুনঃজীবন ফিরিয়ে দেওয়া। আর এটা একমাত্র সম্ভব এই ধরনের রক্তদান শিবিরের মাধ্যমে। তাই রাজ্যের ছাত্র যুবসমাজ বর্তমানে এই ধরনের ভূমিকা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

তেলিয়ামুড়ায় লরি আটকে গাঁজা উদ্ধার, গ্রেপ্তার তিন

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২১ জুন।। ভোর রাতে তেলিয়ামুড়া থানার সামনে একটি লরি আটক করে প্রচুর পরিমাণ শুকনো গাঁজা সহ তিন জনকে আটক করা হয়েছে। সংবাদ সূত্রে জানা গেছে তেলিয়ামুড়ার ট্রাফিক ডিএসপি সনাতন জমাতিয়া সুনির্দিষ্ট খবরের ভিত্তিতে গত রাতে তেলিয়ামুড়া থানার সামনে বিশাল পুলিশ বাহিনী নিয়ে উৎপেতে বসে থাকেন।

ট্রাফিক ডিএসপি সোনাচরণ জমাতিয়ার কাছে গোপন সূত্রে খবর ছিল একটি লরিতে করে প্রচুর পরিমাণ শুকনো গাঁজা পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হবে। সেই খবরের ভিত্তিতেই ট্রাফিক ডিএসপি তেলিয়ামুড়া থানার সামনে আসাম আগরতলা জাতীয় সড়কের পাশে বিশাল পুলিশবাহিনীকে নিয়ে বসে থাকেন। ভোররাত সাড়ে তিনটা নাগাদ লরিটি তেলিয়ামুড়া থানার সামনে আসলে আটক করা হয়। লরিতে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সূচি পরিবর্তন, আগরতলা থেকে পরিযায়ী শ্রমিকদের যাত্রা স্থগিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জুন।। করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতিতে লকডাউন ঘোষণা করায় ত্রিপুরায় আটকে পড়েছে বেশ কিছু সংখ্যক শ্রমিক। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে ওইসব পরিযায়ী শ্রমিকদের নিজ নিজ রাজ্যে ফেরত পাঠানোর উদ্যোগ গ্রহণ করা হলেও এখনও পর্যন্ত অনেকেই ফিরে যেতে পারেননি।

রবিবার আগরতলা চন্দ্রপুর আইএসবিটি থেকে শ্রমিকদের গাড়িতে করে গোহাটি পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল। সেখান থেকে ট্রেনে করে তাদের নিজ নিজ রাজ্যে পৌঁছে দেওয়ার কথা ছিল। সে অনুযায়ী পরিযায়ী শ্রমিকরা আগরতলা চন্দ্রপুর আইএসবিটিতে এসে সমবেত হন। কিন্তু এখানে এসে তারা কোন গাড়ি পাননি। খোঁজ খবর নিয়ে জানা গেছে গাড়ি যাওয়ার দিন পাল্টে গেছে। আগামী ২৪জুন আগরতলা থেকে গাড়ি করে পরিযায়ী শ্রমিকদের গোহাটিতে নিয়ে যাওয়া হবে। এ সম্পর্কিত আগাম খবর না জানায় পরিযায়ী শ্রমিকরা চরম দুর্ভোগের মুখে পড়েন। তারা বাধ্য হয়েই মোটর স্ট্যান্ড থেকে ফিরে গিয়েছেন। তাতে পরিযায়ী শ্রমিকদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়। পরিযায়ী শ্রমিকদের বাড়ি ঘরে ফিরে যাওয়ার জন্য বাসের নির্ধারিত তারিখ বদল হওয়ার বিষয়টি কেন শ্রমিকদের জানানো হলো না তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

এক্ষেত্রে প্রশাসনিক ব্যর্থতার অভিযোগ উঠেছে। প্রশাসন এক্ষেত্রে সঠিক দায়িত্ব পালন করলে পরিযায়ী ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মনকে সুস্থ রাখতে প্রয়োজন নিয়মিত যোগাভ্যাস ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জুন।। বিশ্বব্যাপী করোনা মহামারির সঙ্গে লড়াই করতে হলে আমাদের সুস্থ সবল থাকা আবশ্যক। আর তার জন্য চাই প্রতিনিয়ত যোগাভ্যাস। রবিবার আন্তর্জাতীক যোগা দিবস উপলক্ষ্যে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব।

আগেই তিনি রাজ্যবাসীর প্রতি আহ্বান রেখেছিলেন, বর্তমান পরিস্থিতির কথা চিন্তা করে সবাই যাতে সামাজিক দূরত্ব অনুসরণ করে এই দিনটি পালন করেন। একই সাথে সবাইকে নিজের বাড়িতে পরিবারের সঙ্গে যোগাভ্যাস করারও আবেদন রাখেন তিনি। তাই মুখ্যমন্ত্রী এদিন আন্তর্জাতীক যোগা দিবস উদযাপন করলেন নিজের সরকারি আবাসে পরিবারের সবার সাথে দীর্ঘক্ষণ প্রাণায়াম যোগা করে। পরে রাজ্যবাসীর উদ্দেশ্যে বার্তা দিতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিজী দেশবাসীর উদ্দেশ্যে আপিল করেছিলেন প্রত্যেকে যেন নিজ নিজ বাড়িতেই পরিবারের সঙ্গে যোগাভ্যাস ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যেও দৃশ্যমান ছিল সূর্যগ্রহণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জুন।। বিশ্বের অন্যান্য দেশের সঙ্গে ত্রিপুরা রাজ্য থেকেও এই সূর্যগ্রহণটি ছিল দৃশ্যমান। এই গ্রহণের সময়কাল ছিল প্রায় চার ঘণ্টারও বেশি। বিশেষজ্ঞদের মতে ১০০ বছর পর এ ধরনের দীর্ঘস্থায়ী সূর্যগ্রহণ সংঘটিত হলো। তাই সূর্যগ্রহণটিকে ঘিরে সাধারণ মানুষের মধ্যে বাড়তি কৌতূহল লক্ষ্য করা যায়। এমন বিরল দৃশ্য যাতে নিজের চোখে দেখা যায় এজন্য সাধারণ মানুষ নানাভাবে চেষ্টা করেছেন।

কেউ এপ্লিক গগলস পড়ে, কেউ আবার পুরাতন এক্স-রে প্লেট দিয়ে সূর্যগ্রহণটিকে চাক্ষুষ করে ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে রইলেন। ত্রিপুরা সরকারের বিজ্ঞান-প্রযুক্তি ও পরিবেশ দফতর পরিচালিত গ্রহ নক্ষত্র সম্পর্কে ছাত্র-ছাত্রীদের জ্ঞান বর্ধনের জন্য তৈরি করা সুকান্ত একাডেমি কর্তৃপক্ষ সূর্যগ্রহণ প্রত্যক্ষ করার ব্যবস্থা করে।মূলত বিভিন্ন স্কুল- ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

গোয়েন্দা পুলিশকে কুপিয়ে ঘায়েল করার ঘটনায় জড়িত নেশা মাফিয়া মন্টু গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ২১ জুন।। নেশা বিরোধী অভিযানে গিয়ে ২৪ গ্রাম ব্রাউন সুগার উদ্ধারের পর নেশা কারবারিদের হাতে এক গোয়েন্দা পুলিশকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে গুরুতরভাবে আহত করার মূল মাস্টারমাইন্ড তথা ব্রাউন সুগার কারবারি পুলিশের জালে। ধৃত নেশা কারবারির মিন্টু মিয়া (৫০) পিতা মৃত ইয়াসিন আলি। পানিসাগর মহকুমা রৌয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ২ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা। চুরাইবারি থানার পুলিশ ধৃত নেশা কারবারিকে আজ জেলা আদালতে প্রেরণ করেছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ,গত ১৮ জুন উত্তর জেলার চুরাইবারি থানাধীন লক্ষীনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের ২ নং ওয়ার্ডে গোপন সূত্রের ভিত্তিতে গোয়েন্দা পুলিশ, চুরাইবারি থানার পুলিশ ও মহকুমা পুলিশ আধিকারিক যৌথভাবে নেশা বিরোধী অভিযানের জন্য উৎপেতে বসে থাকেন। বেলা ঠিক ২:৩০ মিনিট নাগাদ লক্ষীনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের ২ নং ওয়ার্ডের প্রেমতলা গৌরীপুর সড়কের উপর ৪/৫ জনের একটি নেশা কারবারীদের দলকে আটক করে গোয়েন্দা পুলিশের ৩ জন কর্মী।

গোয়েন্দা পুলিশের কর্মীরা নেশা কারবারিদের পথ আটকিয়ে ২ প্যাকেট ব্রাউন সুগার তাদের হাতে নেওয়ার সাথে সাথে নেশা কারবারিদের দলটি গোয়েন্দা পুলিশের উপর আক্রমণ চালায়।

বিশেষ করে গোয়েন্দা পুলিশ কর্মী জি এম উদ্দিনকে প্রচন্ড মারপিট করে ধারালো ছুরি দিয়ে এলোপাতাড়ি পেঠ ও পিঠে আঘাত করে। তখন গুরুতরভাবে আহত গোয়েন্দা পুলিশ কর্মী জিএম উদ্দিন প্রাণনাশের আশঙ্কা দেখে চিৎকার করলে আশপাশে জনগণ ছুটে এলে ৪/৫ জনের নেশা কারবারির দলটি ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়।চুড়াইবাড়ি থানার পুলিশ ও মহাকুমা পুলিশ আধিকারিক রাজীব সূত্রধর ঘটনাস্থলে ছুটে এসে গুরুতর ভাবে আহত গোয়েন্দা পুলিশ কর্মীকে কদমতলা গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পাঠিয়ে দেন। চিকিৎসক গোয়েন্দা পুলিশ কর্মী জিএম ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৮ ◘ সংখ্যা ২৪৯ ◘ ২২ জুন
২০২০ ইং ◘ ৭ আষাঢ় ◘ সোমবার ◘ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

উপজাতি সর্দারদের ভাতা

রাজ্যের উপজাতি সর্দার বা জনজাতি সমাজপতিদের মাসে দুই হাজার টাকা করিয়া ভাতা প্রদানের সিদ্ধান্ত ঘোষিত হইয়াছে। রাজ্যের জনজাতিদের আর্থিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নে বিভিন্ন জনজাতি গোষ্ঠির সমাজপতিদের নিয়া বৈঠকে শানিবার এই ঘোষণা দিয়াছেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। উপজাতি সামাজপতিদের এই বৈঠকই এডিসি ভোটের হুইসেল পড়িয়া গেল বলা যাইতে পারে। উপজাতি সর্দারদের চিন্তন বৈঠকেই মুখ্যমন্ত্রী বলিয়া দিয়াছেন এতদিন এডিসি এলাকায় উন্নয়ন কাজ হয় নাই। এইবার তাহা শুরু হইয়াছে। শনিবারের চিন্তন বৈঠকে আলোচনায় বিষয়বস্তু ছিল 'রাজ্যের জনজাতি সমাজের আর্থিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন' হইলেও আসলে ভোটের আগে পাহাড়ের মনোভাব বুঝিয়া নিতেই যে এই বৈঠক সে বিষয়ে সন্দেহ থাকিবার কথা নহে। তবে, এই বৈঠকের বিষয় খুব অংক কষিয়াই যে করা হইয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। উপজাতিদের বিভিন্ন গোষ্ঠির সমাজপতিদের এইভাবে ডাকিয়া বৈঠক করার মধ্য দিয়া উপজাতিদের মধ্যেও অনেকটা নাড়া পড়িয়াছে। এইভাবে উপজাতি সর্দারদের নিয়া কোনও শাসক প্রধান বৈঠক করিবার ঘটনা সম্ভবত এই প্রথম। তবে, রাজ আমলে উপজাতি মর্দারদের ডাকিয়া রাজ্যের মহারাজ সম্মান জানাইতেন। রাজ আমলের পরে এই প্রথম সম্ভবত উপজাতি সমাজপতিদের ডাক পড়িল।

রাজ আমলে উপজাতি অংশের সার্বিক উন্নয়নের পথ উন্মুক্ত হইয়াছিল এমন বলা যাইবে না। রাজ্যের যোগাযোগ, পরিবহণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে রাজ শাসনে উপযুক্ত গুরুত্ব পায় নাই। রাজ্যের এক মহকুমা হইতে অন্য মহকুমাতে যাইতে হইলে পাকিস্তানের (বর্তমান বাংলাদেশ) সড়ক পথই ছিল ভরসা। ত্রিপুরা ভারতভুক্তির পরই রাজপথ তৈরীতে গুরুত্ব পায়। আসাম আগরতলা জাতীয় সড়কের অস্তিত্বই ছিল না প্রায় রাজন্য আমলে। উপজাতি বা রাজ্যের মানুষের উন্নয়নে রাজশাসন উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নিয়াছে এমন নজীরও নাই। বর্ষ শেষে উপজাতি সর্দারদের আমন্ত্রণ জানাইয়া উপঢৌকন দেওয়া হইত। ইহাতেই সর্দারদের আবেগ কাজ করিত এই কারণে যে, রাজ আমন্ত্রণ পাওয়া। এখনও উপজাতিরা রাজ দর্শন পূণ্য কর্ম হিসাবেই বিবেচনা করিয়া থাকেন। সেই, রাজন্য আমলের মতো সর্দারদের ডাকিয়া উপজাতি উন্নয়নের গান গাহিয়াই এখন রাজনৈতিক সুবিধা পাওয়া যাইবে? এডিসি নির্বাচনে এইবার ক্ষমতা দখলের লক্ষ্যে বিজেপি যে মরণ কামড় দিবে কেসই বিষয়ে প্রায় নিশ্চিত। এডিসির উন্নয়নের কথা বলা হইতেছে। এই নির্বাচনকে কেন্দ্র করিয়া বিরোধীরা তেমন এক কাট্টা হইতে পারিবে এমন সম্ভাবনা নাই। বিজেপি সেখানে সাফল্যে দিক দর্শন কতখানি করিতে পারিবে তাহা অবশ্য এই মুহুর্তে বলা কঠিন।

একথা সত্যি যে, উপজাতি সমাজপতিদের যথেষ্ট প্রভাব প্রতিপত্তি আছে সাধারণ উপজাতিদের মধ্যে। আর এই সমাজপতিদের উপরই অনেকখানি নির্ভর করিতে চাইবে বিজেপি। একথা অনেক বেশী সত্যি যে, উপজাতিরা আগের মতো একেবারে চোখে বুঝিয়া সর্দারের কথা মানিয়া নিবে এমন ভাবা মুশকিল। তাঁহারা কড়ায় গন্ডায় বুঝিয়া নিতে চায়। আর এজন্যই এখন আর কথায় মন মজিবে না। ত্রিপুরার মানুষ মানুষের মধ্যে মিলন মহানকে বড় করিয়া দেখিতে চায়। উপজাতিদের নিয়া বহু রাজনৈতিক দল বিভিন্ন খেলায় মত্ত থাকিয়াছে। আজ রাজ্য সরকার উপজাতি সর্দারদের জন্য রাজকোষ উজার করিয়া দিয়াছে। এই পাওয়াইয়া দেওয়ার ঘটনা সত্যিই কি ইস্ফিত লক্ষ্য পূরণে সফল হইবে? ইহাও এখন মানিতে হইবে যে, মানুষ এখন অনেক কিছু ঠেকিয়া শিখে। উপজাতি অংশের মানুষও চোখ বুঝিয়া ক্ষমতার আধিপত্য মানিয়া নিবে এমন বলা মুশকিল। শেষ পর্যন্ত একথা বলিতেই হইবে যে দীর্ঘ গণতান্ত্রিক শাসনে উপজাতি সর্দাররা যে সম্মান পায় নাই আজ তাঁহার অধিকারী হইয়া নয়া ইতিহাস সৃষ্টি হইল। দুই হাজার টাকা বড় কথা নহে। উপজাতি সর্দাররা সম্মানীত হইলেন, তাহাকে ছোট করিয়া দেখিবার সুযোগ নাই।

ইউটিউব দেখেই প্রেমিকাকে মারার ছক রিজেন্ট পার্কের যুবকের

কলকাতা, ২১জুন (হি. স.): ইউটিউবে ভিডিও দেখে প্রেমিকাকে মারার অস্ত্র তৈরি করেছিল রিজেন্ট পার্ক কাণ্ডের মূল অভিযুক্ত জয়ন্ত হালদার। পুলিশি জেরার পর উঠে এসেছে এমনই চাঞ্চল্যকর তথ্য। বেশ কিছুদিন আগে থেকেই প্রেমিকাকে মারার ছক কষে ছিল সে। কিন্তু কিভাবে মারবে সেই উপায় দেখতে ভরসা নিতে হয়েছিল ইউটিউবের। আর সেখান থেকে দেখেই তৈরি করেছিল বন্দুকের আদলে এক যন্ত্র। তবে সেই যন্ত্রের উপর কেবল বিশ্বাস না করে প্রেমিকার মৃত্যু হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত করতে তাকে কুপিয়েছে যুবক।

প্রসঙ্গত শনিবার রিজেন্ট পার্ক এলাকায় আনন্দ পল্লীতে নিজের প্রেমিকাকে গুলি ও কুপিয়ে খুনের অভিযোগ ওঠে এলাকারই যুবক জয়ন্ত হালদারের বিরুদ্ধে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ওই যুবক বিবাহিত ছিলেন এবং তার স্ত্রী সন্তানসম্ভবা। এই খবর জানতে পারার পর এই যুবকের প্রেমিকা প্রিয়াঙ্কা তার সাথে সম্পর্ক বিচ্ছেদ করার কথা জানায়। এতেই খেপে যায় জয়ন্ত। সিদ্ধান্ত নেয় প্রেমিকাকে খুন করার এবং সেই মতো গতকাল সকালে ঘুমন্ত অবস্থায় প্রেমিকাকে গুলি করে তারপরে কুপিয়ে খুন করে সে।

গতকাল প্রথমে ফেরার থাকলেও পরে নিজেই রিজেন্ট পার্ক থানায় এসে আত্মসমর্পণ করে যুবক। পুলিশি জেরার মুখে সে জানিয়েছে, ইউটিউব ভিডিও দেখেই খুন করার জন্য যন্ত্র বানিয়েছিল সে। ধৃত আরও জানায়, স্টিলের রড ও লেদ মেশিনের সাহায্যে বেশ কিছু যন্ত্র বানায় সে। এরপর ভিডিও দেখে আতশবাজির জায়গায় দেশলাইয়ের বারুদ ভরে সাইকেলের বিয়ারিং কে গুলি হিসেবে ব্যবহার করে। সেই যন্ত্র দিয়েই প্রেমিকা প্রিয়াঙ্কাকে নিশানা করে গুলি চালায় সে। তবে মৃত্যু নিশ্চিত করতে একাধিকবার কোপায় তাকে।

অফিস থাকলেও বড় বাজার ও পোস্তা মার্কেট থেকে গোডাউন সরানোর প্রস্তাব ফিরহাদের

কলকাতা, ২১জুন (হি. স.): করোনা সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়া যাতে রোধ করা যায় সে জন্য বড় বাজার ও পোস্তা বাজার অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া হবে বলে জানা গিয়েছিল পুরসভাসূত্রে। কলকাতা পুরসভার প্রশাসক তথা পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। আপাতত বড় বাজার পোস্তা বাজার এলাকায় যে অফিস রয়েছে সেগুলি কে ঠিক রেখে বরং গোডাউন গুলিকে অন্যত্র সরানো যায় কিনা সে বিষয়ে চিন্তাভাবনা করছেন ।

ফিরহাদ হাকিম জানিয়েছিলেন, বড়বাজার বিস্তীর্ণ এলাকা হওয়ায় এবং সেখানে সব রকম দ্রব্যের পাইকারি বেচাকেনা হওয়ার কারণে বিপুল পরিমাণে ভিড় হয় ওই এলাকায়। একইসঙ্গে বাইরের থেকে লরিতে করে মাল খালাস করার সময় খালাসিদের থেকেও সংক্রমণ ছড়ানোর সম্ভাবনা থেকে যায়। এই সংক্রমণ ছড়ানো রোধ করতেই জানানো হয়েছিল মার্কেটের লোডিং-আন লোডিং এর জায়গা স্থানান্তর করার চিন্তাভাবনা শুরু করেছে রাজ্য সরকার। পুলিশকেও জায়গা খোঁজার জন্য বলা হয়েছে রাজ্য সরকারের তরফে। বাইরে থেকে ট্রাক ধোকা রুখতে এই নয়া পদক্ষেপ বলে জানা গিয়েছে।

তবে সম্প্রতি ফিরহাদ হাকিম জানান, 'বড় বাজার ও পোস্তা মার্কেট এখনই শহরের বাইরে যাচ্ছে না। ব্যবসায়ীদের পরিকাঠামো তৈরি করে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। তবে ব্যবসায়ীদের তরফে এখনও কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।' এদিকে অফিস বড় বাজার ও পোস্তা এলাকায় রেখে গোডাউনগুলিকে ডানকুনি বা সেই সংলগ্ন এলাকায় সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে ব্যবসায়ীদের।

তা হলে কি চিনের বিরুদ্ধে ১৯৬২-র বদলা নেবে ভারত

রবীন্দ্র কিশোর সিনহা

ভারত ও চিনের মধ্যে পূর্ব লাদাখ সীমান্তে যা হয়েছে, তার জন্য চিনকে ক্ষমা করা হবে না। আর ক্ষমা করা উচিত নয়। স্বাভাবিক পদ্ধতি হ'ল যে প্রতিবেশীদের সঙ্গে আলোচনা করে সীমান্ত বিরোধ নিষ্পত্তি করা উচিত। বৈঠক সৌহার্দপূর্ণ পরিবেশে হওয়া উচিত। যে দেশ এর থেকে দূরে থাকে। তার অর্থ হল যে দেশটি বিশ্বের দ্বারা নির্ধারিত কূটনীতির নিয়মকে প্রকাশ্যে অস্বীকার করছে। চিনও একই কাজ করেছে। তবে এখন চিনের চোখ খুলে গিয়েছে,। কারণ, ভারতও দুই দেশের মধ্যে থাকা প্রায় সাড়ে চার হাজার কিলোমিটার দীর্ঘ সীমান্তে নিজের যুদ্ধবিমান এবং অন্যান্য ধ্বংসাত্মক সমরাস্ত্র মোতায়েন করেছে।এখন ভারতের তিন বাহিনী অর্থাৎ সেনা, বায়ুসেনা, নৌসেনা চিনের যে কোনও পদক্ষেপের জবাব দিতে প্রস্তুত।চিনের বিরুদ্ধে ১৯৬২-র যুদ্ধে পরাজয়ের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য ভারতের পক্ষে এটি একটি সুবর্ণ সুযোগ।১৯৬২ সাল থেকে এখনো পর্যন্ত ভারতের বহু প্রজন্ম সেই পরাজয়ের গল্প শুনে বড় হয়েছিল। তবে এখন ভারতকে এই লড়াই নিজেকেই লড়তে হবে। আমরা দেখেছি গালওয়ান উপত্যকাতে যা ঘটেছিল তার জন্য বিশ্বের কোনও দেশই ভারতের পক্ষে প্রকাশ্যে এসে দাঁড়ায়নি।এমনকি যে দেশগুলি চীন দ্বারা চরম প্রতারিত হয়েছে তারাও চুপ করে থাকেছে।এর মধ্যে রয়েছে জাপান, অস্ট্রেলিয়া, ভিয়েতনাম এবং তাইওয়ান।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প করোনা নিয়ে নিয়মিতভাবে চিনের বিরুদ্ধে সরব হন।. তবে এবার তার বারবার পিছলে যাওয়া জিহ্বাও সিল হয়ে গিয়েছে। তিনি লাদাখ সীমান্তের ভারত ও চিনের মধ্যে চলা বিরোধের নিষ্পত্তি করতে মধ্যস্থতার প্রস্তাব দিয়েছিলেন ট্রাম্প তার এক টুইট করেছিলেন। কিন্তু দুই দেশের মধ্যে সংঘাত বাধার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আর খোঁজ মেলেনি।'

ভারতের থেকে কি শিখবে

বর্তমানে গোটা বিশ্ব এক হতাশাজনক পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছে যেখানে এমন কোন রাষ্ট্রনেতা নেই যে গোটা পৃথিবীতে তার প্রভাব বিস্তার করতে পারবে। তাই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে খুব ভেবেচিন্তে পদক্ষেপ নিতে হবে।. আলোচনার পথ থেকে বিচ্যুত হওয়া যাবে না।আবার রক্ষণাত্মক মনোভাবও নেওয়া যাবে না।একটা মনে রাখবেন যে ১৯৬২ সালের যুদ্ধের সময় মার্কিন প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডির মতো প্রভাবশালী রাষ্ট্রনেতা জীবিত ছিলেন।তাঁকে পুরো পৃথিবী সম্মান করত।পণ্ডিত নেহেরুর অনুরোধে তিনি চিনকে স্পষ্ট হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন যে আক্রমণ বন্ধ না করলে আমেরিকা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়বে।এর পরে ১৯৬২ সালের ২০ নভেম্বর চিন যুদ্ধ বন্ধ করে দেয় এবং যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরে বিতর্কিত অঞ্চল থেকে সরে আসারও ঘোষণা করে।তবে এ কথাও মনে রাখা উচিত যে ভারতে তত্তালীন মার্কিন রাষ্ট্রদূত জন গেলব্রেথ ভারত সরকারকে পরামর্শ দিচ্ছিলেন।এখন কি সেই অবস্থা? না।অতএব, সরকারকে তার পদক্ষেপগুলি খুব চিন্তা করেই অনুসরণ করতে হবে। কারণ সরকারকে বিরুদ্ধে উল্টো পাল্টা প্রশ্ন তোলা হচ্ছে। এর আগে বলা হয়েছিল যে প্রধানমন্ত্রী মোদী সেনাদের শহীদ হওয়ার পরে যে বিবৃতি দিয়েছেন তাতে চিনের কথা উল্লেখ করেননি।অপ্রত্যক্ষভাবে বলা হচ্ছে যে আমরা চিনকে ভয় পাই।তবে, সর্বদলীয় বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী মোদী বারবার চিনকে উদ্দেশ্য করে বক্তব্য রেখেছিলেন। কেউ কি এখনও বলবে যে দেশটি চিনের কাছে মাথা নত করছে? মোদী সরকারকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করুন। প্রত্যেক ভারতীয়ের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার অধিকার রয়েছে। তবে চিনের মুখপাত্র বা দেশের শত্রু হিসাবে নয়।

একবার এই প্রশ্নগুলোকে লক্ষ্য করে দেখুন

এটাও ঠিক যে প্রশ্নগুলি প্রাসঙ্গিক এবং তথ্যের ভিত্তিতে হওয়া উচিত। কিছু বামপন্থী মতাদর্শ চলা সংবাদপত্র দাবি করেছেন যে চিনের কাছে বন্দী ১০ জন ভারতীয় সৈন্য।চিনা বিদেশ মন্ত্রকের কাছে এই বিষয়ে জানতে চাইলে তারা পুরোপুরি অস্বীকার করে।তারা জানায় কোনও ভারতীয় জওয়ান তাদের অধীনে নেই।এই খবরটি এলে, একটি কথিত বিখ্যাত সংবাদপত্র তার ওয়েবসাইটে সংবাদটি লেখার সময় একটি 'বর্তমানে' কথাটি যুক্ত করে বলেছে যে বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র বলেছেন যে এই সময়ে ভারতের কোনও ভারতীয় জওয়ান চিনের অধীনে নেই।. এটি আরও লিখেছিল যে চিন ১০ জন ভারতীয় জওয়ানকে মুক্ত করে দিয়েছে। চিন যখন ভারতীয় সেনাদের বন্দী করার খবর অস্বীকার করেছে। ততণাত সরকারের উচিত এই জাতীয় সংবাদপত্রগুলির বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া। এও প্রশ্ন তোলা হচ্ছে যে নিরস্ত্র সৈন্যদের কেন সীমান্তে পাঠানো হয়েছিল কেন। অস্ত্রহীন বা অস্ত্র ব্যবহার না করার চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিলেন, তাদের জানা উচিত ১৯৯৩, ১৯৯৬ এবং ২০০৫ সালে কারা সরকারে ছিল? সীমান্তে যে বাংকারগুলি তৈরি করেছিল তা মনমোহন সিংয়ের শাসনকালে চীনের চাপে ভেঙে ফেলা হয়েছিল।আশ্চর্যের বিষয় হ '' ল ১৯৬২ সালের যুদ্ধে যারা চিনের সাথে দাঁড়িয়েছিলেন তাদেরও এবার দেখা যাচ্ছে চিনের সঙ্গে। আপমারা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন যে ইশারা কোন জয়চন্দের দিকে করা হচ্ছে. ।দেশের সমস্ত মানুষ চিনের সঙ্গে সংঘাতে যাওয়ার জন্য সরকারের সঙ্গে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এটি দেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।কারণ দেশের মানুষ সেনাবাহিনীকে নিয়ে লড়াই করে চলে। সেখানে কথিত ধর্মনিরপেক্ষ বুদ্ধিজীবীদের কেউ পাত্তা দেয় না। কারণ দেশবাসী এদের চিন্তে পেরে গিয়েছে। এই সকল বুদ্ধিজীবীরা চিনকে নিন্দা করছে না।এই বুদ্ধিজীবীরা প্রশ্নগুলি করছে ভারত সরকারকে। এরা দেশের ২০ শহিদ জন্য আদৌ শোক করছেন বলে মনে হয় না।এমনকি অভূতপূর্ব সংকটেও তারা দেশকে বিশ্বাসঘাতকতা করে চলেছে।মোদী সরকারের কারণে কি করোনা বা চিনের সঙ্গে সংঘাত দেখা দিয়েছে? কিন্তু তারা প্রতিটি স্তরে মোদী সরকারকে টার্গেট করছে।কিন্তু চিনও জানে যে নেহেরুর ভারত এবং মোদীর ভারতের মধ্যে পার্থক্য কোথায়। আমরা চিনকে জ্বালাতন করব না কারণ ভারতের এমন আগ্রাসী ও সম্প্রসারণ নীতি কখনও দেখায়নি।তবে, এটি নিশ্চিত যে চিন যদি এবার ফের আক্রমন করে তবে মোদিজি কোনও পরিস্থিতিতে তাকে ছেড়ে দেওয়ার মুডে নেই।. ১৯৬২ ভারত আর ২০২০ ভারতের মধ্যে অনেক ফারাক.। (লেখক রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ)

লাশের মিছিল আর আমাদের স্থবিরতা

গৌতম রায়

সমরেশ বসুর মৃতদেহের অপেক্ষায় তাঁর নৈহাটির বাড়িতে বসে থাকার, প্রহর গোনার সেই রচম মুহূর্তকে তাঁর 'ডেডবডি' নামক কবিতায়। একজন কাছের মানুষের ফেলে যাওয়া জীবনকে একটুখানি ছোঁয়ার কাকুতিতে সেই কবিতায় ঝরে পড়েছিল কৃষ্টির এক অনুপম স্বাক্ষর। প্রবল যন্ত্রণার সাগরে নিমজ্জিত থেকেও মৃত্যুর শান্ত সমাহিত রূপকে স্পর্শের চেষ্টা, এটাই তো দেশ, কাল, সমাজ, সংস্কৃতি,নারী, পুরুষ, ভাষা নির্বিশেষে মানুষের ধর্ম। প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের বাহ্যারাম্ভে এখন মানবিক ধর্মকে কেবল খুঁজে পাওয়া কেবলমাত্র প্রচারমাধ্যমের ঢক্কানিনাদে। আর এই প্রচার বিষয়টা তো এখন সামাজিক গণমাধ্যমের দৌলতে আপনা হাত জগন্নাথ। সবাই-ই এখন 'কিংবদন্তী'। সবাই-ই প্রখ্যাত লেখক বা কবি। তাই মৃত্যুর গরীব শীতলতায় মনুষ্যত্বও এখন কেমন যেন প্রচারেরনিত্য নতুন কলাকৌশলের শিকার।

রাজনীতির লোক মৃত্যুকে নিয়ে রাজনীতি করে নিজের দল ভারী করার তাগিদে। সেই তাগিদের ভিতর আদর্শগত বোধ অতীতে যেভাবে কাজ করেছিল, এখন আর তা করে না। মৃত্যুর ক্ষতে পলি লেপন হয় এখন কেবল ভোটের নিক্তিতে হিসেব নিকেশ করে। মৃত্যুর ক্ষতে পলি লেপন করতে গিয়েছে আমরা অনেক সময়ই অনেক কঠিন প্রশ্নকে এড়িয়ে যেতে ভালোবাসি। আমাদের সামাজিক পরিকাঠামোতে, বিশেষ করে ভারতের সামাজিক পরিকাঠামোতে মৃত্যুকে ঘিরে একটি লজ খুব জনপ্রিয়।

লজটি হল, মৃতের শত্রু নেই। এই লজ থেকে মনে হয় এমন একটা ট্যাবু সমাজের বুকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, মৃত ব্যক্তি, সে সাধুই হোক কিংবা চোর মৃতের নিন্দে করতে নেই। তাই দেখা যায় অনেক অনেক দাগী আসামিও মৃত্যুর পরে চোর হয়ে যায়। আবার অনেক যর্থার্থ মানুষ মৃত্যুর পর আর নিজের হয়ে সওয়াল করতে পারেন না, কিংবা মর্ত্য হতে বিদ্যায়কালে তাঁর হয়ে মামলা লড়ার ওকালতনামাতে সই করার সুযোগ পান না বলে, সেই 'সাধু'কেও মৃত্যুর অনেককাল পরে 'চোর' বদনাম শুনতে হয়।

বৃদ্ধদের বসুর ছোট কন্যা দময়ন্তীর প্রথম স্বামী প্রদীপ বসু একটি বই লিখেছেন বৃদ্ধদেবের সান্নিধ্য ঘিরে। নিজের পেশা জীবনে প্রদীপ একজন পরিচিত মুখ হলেও সারস্বত সমাজের আজকের প্রজন্ম বুদ্ধদের বসুর এই প্রাক্তন জামাইকে প্রায় মনেই রাখেনি। কারণ সারস্বত দুনিয়াতে প্রদীপের কোনও অবদানই নেই।

এই প্রদীপ তাঁর প্রাক্তন পত্নী দময়ন্তীর উদ্দেশ্যে কার্যত খেউর করতে বইয়ের শিরোনামে প্রাক্তন শ্বশুর বৃদ্ধদের নাম ব্যবহার করলেন। প্রাক্তন শ্বশুরকুলের প্রায় সকলেরই মৃত্যুর এত বছর পরে বৃদ্ধদেব বসু তাঁর কাছ থেকে কবে টাকা নিয়েছিলেন, সেইসব একান্ত পারিবারিক কথার ভিতর দিয়ে এমন কিছু শোনানোর চেষ্টা করলেন, যা গড়িয়া শ্মশানে তেরটি লাশ ঘিরে যে কাণ্ড ঘটেছে, তার থেকে আলাদা কিছু নয়। বুদ্ধদের বসু, প্রতিভা বসু, আমাদের রুমিদি-দময়ন্তী বসু সিংয়ের মৃত্যুর এতকাল পরে গড়িয়া শ্মশানে তেরটি লাশ আঁকশি দিয়ে নামানোর মতো করেই লেখা প্রদীপের এই খেউর যিনি ছাপলেন, বিশেষ একজনের তথাকথিত স্নেহধন্য সেই প্রকাশককে তো গড়িয়া শ্মশানে মৃতদেহগুলি ঘিরে থাকা পুলিশের একাংশের থেকে আলাদা কিছু ভাবা যায় না।

পুলিশকে যে কোনও কাজে দোষারোপ করতে আমরা অভ্যস্ত হয়ে গেছি। কারণ, আমাদের দেশের সাংবিধানিক পরিকাঠামোতে পুলিশ শাসকের মুখপাত্র হিসেবে কাজ করতে বাধ্য। বিশ্বের সব দেশেই এই প্রবণতা। এই দিক থেকে দেখতে গেলে ব্রিটিশ আমলের পুলিশ, আর স্বাধীন ভারতের পুলিশের এতটুকু ফারাক নেই। রাষ্ট্রের নির্দেশের বিরুদ্ধে গেলে শাসক পুলিশকে চিহ্নিত করবে 'দেশদ্রোহী' হিসেবে। আর রাষ্ট্রকে খুশি করতে হাড়ি কাঠে মাথা দেওয়া 'পুলিশে'র ভূমিকায় বিরোধীরা। শাসকের বিরোধী রাজনীতিতে বিশ্বাসী মানুষরা এই পুলিশের গায়ে দাগ দেবে, 'মানবদ্রোহী' তমকা। পুলিশের দ্বারা গড়িয়া শ্মশানে তেরটি লাশ ঘিরে আচরণ আর বুদ্ধদের বসুর প্রাক্তন জানাইয়ের খেউরের প্রকাশকের আচরণ একটি কবিতার পঙক্তিতেই ফুটে ওঠে। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অনবদ্য উচ্চারণ, 'পুলিশ কখনও কোনও অন্যায় করে না, যতক্ষণ সে আমার পুলিশ'। প্রদীপের বইয়ের

প্রকাশক কখনও কোনও অন্যায় করতে পারেন না, যতক্ষণ তিনি সাহিত্য নিয়ন্ত্রণের কল্কি অবতারের নিজের লোক।

আজ গড়িয়া শ্মশানের কাণ্ড দেখে কেবল একটি কছাই বলতে হয় খুনি তো লাশ লুকোয়। রাষ্ট্র কেন লাশ কুলোবে? এই ক্রান্তিকালে তেরটি সহ নাগরিক যদি কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত হয়েই মারা গিয়ে থাকেন, সেই মৃত্যুর জন্য তো তারা দায়ী নন। রাষ্ট্রে অতিমারি মোকাবিলার ব্যর্থতায় মনুষত্বের এহেন অপমান কেন হবে? ওই তেরজন অভাগা সহ নাগরিক যদি কোভিড-১৯ -এর আক্রান্ত হয়েই মারা য়ি থাকেন, তাহলে কোভিড-১৯ আক্রান্ত মানুষদের মৃতদেহ সৎকারের যে সরকারি প্রটোকল আছে তা মেনে কেন তাঁদের সৎকার করা হল না? এই কোভিড-১৯ এর সুযোগ নিয়ে রাষ্ট্র উনিশটি সরোজ দত্তকে, বেমালুম দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিল না তো? একদিন রাষ্ট্র শ্রেণি সংগ্রামের কথা বলতে বলতেই একদম পেশাদার খুনির মতো এই পুলিশকে দিয়ে 'অপারেশন সানসাইন' করেছিল। বড়লোকের হাঁটাচলার অসুবিধা হচ্ছে, পুবেশিনী, সুকেশিনীরা অবাধে সপিং করতে পারছেন না বলে গবিরগুর্বো হকারদের পেটে লাথি মেরেছিল। তারপরও দল পরিচালিক রাষ্ট্রযন্ত্রের চাকায় জেল দেওয়া চাইছিল, যাতে ক্যাঁকড় ক্যাঁকড় আওয়াজ না হয়। রাষ্ট্র যন্ত্রে চাকাটা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সোনাই তাঁতির মাকু চালানোর অভ্যাসের হাতে চালাতে গিয়ে আম আর ছাল, দুটোই এখন হাত ফস্কে গেছে। গরিবের এই পুঞ্জিভুত ক্ষোভই যেমন সাতাত্তর সাল এনেছিল, তেমনই হাজারও লাখো রক্তবীজের ঝার 'অপারেশন সানসাইনে'র মতো বাউকুন্ডা বাতাসই নিয়ে এসেছিল দু'হাজার এগারো।

করোনা কাল, লকডাউন,পথে পথে শঙ্কা, মোড়ে মোড়ে বাজে ওই মৃত্যুর জয় ডঙ্কা—জ্যোতিরিন্দ্র ন্তৈর এখন মিউজিয়ামের সামগ্রী।তাই অপারেশন সানসাইনকেও যেমন সেদিনের শাসক বোঝার চেষ্টাটুকু করেনি, ভুলে থাকতে চেয়েছে হরেকৃষ্ণ কোঙারের যুক্তফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রী হিসেবে সেই অমোঘ উচ্চারণ কৃষক তুমি জোতদার জমিদারের জমি দখল করো, আমার পুলিশ যাবে না— তেমনই পোশাকে রং বদলানো শাসক পড়তে পারে না গড়িয়ার তেরটি পচাগলা লাসের নৈঃশব্দের ভিতরে সোচ্চার উচ্চারণ। যেমনটা আঁধারকে একদিন আলোর অধিক বলে চিহ্নিত করে দিয়েছিলেন কবি বিষ্ণু দে।

(সৌজন্যে-দে :স্টেটসম্যান)

রবিবার আগরতলা প্রেস ক্লাবে রক্তদান শিবির আয়োজিত হয়। ছবি- নিজস্ব।

৬২ সালে চিনের হাতে অসমের বমডিলাকে তুলে দিতে নেহরুর চেষ্টা রাহুলকে স্মরণ করিয়ে দিলেন অসমের মন্ত্রীসা হিমন্তবিশ্ব

গুয়াহাটি, ২১ জুন (হি.স.) : চিনের আগ্রাসন সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে 'বালখিল্যপনাসুলভ হালকা' মন্তব্য করায় সর্বভারতীয় কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীকে তাঁর দাদু জওহরলাল নেহরুর কী ভূমিকা ছিল তা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন অসমের বহু দফতরের মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা, নেডা-র আহ্বায়ক ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

মোদী চিনের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন বলে সমালোচনা করে টুইট করেছিলেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। এর জবাব দিতে গিয়ে পালটা টুইট করেন অসমের মন্ত্রী ড় শর্মা। তিনি লিখেছেন, 'আত্মসমর্পণ করা গান্ধী-নেহরু পরিবারের হলমার্ক।'

হিমন্তবিশ্ব শর্মা আরও লিখেছেন, ১৯৬২ সালে অসমকে পণ্ডিত নেহরু চিনের হাতে প্রায় তুলেই দিয়েছিলেন। যখন চিনা সৈন্য বোমডিলা দখল করেছিল তখন নেহরু বলেছিলেন 'মাই হার্ট গোজ আউট টু পিউপল অব আসাম'।

এছাড়া প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সমালোচনা করতে গিয়ে 'ছন্ডন্ত্রদ্রত্মত্রন' শব্দের বানান ভুল লেখায়ও রাহুল গান্ধীকে ছাড়েননি হিমন্তবিশ্ব শর্মা। তিনি লিখেছেন, 'রাহুল গান্ধী, আপনি এত হতাশ হয়েছেন যে, একটি বানান শুদ্ধ করে লিখতে পারেননি।' 'ছন্ডন্ত্রদ্রত্মত্রন' শব্দকে 'ছন্ডত্রদ্রত্মত্রন' লেখায় নেডা-র আহ্বায়ক হিমন্তবিশ্ব ছাড়াও আরও বহু বিজেপি নেতা থেকে সমর্থক রাহুল গান্ধীকে কটাক্ষ করছেন। এমন-কি 'ছিন্ডত্রদ্রত্মত্রন্ধন্দ্রত্ম' বানানে গোটা ভারতে টুইটার ট্রেন্ডিঙে শীর্ষস্থান দখল করেছে।

প্রসঙ্গত, গত কয়েকদিন থেকে লাদাখে চিনা আগ্রাসনকে কেন্দ্র করে প্রধানমন্ত্রীর পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে একের পর এক টুইট করছেন কংগ্রেস নেতা গান্ধী। রাহুল তাঁর টুইটে লিখেছেন 'নরেন্দ্র মোদী আসলে সারেন্ডার মোদী'। নিজের টুইটারে জাপানের একটি সংবাদপত্রের রিপোর্টও লিখেছেন তিনি।

করোনার জেরে ডিজিটাল রথযাত্রার আয়োজন করছে ইসকন,দেখানো হবে ছ'টি মহাদেশে

নয়াদিল্লি, ২১ জুন (হি. স.): করোনার জেরে ইতিমধ্যে পুরীর রথযাত্রায় স্থগিতাদেশ জারি করেছে সুপ্রিম কোর্ট।এই পরিস্থিতিতে বিশ্বে প্রথম ডিজিটাল রথযাত্রার আয়োজন করতে চলেছে ইসকন কর্তৃপক্ষ। ছ'টি মহাদেশে এই রথযাত্রা দেখানো হবে।

১৯৬৭ সালে সান ফ্রান্সিসকোতে ইসকনের রথযাত্রার সূচনা করেছিলেন সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীল প্রভুপাদ। তারপর থেকে প্রতি বছর অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে রথযাত্রা পালন করা হয়। করোনা সংকটের কারণে এবার সেই বিশ্বাস অটুট রেখে রথযাত্রার পরিকল্পনা করেছে ইসকন। জয়পতাকা স্বামী বলেন, 'মহামারীর বছর হওয়ায় ভক্তরা রাস্তায় বেরোতে পারবেন না এবং বড় করে উৎসব পালন করতে পারবেন না। তাই ভাবনাটা ছিল যে বলদেব এবং সুভদ্রার সঙ্গে সারা বিশ্বের ভক্তদের বাড়ি যাবেন ভগবান জগন্নাথ।'মায়াপুরে ইসকনের সদর দফতরের কমিউনিকেশন অফিসার সুব্রত দাস বলেন, 'এটা বিশ্বের প্রথম ডিজিটাল রথযাত্রা হবে। যা ২৩ এবং ২৪ জুন ছ'টি মহাদেশে দেখানো হবে। এটির নাম হবে মার্সি ইন উইলস। ১০৮ টিতে রথ থাকবে।'

ইসকনের মুখপাত্র বলেন, 'আগামী ২৩ জুন মায়াপুরে উৎসব শুরু হবে এবং সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটে দেখা যাবে। সকাল ১০ টা নাগাদ ১০৮ দিকে রথ বেরোবে। যে ভক্তদের কাছে কোড আছে, তাঁরা নির্দিষ্ট সময় অনুযায়ী আরতি এবং ভোগ দিতে পারেন। এরপর রথ পরবর্তী যজমানের কাছে যাবে। পরদিন সকাল সাড়ে সাতটা পর্যন্ত এরকম চলবে।' ইসকন কর্তৃপক্ষের আশা, মোটামুটি ৩০,০০০ হাজার পরিবার এই ডিজিটাল রথযাত্রায় অংশ নেবেন।

দিল্লিতে উত্তরপূর্বের ১২ জনের মৃত্যু, প্রয়াতদের শেষকৃত্য সম্পাদনকে তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি মনে করেন এসপিসি রবীন হিবু

নয়াদিল্লি, ২১ জুন (হি.স.) : অতিমারি কোভিড-১৯-এর আবহে লকডাউনের সময় রাজধানী দিল্লিতে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ১২ জন রোগীর মৃত্যু হয়েছে। এর মধ্যে কোভিড-১৯ সংক্রমণে আক্রান্ত হয়ে রাজধানীতে উত্তরপূর্বের আরও চারজন মৃত্যুবরণ করেছেন। তাঁদের সকলের শেষকৃত্য সম্পন্ন করাকে প্রয়াতদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি মনে করেন দিল্লির স্পেশাল পুলিশ কমিশনার (এসপিসি) রবীন হিবু।

অরুণাচল প্রদেশের আইপিএস অফিসার রবীন হিবুকে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের যে কোনও নাগরিকের সমস্যাবলি দেখতে নডেল অফিসার হিসেবে নিয়োগ করেছে দিল্লি পুলিশ। নিজেদের বাড়ি থেকে বহু দূরে মৃত ব্যক্তিদের তাঁদের নিজের নিজের ধর্ম, সামাজিক বিধি ও নিয়ম অনুসারে শেষকৃত্য করে তাঁদের প্রতি এর চেয়ে বড়মাপের গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি আর নেই বলে মনে করেন স্পেশাল পুলিশ কমিশনার।

এসপিসি হিবু বলেন, অসমের লখিমপুর জেলার সনিয়া দেউরি নামের এক তরুণির অতিসম্প্রতি কোভিডে আক্রান্ত হয়ে দিল্লিতে মৃত্যু হয়েছে। দিল্লির এইমস-এ চিকিৎসা চলছিল তাঁর। গত ১২ বছর ধরে দিল্লিতে একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কাজ করছিলেন তরুণি সনিয়া। তাঁর মৃত্যুর পর দিল্লিতে শ্মশানের অভাব এবং মৃতদেহ বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য গাড়ির অভাব দেখা দেয়। ফলে মৃতদেহ সংকারে বহু সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে তাঁর। দ্বারকার সমাধিক্ষেত্রে আর অবশিষ্ট জায়গা নেই। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বেশ কয়েকটি মৃতদেহ দ্বারকার সমাধিক্ষেত্র সৎকার করা হয়েছে। অবশ্য করোনার আবহে সমাধিক্ষেত্র সম্প্রসারণের জন্য পরিচালন সমিতিকে একটি বেসরকারি সংস্থা আর্থিক সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। এ ছাড়াও দিল্লির যে কোনও জায়গা থেকে বিনা খরচে স্বর্গরথে (মৃতদেহবাহী শকট) শ্মশান পর্যন্ত নিয়ে যেতে সর্দার দেবেন্দ্র সিংয়ের নেতৃত্বে সংযুক্ত শিখ-দের সঙ্গে একটি চুক্তিও হওয়ার কথা তিনি জানিয়েছেন তিনি।

উত্তর গুয়াহাটির যোগনিলয়মে পালিত আন্তর্জাতিক যোগদিবস

গুয়াহাটি, ২১ জুন (হি.স.) : সারা দেশের সঙ্গে সংগতি রেখে উত্তর গুয়াহাটিতে রবিবার আন্তর্জাতিক যোগ দিবস পালন করেছে সেবাভারতী পূর্বাঞ্চল নামের বেসরকারি সামাজিক সংগঠন। এদিন সকালে উত্তর গুয়াহাটির শংকরদেব শিশু নিকেতন এবং উত্তর পূর্বাঞ্চলের অন্যতম প্রথমসারির যোগ সাধনা কেন্দ্র যোগনিলয়ম-এ যোগদিবস পালন করেছে সেবা ভারতী পূর্বাঞ্চল।

সকাল ৬ টা থেকে ৮ টা পর্যন্ত সেবা ভারতীর যোগ বিভাগের উদ্যোগে উত্তর গুয়াহাটির শংকরদেব শিশু নিকেতনে প্রদীপ প্রজ্বলন করে ষষ্ঠ যোগ দিবসের কার্যসূচি শুরু হয়। অতিমারি করোনার আবহে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে এদিন সকালের অনুষ্ঠানটি এগিয়ে নিয়ে যান অনুষ্ঠান পরিচালন সমিতির সভাপতি মানস দাস। উপস্থিত ছিলেন সম্পাদক মুকুটেশ্বর গোস্বামী, রাগশ্রী সংগীত কলেজের অধ্যক্ষ পিংকুমণি চৌধুরী, সমাজকর্মী কুলেন বড়ো এবং আচার্যা পুনম বরকাকতি, হিমাক্ষী ডেকা প্রমুখ।

এর পর সেবা ভারতী, পূর্বাঞ্চলের উত্তর অসম প্রান্তের যোগপ্রমুখ অজয়কুমার দাসের পরিচালনায় শুরু হয় যোগাভ্যাস। অন্যদের সঙ্গে যোগব্যায়াম করেছেন গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবহারিক বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড় ঈশাংকুর শইকিয়া। যোগদিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানে অধ্যাপক ড় ঈশাংকুর শইকিয়া বলেন, যোগ সাধনার মাধ্যমে মনের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করে নিজের নিজের কর্মক্ষেত্রে এগিয়ে যাওয়া যায়। যোগাভ্যাসের মাধ্যমে শিশু এবং বয়োজ্যেষ্ঠরা বহু সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে পারেন।

উত্তর গুয়াহাটির যোগ সাধনা কেন্দ্র যোগনিলয়ম-এ উত্তর অসম প্রান্তের যোগপ্রমুখ অরূপ জ্যোতি দাসের তত্ত্বাবধানে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস পালন করা হয়। অনুষ্ঠানে পুরুষ এবং মহিলা সহ ২৭ জনের উপস্থিতি ছিল। সেখানে যোগ শিক্ষক হিসেবে ছিলেন ডা. ডনিরুং রিয়াং (যোগ নিলয়ম-এর চিফ মেডিক্যাল অফিসার), শেখর হালদার এবং রিজুমণি দাস। এঁরা সকলেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে যোগাসনের মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছেন।

এই অনুষ্ঠানে সেবা ভারতী পূর্বাঞ্চল অসম ক্ষেত্রের সাংগঠনিক সম্পাদক সুরেন্দ্র তালখেদকর বহুমূল্য বক্তব্য পেশ করেছেন। তিনি যোগের মাহাত্ম্য এবং উপকারিতা খুব সহজ সরল ভাষায় বিশ্লেষণ করেন। এদিনের অনুষ্ঠানে উত্তর গুয়াহাটি, আইআইটি-র বহু পুরুষ মহিলা যোগ দেন। আমিনগাঁওয়ের যুব বিকাশ কেন্দ্র সমেত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানেও আজ আন্তর্জাতিক যোগ দিবস পালিত হয়েছে।

আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে যোগাভ্যাস করলেন রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতিও

নয়াদিল্লি, ২১ জুন (হি. স.): আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে যোগাভ্যাস করতে দেখা গেল রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দকেও। রাষ্ট্রপতি ভবনে যোগাভ্যাসের সেই ছবি টুইট করলেন তিনি। যোগ দিবস উদযাপন করলেন উপরাষ্ট্রপতি বেঙ্কাইয়া নাইডুও।

রবিবার সকালে নিজের যোগাভ্যাসের ছবি টুইট করেন রাষ্ট্রপতি। সেখানে দেখা যায় সাদা টি-শার্ট ও ঘিয়ে রঙের ট্র্যাক প্যান্ট পরে যোগাভ্যাস করছেন তিনি। ছবির সঙ্গে সঙ্গে একটি বার্তাও দেন রামনাথ কোবিন্দ। তিনি বলেন, "আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে সবাইকে শুভেচ্ছা। যোগের প্রাচীন ইতিহাস বিশ্বকে দেওয়া ভারতের বড় উপহার। দেখে ভাল লাগছে প্রতিদিন আরও বেশি মানুষ যোগাভ্যাস শুরু করছেন। জীবনের এই চাপের মধ্যে, বিশেষ করে কোভিড ১৯-এর মধ্যে শরীরকে সুস্থ ও মনকে তাজা রাখতে সাহায্য করে যোগ। সেইসঙ্গে আত্মবিশ্বাসও বাড়ায়।"

অন্যদিকে, যোগাভ্যাসের ছবি শেয়ার করেন উপরাষ্ট্রপতি তথা রাজ্যসভার স্পিকার বেঙ্কাইয়া নাইডুও। সেখানে দেখা যায়, নিজের বাড়ির লনে যোগাভ্যাস করছেন তিনি। তাঁর স্ত্রীকেও দেখা যায় যোগাভ্যাস করছেন। নিজের বার্তায় বেঙ্কাইয়া বলেন, "যোগাভ্যাস শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য ভাল রাখতে সাহায্যে করে। তাই আমি সব দেশবাসীকে অনুরোধ করব প্রতিদিন বাড়িতে যোগাভ্যাস ও ধ্যান করুন। এর মাধ্যমে সুস্থ ও সবল থাকতে পারবেন।"

২০১৫ সাল থেকে ২১ জুন আন্তর্জাতিক যোগ দিবস হিসেবে পালন হয়ে আসছে। কিন্তু এদিনই প্রথম যোগ দিবসের সঙ্গে বলয়গ্রাস সূর্যগ্রহণও রয়েছে। করোনা সংক্রমণের কারণে এবার ডিজিটাল হয়ে গিয়েছে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস। তাই এবারের থিম হল, "বাড়িতে যোগাভ্যাস করুন, পরিবারের সঙ্গে যোগাভ্যাস করুন।"

প্রধানমন্ত্রীর 'যোগ ফর ইমিউনিটি, কমিউনিটি অ্যান্ড ইউনিটি' মন্ত্রে সকলকে সাড়া দেওয়ার আহ্বান মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দের

ডিব্রুগড় (অসম), ২১ জুন (হি.স.) : সাদা টি শার্ট ও পাজামা পরে আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের সকালে চুটিয়ে যোগাভ্যাস, প্রাণায়াম করছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল।

মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে যোগচর্চা করেছেন ডিব্রুগড়ের বিধায়ক প্রশান্ত ফুকন এবং ঋতু পর্ণ বরুয়াও। গোটা বিশ্বের পাশাপাশি অসমেও রবিবার ষষ্ঠ আন্তর্জাতিক যোগ দিবস পালিত হয়েছে।

এদিন ডিব্রুগড়ে নিজের বাসগৃহে অসমের মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়ালও করোনার আবহে সামাজিক দূরত্ব মেনে যোগ দিবস পালন করেছেন।

মহামারি কোভিড-১৯ সংক্রমণজনিত পরিস্থিতিতে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যবাসীকে নিজের নিজের বাড়িতেই পরিবার পরিজনদের সঙ্গে যোগাভ্যাস করার আহ্বান জানান।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আহূত 'যোগ ফর ইমিউনিটি, কমিউনিটি অ্যান্ড ইউনিটি' মন্ত্রে সকলকে সাড়া দিতে আহ্বান জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ। সনোয়াল বলেন, অতিমারি কোভিড-১৯ এবং অন্যান্য রোগব্যাধি থেকে মুক্তি পেতে শরীরে প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে যোগাভ্যাস সাহায্য করে। যোগের কোনও ধর্ম নেই। এটি হল শরীর, মন সুস্থ এবং সন্তুলিত করে রাখতে মহান উপায়। যোগাভ্যাস সামাজিক সংহতি, শান্তি এবং মানবতার পরিবেশ সৃষ্টি করতে সাহায্য করে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ভারতবর্ষের পাঁচ হাজার বছর পুরনো সভ্যতাকে স্বীকৃতি দিয়ে আজ বিশ্বের ১৭৭টি দেশ আন্তর্জাতিক যোগ দিবস হিসেবে পালন করছে।

গোটা পৃথিবী রোগমুক্ত হোক, এটা ভারতের অন্যতম দর্শন। ভারতের এই দর্শন ও সভ্যতাকে গোটা পৃথিবী স্বীকৃতি দিয়েছে এবং তা সম্ভব হয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দৌলতে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর চেষ্টাতেই রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদে প্রত্যেক বছর ২১ জুন তারিখটি আন্তর্জাতিক যোগ দিবস হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। যোগাভ্যাসের উপকারিতার প্রতি লক্ষ্য রেখে, সমাজে ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে সকলের যোগাভ্যাস করা যে উচিত একথা বারবার মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যে উঠে এসেছে।

করোনার আবহেই অনুষ্ঠিত হল জগন্নাথদেবের নবজৌবন উৎসব

হুগলি, ২১ জুন (হি.স.): মাঝে আর মাত্র একটি দিন। এরপরই অনুষ্ঠিত হবে ঐতিহাসিক মহেশের রথযাত্রা। ঠিক তার দুদিন আগে অর্থাৎ রবিবার প্রভু জগন্নাথ দেবের নবযৌবন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হলো। করোনার জেরেই লোকচক্ষুর আড়ালেই এই নব যৌবন উৎসব পালিত হয়। বিশ্বজুড়ে করোনার মহামারীতে যখন সমস্ত কিছু থমকে গেছে তখন বাদ পরেনি মন্দির গুলিও, স্যোশাল ডিস্টেন্সিং মানতে গিয়ে এর প্রভাব পড়েছে দেবালয় গুলিতেও। করোনারকে সঙ্গী করে এক রকম বিভিন্ন নিয়মের মধ্যে খুলতে শুরু হয়েছে মন্দিরগুলি। তাই এবারে জগন্নাথ দেবও ভক্তদেবের দর্শন দেবেন বিভিন্ন নিয়মের মধ্যে। আষাড় মাস মানেই জগন্নাথ দেবের মাস, তাই এই মাস জুরে প্রভুর বিভিন্ন রীতি নীতি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালন করা হয়.আর জগন্নাথের এই অনুষ্ঠান চাক্ষুষ করতে বহু ভক্তের সমাগম হয় হুগলি জেলার শ্রীরামপুরে এই মাহেশে জগন্নাথ মন্দিরে.করোনার আবহের মধ্যে যাতে এই সব অনুষ্ঠানগুলোতে অতিরিক্ত জনসমাগম না হয় তার জন্য আগাম সতর্ক প্রশাসন।

প্রভুর স্নানযাত্রা, নবজৌবন ও রথযাত্রায় ভিড় না যাতে না হয় তার জন্য বারে বারে মন্দির কতৃপক্ষের সাথে বৈঠক করেন জেলা প্রশাসন। সিদ্ধান্ত হয় যে নানা নিয়ম পালনে ও ২৫ জনের বেশি মন্দিরে প্রবেশ করতে পারবে না। সেই মতো মঙ্গলবারের নবজৌবন উতসব পালিত হলো প্রশাসনের নির্দেশে সামাজিক দূরত্ব মেনে। মন্দির কর্তৃপক্ষ গত একমাস আগেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এবারে স্নানযাত্রা উৎসব মন্দির প্রাঙ্গণে হবে।সেই মতো গত ১৫ দিন আগে সামাজিক দূরত্ব মেনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এরপরই জগন্নাথ

ছয়ের পাতায়

সূর্যের অগ্নিবলয় দেখা গেল কেবল উত্তর ভারতে, বাকি দেশে দেখা গেল আংশিক

নয়াদিল্লি, ২১ জুন (হি. স.): ফের এক মহাজাগতিক দৃশ্যের সাক্ষী থাকল মানুষ। রবিবারের গ্রহণে সূর্যের অগ্নিবলয় দেখল দেশের কয়েকটি রাজ্যে। এদিন রাজস্থান, হরিয়ানা এবং উত্তরাখণ্ডের কিছু এলাকা থেকে দেখা গেল সূর্যের অগ্নিবলয়। তবে রবিবারের সূর্যগ্রহণ বাকি ভারতে হয়েছে আংশিক, পূর্ণগ্রাস নয়।

আজ বলয়গ্রাস সূর্যগ্রহণ।এবছরের প্রথম সূর্যগ্রহণ হল বছরের দীর্ঘতম দিনে।রবিবার সকাল সওয়া ৯টা থেকে দেশের বিভিন্ন রাজ্যে বলয়গ্রাস সূর্যগ্রহণ শুরু হয়। তা চলে দুপুর ৩টে বেজে ৩ মিনিট পর্যন্ত। তবে কলকাতায় এই বলয়গ্রাস দেখা যায়নি। এ বার সূর্যের বলয়গ্রাসের পথ ভারতের উত্তর অংশের উপর দিয়ে যায়। তাই উত্তর ভারতের একাংশ থেকেই এই বলয়গ্রাস সূর্যগ্রহণ দেখা গিয়েছে।

কলকাতায় রবিবার সকাল থেকেই আকাশ মেঘলা ছিল। হালকা বৃষ্টিও হয়েছে। তাই গ্রহণ কতটা দেখা যাবে, তা নিয়ে সংশয় ছিল। তবে বেলা সওয়া ১১টা নাগাদ মেঘ সরলে আংশিক গ্রহণ দেখা যায়। কিন্তু আকাশ কালো করে বৃষ্টি নামায় মাত্র কয়েক মুহূর্তের জন্যই তা দেখা সম্ভব হয়। তবে সর্বত্র গ্রহণ দেখা যায়নি।

পজিশনাল অ্যাস্ট্রোনমি সেন্টারের অধিকর্তা সঞ্জীব সেন জানিয়েছেন, বলয়গ্রাসে উত্তর ভারতে সূর্যের ৯৯ শতাংশ ঢাকা পড়লেও, কলকাতায় সূর্যের ৬৬ শতাংশই ঢাকা পড়ে। এ দিন কলকাতায় সকাল ১০টা ৪৬ মিনিটে আংশিক গ্রহণ শুরু হয়। গ্রহণ তুঙ্গে ছিল বেলা ১২টা বেজে ৩৫ মিনিটে। গ্রহণ শেষ হয় দুপুর ২টো বেজে ১৭ মিনিটে।

এর আগে, গত বছর ২৬ ডিসেম্বর আংশিক সূর্যগ্রহণ হয়েছিল কলকাতায়। সে বারও ৩ ঘণ্টার বেশি সময় ধরে বলয়গ্রাস গ্রহণ চলেছিল। তবে সে বারও বলয়গ্রাস দেখার সুযোগ পায়নি কলকাতাবাসী।এই ধরনের বলয়গ্রাস গ্রহণে সূর্যের সমান রেখায় আসার পর চাঁদের আয়তন সামান্য কম হয়। ফলে পূর্ণগ্রাসের সময় তার ছায়াবৃত্তের চারধারে আংটির মতো সূর্যরশ্মি দেখা যাচ্ছে। তবে এই আগুনের আংটি হবে ক্ষণস্থায়ী।

ভারত ছাড়াও এদিন কঙ্গো, সুদান, ইথিওপিয়া, ইয়েমেন, সৌদি আরব, ওমান, পাকিস্তান ও চিনে এই বলয়গ্রাস দেখা যায়। পরবর্তী গ্রহণ দেখার জন্য আরও ২ বছর ৪ মাস অপেক্ষা করতে হবে। ২০২২-এর ২৫ অক্টোবর পরবর্তী গ্রহণ। তবে তা ভারতে তেমন দেখা যাবে না। ২০৩৪ সালে পরবর্তী পূর্ণগ্রাস গ্রহণ।

টানা ১৫ দিন, রবিবারও বাড়ল জ্বালানি তেলের দাম

নয়াদিল্লি, ২১ জুন (হি. স.): রবিবারও বাড়ল পেট্রোল, ডিজেলের দাম। এনিয়ে একটানা ১৫ দিন জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধি করা হল। গত ১৫ দিনে পেট্রোলের দাম মোট বাড়ল লিটারে ৮ টাকা ৮৮ পয়সা। ডিজেলের দাম মোট বাড়ল ৭ টাকা ৯৭ পয়সা।দিল্লিতে ডিজেলের দাম রেকর্ড বেড়েছে। পেট্রলের দামও গত দু'বছরে বেড়েছে সর্বাধিক। এদিন দিল্লিতে ডিজেলের দাম হয়েছে লিটারে ৭৮ টাকা ২৭ পয়সা, পেট্রোল ৭৯ টাকা ২৩ পয়সা। কলকাতায় ডিজেলের দাম হয়েছে ৭৩ টাকা ৬১ পয়সা, পেট্রলের দাম ৮০ টাকা ৯৫ পয়সা। ৭ জুন থেকে তেল কোম্পানিগুলি দৈনন্দিন দর সংশোধন শুরু করেছে।

উল্লেখ্য, ২০১৮ সালের ১৬ অক্টোবর দিল্লিতে ডিজেলের দাম পৌঁছেছিল লিটার প্রতি ৭৫.৬৯ টাকায়। রবিবারের দাম অবশ্য সেই রেকর্ড ছাপিয়ে গিয়েছে। ২০১৪ সালের ৪ অক্টোবর পেট্রোলের দাম সবথেকে বেশি বেড়েছিল। পেট্রোলের দাম হয়েছিল লিটারে ৮৪ টাকা।-

নিলামবাজার রেলওয়ে প্ল্যাটফর্মে যোগচর্চা

নিলামবাজার (অসম), ২১ জুন (হি.স.) : আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উপলক্ষ্যে নিলামবাজার রেলওয়ে প্ল্যাটফর্মে এক যোগ শিবিরের আয়োজন করা হয়। পতঞ্জলি যোগ প্রকল্প ও যুবা ভারত দক্ষিণ করিমগঞ্জ ব্লকের সৌজন্যে প্রায় শতাধিক যুবক-যুবতী, ছাত্রছাত্রী, বিভিন্ন সংগঠনের স্বেচ্ছাসেবক ও প্রৌঢ়দের নিয়ে সম্পূর্ণ সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে সাড়ম্বরে যোগ দিবস পালন করা হয়েছে রেলওয়ে প্ল্যাটফর্মে।

আজকের যোগ দিবসের কার্যক্রমে প্রধান অতিথি হিসেবে পতঞ্জলি যোগ প্রকল্পের করিমগঞ্জ জেলা প্রভারী সিদ্ধার্থজি ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন অসম প্রদেশ বিজেপির অন্যতম সদস্য তথা শিবিরের আয়োজক নীলোৎপল দাস, যোগ শিক্ষক তথা পতঞ্জলি যুবা ভারত দক্ষিণ করিমগঞ্জ ব্লকের কার্যকর্তা বিপ্র নাথ, প্রবেন্দু নমঃশূদ্র, প্রণবকান্তি দত্ত, জেলা স্তরের তিন যোগ বিস্তারক যথাক্রমে বিভূজ্যোতি নাথ, বকুল নাথ, চন্দন নাথ। তেমনি এতে অংশগ্রহণ করেন মহিলা যোগ শিক্ষিকা অর্চিতা নাথ, মেরি নাথ, রিতা নমঃশূদ্র, অমিতা নাথ, রমা রায় সহ অনেকেই।

এদিনের যোগ দিবস কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন এলাকার স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ত্রিশূল ক্লাব, বিবেকানন্দ সংঘ ও অন্যান্য সংগঠনের স্বেচ্ছাসেবকরাও। আজ সকালে প্রদীপ প্রজ্বলন, দেশাত্মবোধক সংগীত ও বৈদিক মন্ত্র পাঠের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। পরে সরকারি প্রটোকল অনুযায়ী মানবজাতিকে সম্পূর্ণ নিরোগ থাকার জন্য ৩২টি যোগব্যায়াম চর্চা করা হয়। আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রাসঙ্গিক বক্তব্য পেশ করেন এদিনের প্রধান অতিথি সিদ্ধার্থজি এবং শিবিরের আয়োজক তথা বিজেপি নেতা নীলোৎপল দাস প্রমুখ। তাঁরা ভারতীয় ঋষি মুনিদের পরম্পরাগত সংস্কৃতিলব্ধ যোগব্যায়াম ও আয়ুর্বেদ ঔষধকে সর্বজনীন স্তরে গ্রামগুলিতে ছড়িয়ে দেওয়ার আহ্বান জানান। এছাড়া দেশের স্বার্থে চিন সহ সমস্ত বিদেশী দ্রব্য বর্জন করে স্বদেশী গ্রহণের উপর জোর দেন বক্তারা। এছাড়াও যোগ ব্যায়ামকে বিশ্বমুখি করে তোলায় পতঞ্জলির কর্ণধার রামদেব মহারাজ এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন সব বক্তা।

রবিবার আগরতলায় আয়োজিত বৃক্ষরোপন অনুষ্ঠানে বিধায়ক রতন চক্রবর্তী। ছবি- নিজস্ব।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

ছবির সেটে নিজের সম্মান খুইয়েছেন 'ব্যাটম্যান'

৩৪ বছর বয়সী রবার্ট প্যাটিনসনের শুরুটা হয়েছিল ২০০৫ সালে, লন্ডনের থিয়েটার থেকে সোজা 'হ্যারিপটার অ্যান্ড দ্য গবলেট অব ফায়ার'—এ। তারপর 'টোয়ালাইট' সিরিজের অ্যাডওয়ার্ড কালেন থেকে রাতারাতি বিশ্বের প্রথম শ্রেণির তারকা বনে গেলেন।কত তরুণ—তরুণীর শৈশব—কৈশোরের স্মৃতি রাঙিয়েছে বেলা (ক্রিস্টেন সেটওয়ার্ট) আর অ্যাডওয়ার্ডের প্রেম, তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু 'টোয়ালাইট' সিরিজের ছবিগুলো মোটেও পছন্দ নয় এই ছবির মূল অভিনেতা রবার্ট প্যাটিনসনের। কেবল অপছন্দ, তাই-ই নয়, ছবিগুলোকে রীতিমতো ঘৃণা করেন তিনি। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে জানালেন, এ ছবির সেটে নিজের সম্মান খুইয়েছেন এই 'ব্যাটম্যান'।শিগগিরই মুক্তি পাবে ক্রিস্টোফার নোলান পরিচালিত, নতুন এই 'ব্যাটম্যান' অভিনীত রহস্য ড্রামা ধাঁচের ছবি 'টেনেট'। এরপর মুক্তির অপেক্ষায় রয়েছে 'দ্য ডেভিল অল দ্য টাইম'। আর ২০২১ সালে গিয়ে মুক্তির কথা রয়েছে 'দ্য ব্যাটম্যান'।এসব ব্যস্ততার মধ্যেই বড় পর্দার এই তারকা যে ছবিটি তাঁকে রাতারাতি এত বড় তারকা বানিয়েছে, সেই ছবি নিয়ে বললেন, "'টোয়ালাইট" সিনেমার জন্য আমার যে ছবিগুলো তোলা হলো, সেগুলো দেখেও পছন্দ হয়নি। সেই ছবিগুলোতে আমাকে অদ্ভুত লাগছিল। চিত্রনাট্য, আয়োজন থেকে সবকিছুই বলছিল, এই সিরিজ চলচ্চিত্রের ইতিহাসের সবচেয়ে বড় হিটগুলোর একটি হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রাখে। আমার ক্যারিয়ার প্রতিষ্ঠার জন্যও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই আমি মনপ্রাণ উজাড় করে নিজের কাজটা করেছি। কিন্তু কখনো এইসব "বাজে", অদ্ভুত সিনেমা দেখিনি। এমনকি কেউ আমার সঙ্গে এই সিনেমা নিয়ে আলাপ জুড়তে এলেও বিরক্ত লাগত। এই ছবিতে আমি খুবই জাজমেন্টাল একটা চরিত্র করেছি। চরিত্রটি অনেকটাই মানসিক বিকারগ্রস্ত। ছবির সেটে এই চরিত্র হয়ে উঠতে গিয়ে আমার মনে হয়েছে, আমি আত্মসম্মান হারিয়েছি। মনে হয়েছে, আমি একটা খারাপ মানুষ।'

'থ্রি ইডিয়টস' পরিচালকের ওপরই ভর করছেন শাহরুখ

১৯৯২ সালে শাহরুখ খানের প্রথম ছবি 'দিওয়ানা' থেকে শুরু করে গত ২৮ বছরে কখনোই বলিউড থেকে এত দীর্ঘ ছুটি নেননি। না, দিন ফুরায়নি শাহরুখের। কথা দিয়েছেন, চলতি দশকেই তিনি ভক্তদের উপহার দেবেন তাঁর জীবনের সেরা ছবিগুলো। আর সেই উদ্দেশ্যে দীর্ঘ বিরতির পর এই বেলা ভর করলেন পরিচালক হিসেবে শতভাগ সাফল্যের অধিকারী রাজকুমার হিরানির ওপর।১৮ বছরে মাত্র পাঁচটি সিনেমা বানিয়েছেন রাজকুমার হিরানি। 'মুন্না ভাই এমবিবিএস', 'লাগে রাহো মুন্না ভাই', 'থ্রি ইডিয়টস', 'পিকে' আর 'সঞ্জু'। আর প্রতিটি সিনেমা বক্স অফিসে একের পর এক রেকর্ড গড়া ব্লকবাস্টার হিট। এই পরিচালকের সঙ্গে কাজ করা তাই বলিউডের যেকোনো অভিনয়শিল্পীর জন্যই স্বপ্ন। বলিউডের খানদের ভেতর 'মিস্টার পারফেকশনিস্ট' আমির খানের পর এবার শাহরুখ খান আর এই মেধাবী পরিচালক মিলে কী উপহার দেন, তা দেখার জন্য অপেক্ষা করছে বলিউড যদিও শাহরুখ খানের পক্ষ থেকে এখনো আনুষ্ঠানিক কোনো ঘোষণা আসেনি। তবে ফিল্মফেয়ারের প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুসারে, চলতি বছরের অক্টোবরেই শুরু হবে শুটিং। শাহরুখ খান এই পরিচালককে কেবল একটা শর্ত দিয়েছেন। বলেছেন, একবার সিনেমার শুটিং শুরু হওয়ার পর যেন মাঝপথে কোথাও আটকে না যায়, মুক্তি যাতে পিছিয়ে না যায়। সময়মতো শুটিং, পোস্ট প্রোডাকশন, প্রচারণা ও মুক্তি একেবারে পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারে যাতে হয়; সেটিই চাওয়া 'চাক দে ইন্ডিয়া', 'ফ্যান', 'মাই নেম ইজ খান', 'মে হুঁ না', 'কুছ কুছ হোতা হ্যায়'খ্যাত শাহরুখের। ইতিমধ্যে এই চরিত্রের জন্য প্রস্তুতিও নিতে শুরু করেছেন। অর্থাৎ শুরু হয়ে গেছে প্রি—প্রোডাকশনের কাজ। 'জাজমেন্টাল হ্যায় কেয়া', 'কেদারনাথ', 'মনমর্জিয়া'খ্যাত লেখক কণিকা ধীলন ও 'থ্রি ইডিয়টস', 'পিকে', 'লাগে রাহো মুন্না ভাই', 'সঞ্জু'র লেখক (বলা যায় রাজকুমার হিরানির সিনেমার লেখক) আভিজাত জোশিএ দুজন মিলে চূড়ান্ত করছেন চিত্রনাট্য।শাহরুখের শেষ কয়েকটি ছবির কোনোটিই বক্স অফিসে আশানুরূপ ব্যবসা করতে পারেনি। 'জিরো' বক্স অফিস ও সমালোচকদুই জায়গাতেই পেয়েছে রসগোল্লা। শাহরুখকে অনেক দিন ধরেই ঠিক শাহরুখের মতো করে পাওয়া যাচ্ছে না। তাই এবার ভেবেচিন্তে পা ফেলতে চান, যাতে পরিশ্রম আর প্রত্যাশার ফল মেলে। আর যাতে শাহরুখ ফিরতে পারেন চিরচেনা শাহরুখের মতোই।

মানসিক কারাগার থেকে পালাব?

লক্ষ জনম ঘুরে ঘুরে, আমরা পেয়েছি ভাই মানবজনম। / এই জনম চলে গেলে, আর পাব না---আর মিলবে না।/ তাঁরে হৃদমাজারে রাখিব-ছেড়ে দিব না। গানের এই কথাগুলোর ভেতর লুকিয়ে আছে মানবজীবনের মূল্য ও মাহাত্ম্য। পৃথিবীর সব প্রাণীই নিজ নিজ জীবনকে ভালোবাসে। জীবনকে টিকিয়ে রাখার জন্য সব প্রাণীই আপ্রাণ চেষ্টা করে। মানুষও এর ব্যতিক্রম নয়। তবে পৃথিবীতে মানুষই একমাত্র প্রাণী, যারা তাদের জীবনকে বহুমুখী উপায়ে উপভোগ করে। ঠিক একই কারণে আমাদের জীবনের দুঃখগুলোও বহুমাত্রিক। আমাদের চাওয়া-পাওয়াগুলোও বহুমাত্রিক। এই বহুমাত্রিক চাওয়া-পাওয়া কিংবা সুখ-দুঃখের সঙ্গে ভারসাম্য রেখে আমরা জীবনযাপন করি।

জীবন-ভারসাম্য কোনো কারণে নষ্ট হয়ে গেলে, না পাওয়া এবং দুঃখের মাত্রা বেড়ে গেলে, আমাদের জীবনে নেমে আসে মানসিক, শারীরিক, পারিবারিক ও সামাজিক বিপর্যয়।

অধিকাংশ মানুষ নিজের মানসিক চেষ্টায়, পরিবার ও বন্ধুবান্ধবের সহায়তায় বিপর্যয় কাটিয়ে ওঠে। তবে বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার কারণে কিছু মানুষ সেসব বিপর্যয় কাটিয়ে উঠতে পারেন না। ফলে তাঁদের জীবনকে ধীরে ধীরে ঘিরে ধরে কষ্ট ও হতাশার দেয়াল। তাঁরা বন্দী হয়ে যান যন্ত্রণার কারাগারের ভেতর, যেখানে কোনো আলো নেই, শুধু অন্ধকার আর অন্ধকার। মানসিক যন্ত্রণার কারাগার থেকে বের হওয়ার বিভিন্ন প্রচেষ্টা যখন বিফল হয় এবং অন্য কোনো সমাধান খুঁজে পায় না, তখন মানুষ এই অন্ধকারকে চিরস্থায়ী ভাবতে শুরু করে দেয়। ফলে ধীরে ধীরে ক্ষীণ হতে থাকে আশার আলো। ঠিক যে মুহূর্তে আশার আলোটা সম্পূর্ণ নিভে যায়, সে মুহূর্তেই একজন মানুষ আত্মহত্যার চেষ্টা করে বা আত্মহত্যা করে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (২০১৪) মতে, প্রতি ৪০ সেকেন্ডে একজন মানুষ আত্মহত্যা করছে!

মানুষ কেন আত্মহত্যা করে অথবা করতে চায়

একজন মানুষের আত্মহত্যার পেছনে মানসিক, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক উপাদান এককভাবে অথবা সামষ্টিকভাবে কাজ করে। তবে চরম বিপর্যয়ের ভেতর থাকা সত্ত্বেও, একজন মানুষের আত্মহত্যা করার বা না করার সিদ্ধান্ত চূড়ান্তভাবে নির্ভর করে তাঁর কাছে জীবনের অর্থ, চারপাশের মানুষের সঙ্গে সম্পর্কগুলোকে তিনি কীভাবে দেখেন, বস্তুগত (টাকা-পয়সা, সম্পত্তি, বাড়ি, গাড়ি) ও অবস্তুগত (যশ-খ্যাতি, সুনাম, সম্মান) সম্পর্কগুলোকে তিনি কীভাবে দেখেন, তার ওপর। যাঁরা এসব সম্পর্ককে পরিবর্তনশীল না ভেবে চিরস্থায়ী ভাবেন এবং সম্পর্কগুলোকে সেলফ/আমি---এর অবিচ্ছেদ্য অংশ মনে করেন, তাঁদের ভেতর বিভিন্ন ধরনের হতাশা, বিষণতা, উদ্বিগ্নতা, নিদ্রাহীনতা ইত্যাদি সমস্যা সহজেই তৈরি হয় এবং আত্মহত্যার প্রবণতা বেশি থাকে। কারণ, এ ধরনের জীবনদর্শনের মানুষের চিন্তাগত নমনীয়তা এবং প্রাকৃতিক নিয়ম তথা পরিবর্তনকে গ্রহণ করার সক্ষমতা কম থাকে।

ব্যক্তিজীবনের সফলতা ও ব্যর্থতা বিবেচনার ক্ষেত্রে যাদের নিজস্ব কোনো মানদণ্ড থাকে না, বরং বাইরের/সমাজের মানদণ্ড দ্বারা বেশি প্রভাবিত হয়, তাঁদের ভেতর পরিবেশগত মানসিক চাপ বেশি কাজ করে। এই ধরনের মাত্রাতিরিক্ত মানসিক চাপ থেকে মুক্তির জন্য অনেকে আত্মহত্যা করে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, যেসব মানুষ আত্মহত্যা করে, তারা মূলত শরীরকে হত্যা করতে চায় না, বরং মনের ভেতর জমে থাকা পাহাড়সমান কষ্ট ও বেদনাকে হত্যা করে মানসিক কারাগার থেকে মুক্তি পেতে চায়। আত্মহত্যাকারী বা আত্মহত্যার চেষ্টা করেছে, এমন মানুষের ভেতর নিজের প্রতি ঘৃণা, অন্যের প্রতি ঘৃণা অথবা চারপাশের পরিবেশের প্রতি প্রচণ্ড ঘৃণাভাব কাজ করে। এই নেতিবাচক মনোভাব একজন মানুষকে নিজের ক্ষতি করতে অথবা আত্মহত্যায় প্ররোচিত করে। এ ছাড়া এসব মানুষের ভেতর আবেগের পরিপক্ষতা, নিয়ন্ত্রণ এবং ভারসাম্য কম থাকে। দীর্ঘদিনের দুর্বল পারিবারিক বন্ধন এবং সামাজিক সম্পর্ক মানুষের ভেতর একধরনের অস্তিত্বজনিত শূন্যতা তৈরি করে, যা সামাজিক মাধ্যমের লাখ লাখ ফলোয়ার কিংবা অর্থ---সম্পদের প্রাচুর্য দিয়ে প্রতিস্থাপন করা যায় না। এ ধরনের শূন্যতা জীবনকে ভীষণ অর্থহীন করে তোলে। জীবনের অর্থহীনতা আত্মহত্যার ইচ্ছাকে বেগবান করে।

আত্মহত্যার পূর্ব লক্ষণ

আত্মহত্যা কোনো রোগ নয়, বরং একটি সিদ্ধান্ত। তাই আত্মহত্যার নির্দিষ্ট কোনো পূর্ব লক্ষণ নেই। অনেক মানুষের ক্ষেত্রে আত্মহত্যার পূর্ব পর্যন্ত তেমন কোনো অস্বাভাবিক লক্ষণই দেখা যায় না, যা থেকে অন্তত পক্ষে কিছুটা হলেও বোঝা যাবে যে লোকটি মনে মনে আত্মহত্যার চিন্তা করছেন। তবে সার্বিকভাবে বলতে গেলে আত্মহত্যার আগে সচরাচর কিছু মানসিক ও শারীরিক পরিবর্তন ঘটে, যা খুব নিবিড়ভাবে এবং সচেতনভাবে পর্যবেক্ষণ না করলে হয়তো চোখে পড়বে না। একজন মানুষের আত্মহত্যার আগে তাঁর ভেতর বিষণতার লক্ষণ দেখা দেয়। সব সময় হতাশামূলক কথাবার্তা বলে। কথাবার্তায় ও কাজে মৃত্যু প্রসঙ্গ বেশি উঠে আসে। ব্যক্তিগত ও সামাজিক সম্পর্ক থেকে নিজেকে হঠাৎ গুটিয়ে নেয়। মেজাজ-মর্জির দ্রুত পরিবর্তন দেখা যায়। নিজেকে অন্যের বোঝা মনে করেন। শক্তিশালী কোনো এক ফাঁদে আটকে পড়ার কথা বলে। নেশাজাতীয় দ্রব্য গ্রহণের মাত্রা বেড়ে যায়। একেবারেই ঘুম হয় না অথবা অতিরিক্ত ঘুমায়। খাওয়াদাওয়া এবং ব্যক্তিগত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতায় অনিয়ম দেখা যায়, যা আগে ছিল না। চরিত্রে হঠাৎ অস্বাভাবিক পরিবর্তন দেখা যায়। এমন কিছু কাজ করে বা এমন ধরনের কথা বলে, যা দীর্ঘদিনের ধারাবাহিক চরিত্রের সঙ্গে মানানসই নয়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, আত্মহত্যাকারী সাম্প্রতিক সময়ে ঘটে যাওয়া নেতিবাচক ঘটনাপ্রবাহের ভেতর দিয়ে যায়। যেমন, প্রিয়জনের মৃত্যু, সম্পর্কের ছেদ, পরীক্ষায় খারাপ ফলাফল, চাকরি চলে যাওয়া ইত্যাদি।

আত্মহত্যা প্রতিরোধের উপায়

আত্মহত্যা কারও কাম্য নয়। কাছের কোনো মানুষ আত্মহত্যা করুক, সেটাও কেউ চায় না। আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে আত্মহত্যাকারীও কাছের পরিচিত মানুষজনের কাছ থেকে কোনো না কোনোভাবে সাহায্য খুঁজে বেড়ায়। কারণ, কেউ আসলে অকালে মরতে চায় না। আত্মহত্যার পূর্ব লক্ষণগুলো বিবেচনায় রেখে আপনি যদি বুঝতে পারেন যে কাছের কেউ একজন আত্মহত্যার পরিকল্পনা করছেন, তবে তাৎক্ষণিকভাবে বিষয়টিকে গুরুত্বের সঙ্গে নিতে হবে। আন্তরিকতার সঙ্গে এ ব্যাপারে খোলামেলা আলোচনা করতে হবে।

তবে যে বিষয়টা অবশ্যই মনে রাখতে হবে তা হলো, কথা বলতে হবে কম, শুনতে হবে বেশি। মনোযোগ দিয়ে কথা শুনলে তাঁর ভেতরের কষ্ট প্রকাশ করার ক্ষেত্র তৈরি হবে। কথা বলার সময় নিজের ব্যক্তিগত মতামত দেওয়া যাবে না। কোনটা ভালো, কোনটা খারাপ, কোনটা উচিত, কোনটা অনুচিত, তা বলা যাবে না। এতে বিপরীত পক্ষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে কথা বলতে পারবে না। তাই বিপরীত পক্ষের অনুভূতিগুলোকে প্রাধান্য দিয়ে আলোচনা চালিয়ে যেতে হবে এবং কথা বলার মাধ্যমে বের করে আনতে হবে তিনি আসলেই আত্মহত্যা---সংক্রান্ত কোনো পরিকল্পনা করছেন কি না।

যদি পরিকল্পনা করে থাকেন, তবে সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পরিবারের সদস্য বা কাছের কোনো মানুষকে বিষয়টি জানাতে হবে। পরিবারের কেউ বা ঘনিষ্ঠ কেউ পৌঁছার আগ পর্যন্ত তাঁর পাশে থাকতে হবে। আশপাশে দড়ি, বিষ, ব্লেড, চাকু, বন্দুক, হারপিক ইত্যাদি থাকলে তা সরিয়ে ফেলতে হবে। তাঁকে নিকটস্থ হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। সার্বক্ষণিকভাবে কারও তত্ত্বাবধানে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।

এখন কথা হলো, আমার—আপনার যদি আত্মহত্যার চিন্তা আসে অথবা অনেক দিন ধরে আত্মহত্যার চিন্তা মনের ভেতর ঘুরপাক খায়, তাহলে কী করব? নিজের পরিবারের, পরিবারের বাইরের কাছের মানুষকে সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টা জানাতে হবে, যা ব্যবহার করে আত্মহত্যার চিন্তা করছেন, সেটা কোনোভাবেই ঘরের ভেতর রাখা যাবে না। অবশ্যই প্রফেশনাল মনোচিকিৎসকদের কাছ থেকে ওষুধের সাহায্য নিতে হবে, মনোবিজ্ঞানীদের কাছ থেকে নিয়মিত সাইকোথেরাপি বা কাউন্সেলিং নিতে হবে।

পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে যত বেশি সম্ভব সময় কাটাতে হবে। সামাজিক সম্পর্কগুলোর আরও বেশি যত্ন নিতে হবে। কোনোভাবেই একা থাকা যাবে না। যেসব সমস্যা আত্মহত্যার চিন্তাকে প্রাথমিকভাবে উসকে দিচ্ছে।

সুশান্তর অপমৃত্যু: এবার রিয়ার বিরুদ্ধে প্রতারণার মামলা

দেখতে দেখতে কেটে গেল এক সপ্তাহ, বলিউড তারকা সুশান্ত সিং নেই। গত সপ্তাহের ঠিক এই দিন রোববারে বলিউডের এই নবীন তারাটি খসে পড়েছিলসুশান্ত চলে গেছেন না—ফেরার দেশে। কিন্তু চলে গিয়েও তর্ক—বিতর্ক আর স্মৃতিচারণে প্রতিনিয়ত যেন আরও বেশি করে ফিরে আসছেন ৩৪ বছরের এ তরুণ। ক্রমেই জোরালো হচ্ছে বিতর্ক। এর আগে এ ঘটনার সূত্রে মামলা হয়েছিল বলিউড তারকা সালমান খানের বিরুদ্ধে। আজ হলো সুশান্তের প্রেমিকা বাঙালি অভিনেত্রী রিয়া চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে।বিহারের মুজফফরপুরের আদালতে মামলা করলেন কুন্দন কুমার। তাঁর অভিযোগ, সুশান্তকে মানসিক ও আর্থিকভাবে হেনস্তা করেছেন রিয়া চক্রবর্তী। ভারতীয় বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা গেছে, গতকাল শনিবার আদালতের মুখ্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট মুকেশ কুমারের কাছে মামলার আবেদন জমা করেন কুন্দন। এ প্রসঙ্গে কুন্দনের আইনজীবী কমলেশ সংবাদমাধ্যমকে জানান, 'সুশান্তের মৃত্যুর পর থেকেই আমার মক্কেল হতাশায় ভুগছিলেন। তাঁর অভিযোগের ভিত্তিতে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০৬ (আত্মহত্যার প্ররোচনা) এবং ৪২০ (প্রতারণা) ধারায় আদালতে রিয়া চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে। ২৪ জুন মামলার প্রথম শুনানির তারিখ দিয়েছেন আদালত।'

রোববার বান্দ্রার বাড়িতে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছিলেন ৩৪ বছর বয়সী বলিউডের তরুণ নায়ক সুশান্ত সিং রাজপুত। প্রাণখোলা, হাসিখুশি এই নায়কের মৃত্যু ঘিরে উঠে এসেছে একাধিক প্রশ্ন। সুশান্তের পরিবারের দাবি, খুন করা হয়েছে তাঁদের সন্তানকে। তবে ময়নাতদন্ত প্রতিবেদন ও পুলিশের প্রাথমিক ধারণা, ঘটনাটি আত্মহত্যাই। এসব সূত্রে এখন পর্যন্ত ছয়জনকে জেরা করা হয়েছে। পরের দিন তদন্তের জন্য সুশান্তের বান্ধবী রিয়া চক্রবর্তীকে থানায় তলব করেছিলেন তদন্তকারী কর্মকর্তারা। তাঁদের ডাকে সাড়া দিয়ে ১৮ জুন বেলা সাড়ে ১১টা নাগাদ বান্দ্রা পুলিশ স্টেশনে হাজির হন রিয়া। সারা দিন দফায় দফায় রিয়া চক্রবর্তীকে জেরা করে পুলিশ, প্রায় ১১ ঘণ্টা ধরে চলে ম্যারাথন জিজ্ঞাসাবাদ।সুশান্ত ও রিয়া। প্রসঙ্গত, সর্বশেষ প্রেমিকা হিসেবে সুশান্তের মৃত্যুর পর বারবার রিয়া চক্রবর্তীর নাম আসে। এমনিতে রিয়ার সঙ্গে সুশান্তর প্রেমের সম্পর্কের খবর ছিল 'ওপেন সিক্রেট'। শুধু তা—ই নয়, নভেম্বরেই নাকি বিয়ে করার কথা ছিল সুশান্তর। জানিয়েছেন প্রয়াত অভিনেতার এক আত্মীয়। পাশাপাশি পরিচালক রোমি জাফরি অভিনেতার মৃত্যুর পর সাংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, তাঁর পরবর্তী ছবিতে একসঙ্গে কাজ করবার কথা ছিল সুশান্ত-রিয়ার। এই রোমান্টিক কমেডি ছবির কাজ শুরুর কথা ছিল মে মাসে, যদিও করোনার জেরে কাজ স্থগিত হয়ে যায়। এই পরিস্থিতিতে নানা হিসাব—নিকাশ করে সুশান্তর আত্মহত্যার রহস্যের জট খুলতে শুরু থেকেই পুলিশের তদন্তের বিষয় হয়েছেন রিয়া চক্রবর্তী। এর মধ্যে জানা যায়, সুশান্তের গড়ে তোলা তিনটি কোম্পানির একটি রিয়া চক্রবর্তীর নামে। ২০১৯ সালে প্রতিষ্ঠিত ভিভিডরেজ রিয়ালিটিক্স নামে প্রতিষ্ঠানটি নতুন নতুন প্রযুক্তি নিয়ে কাজ করে।রিয়া চক্রবর্তী। এর আগের দিন ১৭ জুন মুজফফরপুরের আদালতে বলিউডের সালমান খানের বিরুদ্ধে মামলা হয় এ ঘটনায়। শুধু সালমান নন, সুশান্ত সিং রাজপুতের অপমৃত্যুর ঘটনায় বাদী মামলা করেছেন করণ জোহর, সঞ্জয় লীলা বনসালি, আদিত্য চোপড়া, সাজিদ নাদিয়াদওয়ালা, একতা কাপুরসহ আটজনের বিরুদ্ধে। বিহারের মুজফফরপুরে একটি আদালতে এ মামলা করেছেন আইনজীবী সুধীর কুমার ওঝা। সংবাদ সংস্থাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ওই আইনজীবী বলেছিলেন, 'সুশান্তের কাছ থেকে শুধু সাতটি ছবি কেড়ে নেওয়া হয়েছিল তাই-ই নয়, তাঁর একাধিক ছবি আজও মুক্তি পায়নি। এসব ঘটনার চাপ দিনের পর দিন নিতে পারেননি মাত্র ৩৪ বছরের অভিনেতা এবং এ ঘটনাগুলোই তাঁকে আত্মহননের মতো চরম পথ বেছে নিতে বাধ্য করেছে।'

রবিবার বিশ্ব যোগা দিবসে যোগা করছেন সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক। ছবি- নিজস্ব।

বাংলাদেশে একদিনে মারা গেছেন ৩৯ জন, নতুন শনাক্ত ৩,৫৩১ জন

মনির হোসেন,ঢাকা,জুন ২১।।বাংলাদেশে একদিনে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ৩৯ জন মৃত্যুবরণ করেছেন। গতকালের চেয়ে আজ ২ জন বেশি মৃত্যুবরণ করেছেন। গতকাল ৩৭ জন মৃত্যুবরণ করেছিলেন। এখন পর্যন্ত এই ভাইরাসে দেশে মৃত্যুবরণ করেছেন ১ হাজার ৪৬৪ জন। শনাক্তের বিবেচনায় আজ মৃত্যুর হার ১ দশমিক ৩০ শতাংশ। আগের দিন এই হার ছিল ১ দশমিক ৩১ শতাংশ। গতকালের চেয়ে আজ দশমিক ০১ শতাংশ কম।

রবিবার দুপুরে স্বাস্থ্য অধিদফতরের করোনাভাইরাস সংক্রান্ত নিয়মিত অনলাইন হেলথ বুলেটিনে অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. নাসিমা সুলতানা এসব তথ্য জানান। ডা. নাসিমা সুলতানা জানান, গত ২৪ ঘন্টায় ১৫ হাজার ৫৮৫ জনের নমুনা পরীক্ষায় ৩ হাজার ৫৩১ জনের দেহে করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়েছে। গতকালের চেয়ে আজ ২৯১ জন বেশি শনাক্ত হয়েছেন। গতকাল শনাক্ত হয়েছিল ৩ হাজার ২৪০ জন। দেশে বর্তমানে করোনা আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা ১ লাখ ১২ হাজার ৩০৬। তিনি জানান, নমুনা পরীক্ষায় আজ শনাক্তের হার ২২ দশমিক ৬৬ শতাংশ। আগের দিন এ হার ছিল ২৩ দশমিক ০৯ শতাংশ। আগের দিনের চেয়ে আজ শনাক্তের হার দশমিক ৪৩ শতাংশ কম।

এদিকে, করোনাভাইরাসে আক্রান্তদের মধ্যে গত ২৪ ঘন্টায় হাসপাতাল এবং বাসায় মিলিয়ে সুস্থ হয়েছেন ১ হাজার ৮৪ জন। গতকালের চেয়ে আজ ৩৬ জন বেশি সুস্থ হয়েছেন। গতকাল সুস্থ হয়েছিলেন ১ হাজার ৪৮ জন। মোট সুস্থ হয়েছেন ৪৫ হাজার ৭৭ জন। নাসিমা সুলতানা জানান, আজ শনাক্ত বিবেচনায় সুস্থতার হার ৪০ দশমিক ১৪ শতাংশ। আগের দিন এই হার ছিল ৪০ দশমিক ৪৪ শতাংশ। আগের দিনের চেয়ে আজ সুস্থতার হার দশমিক ৩ শতাংশ কম। অতিরিক্ত মহাপরিচালক জানান, 'করোনাভাইরাস শনাক্তে গত ২৪ ঘন্টায় নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে ১৫ হাজার ৭১০টি। আগের দিন সংগ্রহ করা হয়েছিল ১৩ হাজার ৭৭৯টি। গতকালের চেয়ে আজ ১ হাজার ৯৩১টি নমুনা বেশি সংগ্রহ করা হয়েছে। গত ২৪ ঘন্টায় দেশের ৬০টি পরীক্ষাগারে নমুনা পরীক্ষা হয়েছে ১৫ হাজার ৫৮৫টি। আগের দিন নমুনা পরীক্ষা হয়েছিল ১৪ হাজার ৩১টি। গত ২৪ ঘন্টায় আগের দিনের চেয়ে ১ হাজার ৫৫৪টি বেশি নমুনা পরীক্ষা হয়েছে। এ পর্যন্ত দেশে মোট ৬ লাখ ১২ হাজার ১৬৪টি নমুনা পরীক্ষা হয়েছে। তিনি জানান, মৃত্যুবরণকারীদের মধ্যে ৩৫ জন পুরুষ এবং ৪ জন নারী। বয়স বিশ্লেষণে দেখা যায়, ৮১ থেকে ৯০ বছরের মধ্যে ১ জন, ৭১ থেকে ৮০ বছরের মধ্যে ২ জন, ৬১ থেকে ৭০ বছরের মধ্যে ৪ জন, ৪১ থেকে ৫০ বছরের মধ্যে ১২ জন, ৫১ থেকে ৬০ বছরের মধ্যে ১২ জন, ৩১ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে ৬ জন, ২১ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে ১ জন, শূন্য থেকে ১০ বছরের মধ্যে ১ জন। অঞ্চল বিবেচনায় মৃত্যুবরণকারীদের মধ্যে ঢাকা বিভাগে ১৬ জন, চট্টগ্রাম বিভাগে ১১ জন, রাজশাহী বিভাগে ২ জন, খুলনা বিভাগে ৪ জন, সিলেট বিভাগে ১ জন, রংপুর বিভাগে ১ জন এবং বরিশাল বিভাগে ৪ জন রয়েছেন। এদের মধ্যে হাসপাতালে মারা গেছেন ৩৩ জন এবং বাসায় মৃত্যুবরণ করেছেন ৬ জন। অতিরিক্ত মহাপরিচালক জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় আইসোলেশনে রাখা হয়েছে ৬৩১ জনকে এবং ২৪ ঘণ্টায় আইসোলেশন থেকে মুক্ত হয়েছেন ৩৫৬ জন। এখন পর্যন্ত ছাড় পেয়েছেন ৭ হাজার ৬২৪ জন। বর্তমানে আইসোলেশনে আছেন ১২ হাজার ১৯০ জন।

তিনি জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় প্রাতিষ্ঠানিক ও হোম কোয়ারিন্টিন মিলে কোয়ারিন্টিন করা হয়েছে ২ হাজার ৮১৯ জনকে। এখন পর্যন্ত ৩ লাখ ৩৯ হাজার ৫৮৩ জনকে কোয়ারিন্টিন করা হয়েছে। কোয়ারিন্টিন থেকে গত ২৪ ঘণ্টায় ছাড় পেয়েছেন ২ হাজার ১৩২ জন, এখন পর্যন্ত মোট ছাড় পেয়েছেন ২ লাখ ৭৬ হাজার ৩৭৮ জন। বর্তমানে মোট কোয়ারিন্টিনে আছেন ৬৩ হাজার ২০৫ জন। দেশে কোয়ারিন্টিনের জন্য ৬২৯টি প্রতিষ্ঠান প্রস্তুত রয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে সেবা দেয়া যায় ৩১ হাজার ৯৯১ জনকে। অধ্যাপক নাসিমা সুলতানা জানান, কেন্দ্রীয় ঔষধাগার থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রী (পিপিই) গত ২৪ ঘন্টায় বিতরণ হয়েছে ৬ হাজার ৬০৯টি। এ পর্যন্ত সংগ্রহ ২৫ লাখ ২৮ হাজার ২৪৫টি। এ পর্যন্ত বিতরণ হয়েছে ২৩ লাখ ৪৮ হাজার ২২৪টি। বর্তমানে ১ লাখ ৮০ হাজার ৩১টি পিপিই মজুদ রয়েছে। গত ২৪ ঘন্টায় হটলাইন নম্বরে ১ লাখ ৭৬ হাজার ৫৯৭টি এবং এ পর্যন্ত প্রায় ১ কোটি ২৪ লাখ ২০ হাজার ১০৩টি ফোন কল রিসিভ করে স্বাস্থ্য সেবা ও পরামর্শ দেয়া হয়েছে বলে তিনি জানান। তিনি জানান, করোনাভাইরাস চিকিৎসা বিষয়ে এ পর্যন্ত ১৬ হাজার ৩৮৩ জন চিকিৎসক অনলাইনে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। ২৪ ঘন্টায় আরও ২ জন চিকিৎসক প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। এদের মধ্যে ৪ হাজার ২১৭ জন স্বাস্থ্য বাতায়ন ও আইইডিসিয়ার'র হটলাইনগুলোতে স্বেচ্ছাভিত্তিতে সপ্তাহে ৭ দিন ২৪ ঘন্টা জনগণকে চিকিৎসাসেবা ও পরামর্শ দিচ্ছেন। ডা. নাসিমা সুলতানা জানান, দেশের বিমানবন্দর, নৌ, সমুদ্রবন্দর ও স্থলবন্দর দিয়ে গত ২৪ ঘন্টায় ৬৭০ জনসহ সর্বমোট বাংলাদেশে আগত ৭ লাখ ২৩ হাজার ৭১৪ জনকে স্ক্রিনিং করা হয়েছে।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার পরিস্থিতি তুলে ধরে অতিরিক্ত মহাপরিচালক জানান, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ২০ জুন পর্যন্ত রিপোর্ট অনুযায়ী ২৪ ঘন্টায় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ১৯ হাজার ২৪৪ জন। এ পর্যন্ত আক্রান্ত হয়েছেন ৫ লাখ ৬০ হাজার ২৮৫ জন। ২৪ ঘন্টায় মৃত্যুবরণ করেছেন ৪৫৪ জন এবং এ পর্যন্ত ১৬ হাজার ৮১৪ জন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ২০ জুন পর্যন্ত রিপোর্ট অনুযায়ী সারাবিশ্বে ২৪ ঘন্টায় করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ১ লাখ ৩৮ হাজার ৯৮০ জন। এ পর্যন্ত আক্রান্ত হয়েছেন ৮৫ লাখ ২৫ হাজার ৪২ জন।

২৪ ঘন্টায় মৃত্যুবরণ করেছেন ৬ হাজার ২৭১ জন এবং এ পর্যন্ত ৪ লাখ ৫৬ হাজার ৯৭৩ জন বলে তিনি জানান। করোনাভাইরাস সংক্রমণের ঝুঁকি এড়াতে সবাইকে ঘরে থাকা, স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা, জনসমাগম এড়িয়ে চলা, সর্বদা মুখে মাস্ক পরে থাকা, সাবান পানি দিয়ে বারবার ২০ সেকেন্ড ধরে হাত ধোয়া, বাইরে গেলে হ্যান্ড গ্লাভস ব্যবহার, বেশি বেশি পানি ও তরল জাতীয় খাবার, ভিটামিন সি ও ডি সমৃদ্ধ খাবার খাওয়া, ডিম, মাছ, মাংস, টাটকা ফলমূল ও সবজি খাওয়াসহ শরীরকে ফিট রাখতে নিয়মিত হালকা ব্যায়াম এবং স্বাস্থ্য অধিদফতর ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পরামর্শ-নির্দেশনা মেনে চলার অনুরোধ জানানো হয়। তিনি বলেন, ধূমপান থেকে বিরত থাকতে হবে, কারণ তা অতিরিক্ত ঝুঁকি তৈরি করে।

দিল্লি পুলিশের মোস্টওয়ন্টেড অপরাধী কোভিড আক্রান্ত পাণ্ডে দম্পতির প্রকাশ্যে ঘোরাফেরা, শিলাপথারে আতঙ্ক

শিলাপথার (অসম), ২১ জুন (হি.স.) : উজান অসমের ধেমাজি জেলার শিলাপথারে অতিমারি কোভিড আক্রান্ত জনৈক মহিলার স্বামী প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। এতে এলাকায় করোনা আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। সরিত পাণ্ডে (২৫) নামের কোভিড আক্রান্ত ওই মহিলার স্বামী সত্যবীর পাণ্ডে (২৬)। সত্যবীরের বিরুদ্ধে দিল্লি পুলিশের খাতায় ডাকাতি এবং আগ্নেয়াস্ত্র মামলা ঝুলছে। সে দিল্লি পুলিশের মোস্ট ওয়ান্টেড আসামী।

স্থানীয়রা বলেচেন, কোভিড-১৯ আক্রান্ত সরিতের সঙ্গে একত্রে তার স্বামী সত্যবীর পাণ্ডেকে শিলাপথারের বিভিন্ন দোকানে, বাজারে দেখা গেছে। এই খবর প্রকাশ্যে আসার পর ধেমাজি জেলা প্রশাসন শিলাপথারের দুটি হোটেল, ফার্মাসি, সেলুন, জুতোর দোকান সমেত মোট ৮ টি দোকান সিল করে দিয়েছে। ২৩ জুন পর্যন্ত এই সব দোকান, ফার্মাসি ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকবে। ইতিমধ্যে বহু মানুষ এই দম্পতির সংস্পর্শে এসেছেন। ফলে শিলাপথার কল্যাণ কেন্দ্র এবং পালপটি অঞ্চল ধেমাজি জেলা প্রশাসনের তরফ থেকে কনটেনমেন্ট জোন হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।

৪ টাকাতেই ন্যায্য মূল্যের ওষুধের দোকানে মিলবে মাস্ক

কলকাতা, ২১জুন (হি. স.): এবার থেকে ন্যায্য মূল্যের ওষুধের দোকানে মাত্র চার টাকাতেই মিলবে সার্জিকাল মাস্ক। এমনটাই জানানো হয়েছে নবান্নে তরফে। সেই দোকানে পাওয়া যাবে পিপিইও। তবে এখন শুধুমাত্র ডাক্তাররাই পিপিই কিনতে পারবেন। তবে মাস্ক বিক্রি হবে সকলের জন্যই।

মাস্ককে জীবনের অঙ্গ হিসেবে জড়িয়ে নিতে বলেছেন চিকিৎসক ও বিশেষজ্ঞরা। এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে বেশ কিছু ব্যবসায়ী চড়া দামে বিক্রি করছেন মাস্ক। ফলে সাধারন থেকে অতি সাধারন মানুষ মাস্ক কিনতে না পেরে কাপড় দিয়ে কাজ চালাচ্ছেন। এদিকে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও আইসিএমআর জানিয়ে দিয়েছে করোনা রুখতে সক্ষম একমাত্র ত্রি স্তরিয় মাস্ক। তাই এবার রাজ্য সরকারের ন্যায্য মূল্যের ওষুধের দোকানেই পাওয়া যাবে এই সার্জিকাল মাস্ক।

নবান্ন সূত্রে খবর, থ্রি প্লাই সার্জিক্যাল মাস্ক মিলবে মাত্র ৪ টাকায়। ১৭ টাকায় মিলবে পলি প্রপলিন মাস্ক। যা বেশ কয়েকদিন ব্যবহার করা যাবে। এছাড়া হট টেপ ও কুল টেপ পিপিই বিক্রি করবে রাজ্য সরকার। হট টেপ পিপিই মিলবে ৪৬০ টাকায়, কুল টেপ পিপিই মিলবে ৪৩০ টাকায়। একটি বিবৃতি প্রকাশ করে জানানো হয়েছে, একজন চিকিৎসক সর্বোচ্চ ১০টি পিপিই ও ২৫টি মাস্ক কিনতে পারবেন। এদিকে একজন সাধারন মানুষ একটিই মাস্ক কিনতে পারবেন।

ডিমা হাসাওয়ে গৃহ একান্তবাসীর শরীরে করোনা ভাইরাস

হাফলং (অসম), ২১ জুন (হি.স.) : ডিমা হাসাও জেলায় হোম কোয়ারেন্টাইনের জনৈক আবাসিকের শরীরে করোনা ভাইরাস ধরা পড়েছে। উমরাংসো পানিমর এলাকার ওই ব্যক্তি প্রথমে সরকারি কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে ছিলেন।

কিন্তু তাঁর করোনা টেস্টের রিপোর্ট নেগেটিভ আসায় তাঁকে সরকারি কোয়ারেন্টাইন সেন্টার থেকে ছেড়ে দিয়ে হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকার নির্দেশ দিয়েছিল স্বাস্থ্য বিভাগ।

শনিবার সন্ধ্যায় ওই ব্যক্তির দ্বিতীয়বার করোনা টেস্টের রিপোর্ট পজিটিভ আসে। তার পর কোরোনা ভাইরাসে আক্রান্ত ওই ব্যক্তিকে হাফলং সরকারি হাসপাতালের আইসোলেশন ওয়ার্ডে এনে ভরতি করা হয়েছে। এ নিয়ে ডিমা হাসাও জেলায় করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ১০০ জন হয়েছে।

এদিকে পানিমরে ওই ব্যক্তি করোনায় আক্রান্ত হওয়ায় জেলা প্রশাসন উমরাংসো পানিমর ছোট লংফার নেপালি বস্তি এলাকাকে কন্টেনমেন্ট জোন হিসেবে ঘোষণা করেছে। দুর্যোগ মোকাবিলা আইন ২০০৫-এর অধীনে ওই এলাকায় স্বাস্থ্য পরিষেবা ও অত্যাবশ্যক পরিষেবা ছাড়া কোনও ব্যক্তির প্রবেশ ও প্রস্থানের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। তাছাড়া ওই এলাকায় কোনও সভা সমিতি ও যানবাহন চলাচলের ওপরও কঠোর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে।

ইতিমধ্যে ডিমা হাসাও জেলায় করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত ১০০ জন রোগীর মধ্যে ৫৭ জন রোগী সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে গেছেন এবং ৪২ জন রোগীর চিকিৎসা চলছে হাফলং সরকারি হাসপাতালের কোভিড আইসোলেশন বিভাগে। তাছাড়া এক রোগীর চিকিৎসা চলছে শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে।

করোনার মধ্যেও বাংলাদেশের উন্নয়ন অব্যাহত রাখতে চেষ্টা চলছে : শেখ হাসিনা

মনির হোসেন,ঢাকা,জুন ২১।।বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, তাঁর সরকার করোনা ভাইরাসের মধ্যেও উন্নয়নের গতিধারা অব্যাহত রাখতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমরা জানি করোনা ভাইরাসের কারণে আমাদের উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে। তারপরেও অন্ততপক্ষে আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি যে, ধারবাহিকতটা বজায় রেখে উন্নয়নের মূল গতিটা ধরে রাখার। যে কারণে আমরা প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছি।'

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রবিবার সকালে জাতীয় অর্থনৈতিক কাউন্সিলের কার্যনির্বাহী কমিটির (একনেক) নিয়মিত সভার প্রারম্ভিক ভাষণে একথা বলেন। শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে রাজধানীর শেরে বাংলা নগরের এনইসি কনফারেন্স রুমে অনুষ্ঠিত এই সভার সঙ্গে সংযুক্ত হন।

প্রধানমন্ত্রী এবং একনেকের চেয়ারপার্সন শেখ হাসিনা সংক্ষিপ্ত ভাষণে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ প্রতিরোধে দেশবাসীর স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার ওপর ও পুণরায় গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, 'দেশবাসীকে আমি এই অনুরোধ করবো যে, সবাই স্বাস্থ্যবিধিটা মেনে চলবেন। কারণ, জীবন চলতে থাকবে, এটি স্থবির থাকতে পারে না। তারপরেও স্বাস্থ্যবিধিটা মেনে চলার জন্য সকলকে আমি আহ্বান জানাব।' প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'শুধু বাংলাদেশে নয়, সমগ্র বিশ্বেই আজ এই সমস্যাটা চলছে। কাজেই এর হাত থেকে মুক্তি পেয়ে মানুষ যাতে আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে পারে সেটাই আমরা চাই।' তাঁর সরকারের মন্ত্রিপরিষদ সদস্য, সাবেক ও বর্তমান সাংসদসহ দেশে এবং প্রবাসে করোনা ভাইরাসের কারণে মৃত্যুবরণকারী বাংলাদেশীদের রুহের মাগফিরাত কামনা করেন তিনি এবং এর কবল থেকে সকলের মুক্তির জন্য মহান আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করেন। তিনি বলেন, 'করোনা ভাইরাসের কারণে আমরা আমাদের মন্ত্রিপরিষদ সদস্য, সংসদ সদস্যসহ দেশে ও প্রবাসে অনেককে হারিয়েছি। তাঁদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি।'

প্রধানমন্ত্রী আরো বলেন, 'আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে এই দোয়া করি, তিনি যেন আমাদেরকে এই করোনাভাইরাস থেকে মুক্তি দেন।'

বিজেপি মহিলা মোর্চার উপরে পুলিশের অতি সক্রিয়তার প্রতিবাদে তালতলা থানায় অভিযোগ দায়ের অগ্নিমিত্রা পলের

কলকাতা, ২১ জুন (হি স): শনিবার বিজেপি মহিলা মোর্চা নেত্রী অগ্নিমিত্রা পলের নেতৃত্বে 'গণশক্তি ভবন' ঘেরাও করে মহিলা মোর্চা। ঘটনাস্থল থেকে আটক করা হয় বেশ কয়েকজনকে। এর পরেই রবিবার বিজেপি মহিলা মোর্চার উপরে পুলিশের অতি সক্রিয়তার প্রতিবাদে চিঠি দিয়ে তালতলা থানায় অভিযোগ দায়ের অগ্নিমিত্রা পলের।

তালতলা থানার অফিসার ইনচার্জকে চিঠি দিয়ে লেখা হয়েছে, "বিজেপি মহিলা মোর্চার আন্দোলনকারীদের উপর ধাক্কাধাক্কি অতিরিক্ত সক্রিয়তায় দেখায় কলকাতা পুলিশ। গতকাল বিজেপি মহিলা মোর্চার নেতৃত্বে গণশক্তি পত্রিকা অভিযানে দুপুর একটা নাগাদ বিপুল সংখ্যায় মহিলা মোর্চার সর্মথকরা জড়ো হয়েছিলেন। সেই সময় পুলিশ আধিকারিক সাধারন পুলিশ ও সিভিক ভলেন্টিয়ার ধাক্কাধাক্কি সহ মহিলাদের সঙ্গে অশ্লীল আচরণ করে। এবং সিভিক ভলেন্টিয়ার মহিলাদের চুলের মুঠি ধরে পুলিশ ভ্যানে তোলে। এর ফলে বেবি দোলুই, সুপর্ণা পোদ্দার, প্রিয়াঙ্কা চৌধুরী, চন্দ্রিমা দত্ত গুপ্ত এবং তৃষ্ণা মুখোপাধ্যায় মানসিকভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে। আমি ও আরও সমর্থককে লালবাজার সেন্ট্রাল লকআপে নিয়ে যাওয়ার পর আমাকে জানানো হয় আমাদেরকে গ্রেফতার করা হয়েছে। সিভিক পুলিশ দ্বারা এই আচরণে আমাদের অনেক সমর্থকের আঘাত প্রাপ্তি হয়েছে। আমি এই বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে আপনাদেরকে যাবতীয় ব্যবস্থা নেওয়ার অনুরোধ জানাচ্ছি"।

উল্লেখ্য, সিপিএমের মুখপত্র 'গণশক্তি' পত্রিকায় চিনকে সমর্থন করে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় সেই অভিযোগে গতকাল 'গণশক্তি ভবন' ঘেরাও করে আটক হন বিজেপি মহিলা মোর্চা নেত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। আটক করা হয় বেশ কয়েকজনকে। মৌলালির কাছে পত্রিকার দফতরের সামনে এ নিয়ে বিশাল ধুন্ধুমার। চিনা প্রেসিডেন্টের কুশপুতুল পুড়িয়ে বিক্ষোভ করে মহিলা মোর্চার সদস্যরা।

করোনা ঠেকাতে বিনামূল্যে আর্সেনিক এলবাম থার্টি ওষুধ বিলি করলেন হোমিওপ্যাথি ডাক্তাররা

হুগলি, ২১জুন (হি.স.) : মহামারী করোনা প্রতিরোধে প্রশংসনীয় উদ্যোগ নিল হুগলি জেলা হোমিওপ্যাথি ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন। রবিবার ডানকুনি হাউসিং এলাকায় প্রায় এক হাজার মানুষকে বিনামূল্যে আর্সেনিক এলবাম থার্টি ওষুধটি দেয়া হলো। এ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে ডানকুনি পুরসভার বিদায়ী উপপ্রধান এবং ডানকুনি পুরসভার বোর্ড অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের সদস্য দেবাশিস মুখোপাধ্যায়। তিনি জানান যে আজকে আমাদের দেশে যেভাবে মারন রোগ করোনা ছড়িয়ে পড়েছে তাতে মানুষ আতঙ্কিত।এখন অবধি এর কোন স্পেসিফিক ওষুধ বের হয়নি কিন্তু হোমিওপ্যাথি ওষুধ আর্সেনিক এলবাম থার্টি ওষুধটি মানবদেহে প্রয়োগের ফলে মানুষের ইমিউনিটি বা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বহুলাংশে বেড়ে যায়। ফলে ব্যাধির হাত থেকে মানুষ নিরাপদে থাকতে পারে সেই কথা মাথায় রেখে আজকে ডানকুনি হাউসিং এলাকার প্রায় এক হাজার মানুষকে এই ওষুধ আমরা বিনামূল্যে দিয়েছি। এবং হোমিওপ্যাথি ডক্টরস

ছয়ের পাতায়

ফের করোনা আক্রান্ত কলকাতা মেডিকেলের দুই কর্তা

কলকাতা, ২১ জুন(হি স): করোনা হানা অব্যাহত কলকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। করোনা সংক্রমণ পিছু ছাড়ছে না কলকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতলের। এবার করোনা আক্রান্ত কলকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে দুই কর্তা।

করোনা আতঙ্কে ত্রস্ত শহরবাসীর। দমকা হাওয়ার মত উড়ে এসে শহরে রাজ করছে করোনা। আতঙ্কের মাঝেই ফের আতঙ্ক। করোনা আক্রান্ত কলকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের দুই অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার।

হাসপাতাল সূত্রে খবর,করোনা আক্রান্ত কলকাতা মেডিকেলের দুই অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার। এই দুই কর্তার নমুনা পরীক্ষা করা হলে রিপোর্ট পজিটিভ আসে। কিন্তু একজনের শরীরে উপসর্গ থাকলেও অন্যজন ছিলেন উপসর্গহীন। ওই দুই কর্তাই চিকিৎসারত কলকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে।

করোনার সময় অনুমান নির্ভর ওষুধ মজুদ করবেন না সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের

মনির হোসেন,ঢাকা,জুন ২১।।বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের করোনার এই উদ্বেগের সময় অনুমান নির্ভর কোন ওষুধ মজুদ না করার জন্য সংশ্লিষ্টদের প্রতি আহবান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, 'অনেকে আতঙ্কে অক্সিজেন সিলিন্ডার বাসাবাড়িতে মজুত করছেন। অনুমান নির্ভর ওষুধ মজুদ করছেন। যে টা আপ্রয়োজনীয়। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া এ ধরনের ওষুধ মজুদ এবং ব্যবহার হিতে বিপরিত হতে পরে।'

ওবায়দুল কাদের রোববার তাঁর সংসদ ভবন এলাকাস্থ সরকারি বাসভবন থেকে দেওয়া এক ভিডিও বার্তায় এ আহবান জানান। আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলেন, বিনা প্রয়োজনে অক্সিজেন সিলিন্ডার মজুদ করে রেখে দেওয়ার ফলে অনেক মৃত্যুপথযাত্রী রোগী অক্সিজেন থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। তাই এই ধরনের অনুমান নির্ভর সিলিন্ডার মজুদ করার মতো স্বার্থপর ভাবনার চেয়ে করোনা প্রতিরোধে মনোনিবেশ করুন। করোনা টেস্টের রিপোর্ট দ্রুত প্রদানের ব্যবস্থা নিতে সংশ্লিষ্টদের প্রতি আহবান জানিয়ে ওবায়দুল কাদের বলেন, গণমাধ্যম থেকে জেনেছি, করোনা টেস্ট করতে এবং রিপোর্ট পেতে হয়রানির শিকার হচ্ছে, আবার কাউকে দীর্ঘ অপেক্ষায় থাকতে হচ্ছে। এই অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্টদের সমন্বয় বৃদ্ধির মাধ্যমে নমুনা গ্রহন স্বল্পসময়ে রিপোর্ট প্রদানের কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়ার আহবান জানাচ্ছি। সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী বলেন, কিছু বেসরকারি হাসপাতাল কোভিড রোগীদের সেবায় প্রশংসনীয় কাজ করলেও এখনও অনেক হাসপাতালের বিরুদ্ধে অবহেলার অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে। অন্যান্য রোগের চিকিৎসাও ঠিক মতো হচ্ছে না বলেও রিপোর্ট আছে। এ সময়ে তিনি হাসপাতাল, মালিক, চিকিৎসক ও সংশ্লিষ্টদের এ কঠিন সময়ে ব্যবসার চাইতে মানবিকতাকে উর্ধে স্থান দেওয়ার আহ্বান জানান।

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলেন, করোনায় অনেক রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, বুদ্ধিজীবীসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা প্রাণ হারিয়েছেন, এর মধ্যে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা অধিক সংখ্যক মৃত্যুবরণ করেছেন। দেশ ও জাতির এই কঠিন সময়ে আওয়ামী লীগই ঝুঁকি নিয়ে সেবা দিয়ে যাচ্ছে। তিনি বলেন, দেশের যে কোনো সংকটে মাটি ও মানুষের সংগঠন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাহসী সৈনিক, মুজিবাদর্শের যোদ্ধারা শেখ হাসিনার নির্দেশে ঝাপিয়ে পড়ে আর্তমানবতার সেবায় এবারও অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

করোনার এ সংকটে মিডিয়া তথা গণমাধ্যম কর্মীদের বেতন ভাতা অব্যাহত রাখার জন্য মালিকদের প্রতি আহবান জানিয়ে তিনি দেশ ও জাতির এই কঠিন সময়ে গণমাধ্যমের গুরুত্বপূর্ণ অবদানের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বিজ্ঞাপনদাতাদের সাধ্যমত উদারতা প্রদর্শনের আহবান জানান।

রবিবার আয়োজিত রক্তদান শিবিরটি পর্যবেক্ষণ করছেন বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার। ছবি- নিজস্ব।

দশের সংকটে অর্জুনের মত লক্ষ স্থির করে রাজনৈতিক দল গুলিকে একসাথে লড়াই করতে হবে : রাজ্যপাল

কলকাতা, ২১ জুন (হি. স.): দেশের সঙ্কটের সময়ে সব দলের অর্জুনের মত নিজ লক্ষ্যে অবিচল থাকা উচিত। রবিবার এমনটাই মন্তব্য করলেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর। এদিন রাজভবনে এক সক্ষাতকারে সীমান্তে চিনের আগ্রাসন পরবর্তী রাজনৈতিক দলগুলির সম্মিলিত প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ জানান তিনি। বলেন, ”অর্জুন যেমন নিজের লক্ষ্যে অবিচল। ঠিক তেমনই দেশের অখন্ডতার স্বার্থে আপোস না করে সব রাজনৈতিক দলের অর্জুনের লক্ষ্যে স্থির থাকা উচিত’।

এদিন রাজ্যপাল বলেন, ‘দেশের সংকটময় সময় একতা খুব জরুরী। এ সময় দেশছাড়া অন্য কোন মানসিকতাকে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়। রাজনৈতিক দলগুলিকে নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আলোচনার মাধ্যমে যে একতা দেখিয়েছেন তা সত্যিই প্রশংসার দাবি রাখে। একজোট হয়ে সবাই প্রথমবার খুব ভালো কাজ করেছে। আর সীমান্তে যে হিংসা হয়েছে তার যোগ্য জবাব দিয়েছে ভারতীয় সেনা। সেই বার্তা ইতিমধ্যেই বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছে। এটা বদলে যাওয়া ভারত। আজ বিশ্বব্যাপী যোগ দিবস পালন তার সূচনাও ভারতের প্রধানমন্ত্রীর অন্যতম কৃতিত্ব।’

পাশাপাশি এদিন ছিল আন্তর্জাতিক যোগা দিবস। রাজভবনের সেন্ট্রাল মার্বেল হলে সাড়ম্বরে পলিত হল আন্তর্জাতিক যোগা দিবস। ঋষি পতঞ্জলির প্রতিকৃতিতে সপত্নীক রাজ্যপাল ধনকর পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন। এদিনের অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল সপত্নীক সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করে ক্রীড়া ভারতী। যোগা প্রসঙ্গে রাজ্যপাল বলেন, ”বিশ্ব তথা দেশের বর্তমান করোনা পরিস্থিতিতে যোগ অভ্যাস মানসিক স্থিতি ও শান্তি বজায় রাখতে সাহায্য করবে। এ সময় মানবজাতি অদ্ভুত এক পরিস্থিতির মধ্যে আছে একদিকে করোনা আরেক দিকে পুরো মানব জাতি। কঠিন চ্যালেঞ্জের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে মানবজাতি। এমন অবস্থা আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে বাইরে বেরিয়ে উপস্থিত হতে পারছেন না। তাই আমি সমস্ত উপাচার্যদের চিঠি লিখে আন্তর্জাতীক যোগা দিবস উদযাপনের আবেদন জানিয়েছি। কারণ উপাচার্যরাই ছাত্র-ছাত্রী ও তরুণ প্রজন্মের কাছে রোল মডেল। তাই আশা রাখব যেভাবে বিশ্ব পরিবেশ দিবস কে সাফল্যমন্ডিত করে তোলা হয়েছিল। সেই একইভাবে বিশ্ব যোগা দিবসকেও সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে সাফল্যমন্ডিত করে তুলবে উপাচার্যরা।”

অন্যদিকে, বর্তমান করোনা আবহে ভারত সরকারের আয়ুষ প্রটোকল যোগা সাধারণ মানুষকে নতুন দিশা দেখাচ্ছে বলে জানালেন ব্যাসার অধিকর্তা ড় অভিজিত ঘোষ।

হোমিওপ্যাথি ডাক্তাররা

পাচের পাতার পর

পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যা আমরা আগামী দিনেও রোগ প্রতিরোধে আমাদের এই প্রয়াস চালু রাখব।এবং বিনামূল্যে মানুষকে ওষুধ দেব। যাতে আমাদের সমাজ সুস্থ এবং সবল থাকতে পারে।

নবজৌবন উৎসব

তিনের পাতার পর

জ্বরে পরে যায় তার জন্য নিয়ম করে ১৫ দিন বন্ধ ছিল জগন্নাথ মন্দির. এবং আজ জ্বর থেকে উঠে আবার জগন্নাথ সেজে উঠেছেন নব যৌবনে। টানা ১৫ দিন পর ভক্তদের সামনে আসেন প্রভু। এদিন সকাল থেকেই চলছে পুজা অর্চনা আজকের দিনে মনস্কামনা পূরণের জন্য প্রভুর কাছে প্রার্থনা করছে মানুষ। স্যোশাল ডিস্টেন্স মেনে এক এক করে জগন্নাথ দর্শন করেছে ভক্তরা। এ বিষয়ে মন্দিরের প্রধান সেবাইত সৌমেন অধিকারীর জানান তিনি ৬২৪ বছরের ইতিহাসে এই প্রথম বার মহেশের রথের চাকা এবং সবকিছুই স্তব্ধ হয়ে গেছে।আমরা প্রশাসনের নির্দেশ মেনে মন্দিরে পূজা অনুষ্ঠান স্নান যাত্রা ও রথ যাত্রাও মন্দির প্রাঙ্গণে করা হবে। দেশের বৃহত্তম রথযাত্রা পুরীর রথযাত্রা সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে স্থগিত হয়ে গেছে।তার সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের দ্বিতীয় বৃহত্তম রথ যাত্রা এবছর মাহেশের রথের চাকা রাজ পথে গরাবে না।তাই মন খারাপ ভক্তদের।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

হচ্ছেনা লোক, চিন্তায় ভুগছে রেস্তোরাঁর মালিকরা

কলকাতা, ২১ জুন(হি স): দেশে জুড়ে চলছে আনলক ওয়ান। আর এই আনলক ওয়ানে রেস্তোরাঁ খোলার অনুমতি দিয়েছে সরকার। আর সেই অনুমতি অনুযায়ী কলকাতাতেও খুলেছে রেস্তোরাঁ। কিন্তু করোনা আবহে রেস্তোরাঁ খুললেও হচ্ছে না সেরম খোদ্দের। কিভাবে চলবে দিন সেই চিন্তায় ভুগছে রেস্তোরাঁ মালিকরা।

আড়াই মাস পর দরজা খুলেছে শহরে রেস্তোরাঁগুলি র। কিন্তু রেস্তোরাঁ খুললেও মাছি তাড়াচ্ছেন মালিকরা। নষ্ট হচ্ছে মাছ-মাংস-অনাজ। পার্ক স্ট্রিট থেকে সাউথ সিটি মল বা বাইপাস দেশি-বিদেশি খাবারের রেস্তোরাঁয় ক্রেতার নেই দেখা। বহু রেস্তোরাঁ মালিকের অভিযোগ কোনও কোনও দিন এক থেকে দেড় হাজার টাকার বিক্রি হচ্ছে। কোনও কোনওদিন তাও নয়। তা দিয়ে রেস্তোরাঁয় যাবতীয় খরচ, কর্মীদের বেতন, ট্যাক্স, বিদ্যুতের বিল, এত কিছু দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। সমস্যায় পরতে হচ্ছে রেস্তোরাঁ মালিকদের।

বেহালায় ব্যক্তির মৃত্যু ঘিরে রহস্য

কলকাতা, ২১ জুন (হি. স.) : ফের শহরে রহস্য মৃত্যু। বেহালায় এক যুবকের অস্বাভাবিক মৃত্যু। হাতে কাটা দাগ মাটিতে রক্তের দাগ। ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

কলকাতা পুলিশ সূত্রে খবর, বেহালায় বেসরকারি নিরাপত্তা কর্মীর রহস্য মৃত্যু। নিজের বাড়ি থেকে উদ্ধার হয়েছে বছর ৪০ - র এক যুবকের মৃতদেহ। বাড়ি থেকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার মৃতদেহ। ঘরে গিয়ে পুলিশ দেখতে পায় ওই যুবকের হাতে কাটা দাগ। মাটিতে রক্তের দাগ।আত্মহত্যা বলে প্রাথমিক অনুমান পুলিশের।অবসাদে আত্মঘাতী অনুমান পুলিশের। ময়নাতদন্ত রিপোর্টের পরই নিশ্চিত করে বলা যাবে কিভাবে মৃত্যু হয়েছে ওই যুবকের।

গত ২৪ ঘণ্টায় পশ্চিমবঙ্গে নতুন করে করোনা আক্রান্ত হন ৪১৪জন, বাড়ছে সুস্থতার হার

কলকাতা, ২১জুন (হি. স.): রাজ্যে সুস্থ হওয়ার হার ক্রমশই ঊর্ধমুখী। যা স্বাভাবিক ভাবেই স্বস্তি দিচ্ছে রাজ্যবাসীকে। একদিন সুস্থ হওয়ার হার বেড়ে হয়েছে ৫৯.৪৯ শতাংশ। এদিকে গত ২৪ ঘণ্টায় রাজ্যে নতুন করে করোনা আক্রান্ত হন ৪১৪জন। গত ২৪ ঘণ্টায় মৃত্যু হয়েছে রাজ্যে ১৫জনের। সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ৪৩২ জন। অতএব রাজ্যে এখন সক্রিয় চিকিৎসাধীন, করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ৫০৯৩। রবিবার এমনটাই জানানো হয়েছে রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতরের জারি করা বুলেটিনে। এই পর্যন্ত রাজ্যে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৩, ৯৪৫জন। রাজ্যে মোট করোনা মুক্ত হয়েছেন ৮২৯৭জন। রাজ্যে করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে ৫৫৫জনের।

এদিকে গত ২৪ ঘণ্টায় কলকাতা থেকে পাওয়া গিয়েছে ১২৬টি নতুন কেস। কলকাতা থেকে পাওয়া গেছে মোট ৪৬৫৩টি কেস। গত ২৪ ঘণ্টায় ২০১জন্য সুস্থ হয়ে উঠছেন। তাই এখন সুস্থ হওয়ার সংখ্যা মোট ২৩৬৭জন। এদিকে করোনা আক্রান্ত হয়ে কলকাতায় গত ২৪ ঘণ্টায় ৬জনের মৃত্যু হয়েছে। তাই এখনও পর্যন্ত কলকাতায় মোট ৩২৯জন মারা গেছে করোনা আক্রান্ত হয়ে। বর্তমানে কলকাতায় করোনা আক্রান্ত সক্রিয় চিকিৎসাধীন রয়েছেন ১৯৫৭জন। বাকি মৃতদের মধ্যে একজন পশ্চিম বর্ধমান, তিনজন হাওড়া, একজন হুগলি, চারজন উত্তর ২৪ পরগনার বাসিন্দা।এদিনের বুলেটিনে আরও জানানো হয়েছে, গত ২৪ ঘন্টায় রাজ্যে ১০হাজার ৫৪৯টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

রাজ্যেও

● **প্রথম পাতার পর**

ছিল রাজ্যের পূর্ব উখরুল জেলার ভূপৃষ্ঠের ১১ কিলোমিটার গভীরে। এর আগে ২৫ মে রাত ৮টা ১২ মিনিটে ৫.৪ তীব্রতার ভূমিকম্প হয়েছে অসম, মেঘালয় এবং ত্রিপুরায়ও ভূমিকম্প হয়েছে। সেদিনের ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল মণিপুরের চূড়াচাঁদপুর জেলা এবং মায়ানমার সীমান্ত।

মানিক সরকারের

● **প্রথম পাতার পর**

পালন করে চলেছে পাশাপাশি চক্ষুদান এবং দেহদানে এগিয়ে আসা জরুরি বলে তিনি জানান।

ভারত সরকারের উচিত চিনা পণ্য আমদানি বন্ধ করা : সুজন চক্রবর্তী

কলকাতা, ২১ জুন (হি. স.): রাস্তায় নেমে চিনা পণ্য বয়কটের ডাক না তুলে বরং ভারত সরকারের উচিত উদ্যোগ নিয়ে চিনা পণ্য আমদানি বন্ধ করা। রবিবার এমনটাই মন্তব্য করলেন বাম পরিষদীয় দলনেতা সুজন চক্রবর্তী। তার মতে চিন থেকে আমদানিকৃত পণ্যের উপর ২০০ শতাংশ কাস্টমসের কর বসানো উচিত।

প্যাংগং লেক এবং লাদাখ সীমান্তে গালয়ান ভ্যালির অংশ নিয়ে ইন্দো-চিন সীমান্ত সংঘাতের শুরু। চিনের সঙ্গে মুখোমুখি সীমান্ত সংঘাতে মঙ্গলবার প্রাণ হারিয়েছেন ২০ জন ভারতীয় জওয়ান। সূত্রের খবর এই সংঘর্ষে নিহত হয়েছে ৪৩ জন চিনের সৈনিকও। এই পরিস্থিতিতে কলকাতার চিনা অধিবাসীরাও রয়েছেন ভারতবর্ষের সাথেই। চিনা পণ্য বয়কটের ডাক তুলেছেন বিভিন্ন মহল। সল্টলেকে চিনা রাষ্ট্রদূত ভবনের সামনে সিপিইউ পুড়িয়ে বিক্ষোভও দেখানও হয়েছে। ইতিমধ্যেই বিজেপি চিনা পণ্য বয়কটের ডাক দিয়েছে।

তবে বিজেপির ওই ডাককে বাজার গরম করার রাজনীতি বলে কটাক্ষ করেছেন সুজন চক্রবর্তী। তিনি এই প্রসঙ্গে প্রশ্ন তুলে বলেন, ‘বল্লভভাই পটেলের মূর্তি তৈরি করেছে চিনা সংস্থা। বিজেপির হিম্মত আছে বয়কট করার?” তিনি আরও বক্তব্য, “বাংলার বা ভারতের কেউ চিনে গিয়ে চিনের জিনিস কিনে আনছে না। জিনিসটা ভারতে আসছে বলে কিনছে। আসবে কি আসবে না সেটা নির্ভর করে দিল্লির সরকারের উপর। তারা চাইলেই বন্ধ করে দিতে পারে। ঝগড়া, তর্কের দরকার হয় না।”

সুজন চক্রবর্তী ভারত সরকারকে পরামর্শ দিয়ে আরও বলেন, ‘রাস্তায় বয়কট বয়কট করে না চিৎকার করে প্রধানমন্ত্রীকে বলুন। যাতে চিনা ও মার্কিন পণ্য আটক হয় এবং ২০০ শতাংশ কাস্টমস ডিউটি চাপে। চিন-আমেরিকার দ্রব্যে ভারতের বাজার উপচে পড়েছে। দেশের শিল্প ও কর্মসংস্থানের বারোটা বেজে গিয়েছে। আমরা চাই দেশের জিনিসের বিক্রিবাটা বাড়ুক। বিদেশের জিনিসের বিক্রি কমুক। চিন ও আমেরিকার দ্রব্যের উপর ২০০ শতাংশ কাস্টমস ডিউটি বসিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব কেন্দ্রের সরকারের।”

স্থানীয় বাজার পরিদর্শন কসবা থানার পুলিশের

কলকাতা, ২১ জুন (হি. স.): অদৃশ্য ভাইরাসের সঙ্গে ক্রমাগত বেড়ে চলেছে শহরবাসী।দমকা হাওয়ার মতো উড়ে এসে শহরে রাজ করছে করোনা। তবে, সংক্রমণ এড়াতে তৎপর প্রশাসন। আর তাই রবিবার স্থানীয় বাজার পরিদর্শন করে কসবা থানার ওসি।

করোনা সংক্রমণ হলেও সকাল হতেই বাজারে, দোকানে ভিড় জমায় শহরবাসী।কলকাতা পুলিশে তারপর সুরক্ষা বলায় করে দেওয়া হলেও অনেক সময়ই দৌড়াদৌড়ি করতে কি সুরক্ষার কথা ভুলে যায় শহরবাসী। তার জন্য ক্রমাগত মাইকিং চালায় কলকাতা পুলিশ।করোনা সংক্রমণ এড়াতে শহরবাসী সকল দায়িত্ব যেন কাঁধে তুলে নিয়েছে কলকাতা পুলিশ। কখনও মাইকিং কখনও লিফলেট বিলি। জনগণকে ক্রমাগত সচেতন করতে চাইছে পুলিশ। আর তাই এ দিন কসবা থানার তরফের স্থানীয় বাজার পরিদর্শন করা হল।

গ্রেপ্তার তিন

● **প্রথম পাতার পর**

তল্লাশি চালিয়ে ১৮ প্যাকেট অর্থাৎ মোট ১৮০ কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়। এই গাঁজা পাচারের ঘটনায় তিনজনকে আটক করেছে তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ। জানা গেছে গাড়িটি জিরানিয়া থেকে শুকনো গাজা বুঝাই করে বিহারের উদ্দেশ্যে পাড়ি দেওয়ার চেষ্টা করছিল। সুনির্দিষ্ট খবরের ভিত্তিতে তেলিয়ামুড়া ট্রাফিক ডিএসপি লরিটি আটক করতে সক্ষম হয়েছেন। গাঁজা বোঝাই লরি আটকের সংবাদ পেয়ে তেলিয়ামুড়ার এসডিপিও বি জগদীশ্বর রেড্ডি ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন।

এসডিপিও জানান এ ব্যাপারে তেলিয়ামুড়া থানায় সুনিদৃষ্ট ধারায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে মামলা গৃহীত হয়েছে। আটক তিনজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করে এই গাঁজা পাচার চক্রে জড়িত অন্যান্যদের আটক করার জন্য পুলিশ তৎপরতা অব্যাহত রেখেছে। উল্লেখ্য লকডাউন চলাকালেও গাজা পাচারকারীরা নানা কৌশলে তাদের পাচার বাণিজ্য অব্যাহত রেখেছে। গত ভোররাতে তেলিয়ামুড়া থানার সামনে আসাম আগরতলা জাতীয় সড়কে লড়ি আটক করে গাজা উদ্ধারের ঘটনা তারই প্রমাণ বহন করে চলেছে। তেলিয়ামুড়া এসডিপিও জানিয়েছেন এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে। রাজ্য সরকার যখন রাজ্যকে নেশা মুক্ত করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেছে তখনও গাজা পাচারকারী সহ অন্যান্য নেশা পাচারকারীরা নানা কৌশলে তাদের নেশা পাচার বাণিজ্য বহাল তবিয়তে চালিয়ে যাচ্ছে।

রাজ্য প্রশাসনকে রীতিমতো চ্যালেঞ্জ জানিয়ে পাচারকারীরা তাদের অপকর্ম অব্যাহত রেখেছে। এর ফলে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব নেশামুক্ত রাজ্য গঠনের যে স্বপ্ন দেখছেন তা কতখানি সফল হবে তা নিয়ে নানা মহলে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। রাজ্য সরকার এবং আরক্ষা প্রশাসনের কঠোর মনোভাব সত্ত্বেও রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে গাঁজা চাষীরা তাদের গাঁজা চাষ অব্যাহত রেখেছে বলে খবর মিলেছে।

৮০ জন

● **প্রথম পাতার পর**

গোস্বামী। নমুনা পরীক্ষার রিপোর্ট পজিটিভ আসার পর তাকে নিয়ে যাওয়া হয় ট্রিটমেন্ট সেন্টারে। সেখানে ১৪ দিন থাকার পর ফের নমুনা সংগ্রহ করা হয়। নমুনা পরীক্ষার রিপোর্ট নেগেটিভ আসার পর রবিবার হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকার নির্দেশ দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়। নিজ এলাকায় পৌঁছালে স্থানীয়দের তরফে প্রথম সারির এই যোদ্ধাকে বরণ করে নেওয়া হয়। হাতে তুলে দেওয়া হয় পুষ্পস্তবক। ফুলের পাপড়ি ছিটিয়ে জানানো হয় কুর্নিশ। পাড়া-প্রতিবেশী স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মীদের সহায়তায় সুস্থ হয়ে ফিরে এসেছেন। একজন চিকিৎসক হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে আক্রান্ত হতেই পারেন। কিন্তু তার জন্য ভয় পাওয়ার কিছু নেই। সবটাই সাহসিকতার সঙ্গে করা দরকার। স্বাস্থ্য দপ্তর রয়েছে। প্রতিটি মানুষের জন্য কাজ করছে বলে জানান সুস্থ হয়ে ফেরা চিকিৎসক অনামিকা গোস্বামী। দ্রুত কাজে ফিরে যাবেন বলেও জানান তিনি।

সূর্যগ্রহণ

● **প্রথম পাতার পর**

কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের এই গ্রহণ দেখানোর উদ্দেশ্যে রাজধানীর রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবন প্রাঙ্গণে সুকান্ত একাডেমি ছাদের ওপর বিশেষ টেলিস্কোপ লাগানো হয়। আগ্রহী ছাত্র-ছাত্রীরা টেলিস্কোপের মধ্য দিয়ে সেটি নিজ চোখে দেখেছেন।তবে ত্রিপুরা রাজ্য থেকে এবারই এই সূর্যগ্রহণের একশো শতাংশ দেখা যায়নি। প্রায় ৭০ শতাংশ ত্রিপুরা থেকে দৃশ্যমান ছিল। তবে আকাশে থাকা মেঘের কারণেও খানিকটা সমস্যা হয়েছে বলেও জানান সুকান্ত একাডেমির অফিসার ইনচার্জ ড় মনোরঞ্জন দেবনাথ সংবাদমাধ্যমকে এ কথা জানান।প্রতি সূর্যগ্রহণেই সুকান্ত একাডেমি কর্তৃপক্ষ ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য গ্রহণ দেখানোর ব্যবস্থা করে থাকে কিন্তু এবছর কোনো ভাইরাসের কারণে ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা অত্যন্ত কম ছিল।

মুখ্যমন্ত্রী

● **প্রথম পাতার পর**

করেন। তাই এবছর তিনি পরিবারকে সঙ্গে নিয়ে নিজের সরকারি আবাসেই যোগাভ্যাস করে দিনটি উদযাপন করলেন। একই সাথে সবাইকে নিয়মিত যোগার অনুশীলন করার আবেদন রাখেন।

মুখ্যমন্ত্রী আগেই সবার প্রতি আবেদন রেখেছিলেন , এবছর আন্তর্জাতীক যোগা দিবস উপলক্ষ্যে সবাই যেন নিজ বাড়িতেই যোগাভ্যাস করেন এবং সেই ছবি সামাজিক মাধ্যমে শেয়ার করেন। যারাই মুখ্যমন্ত্রীর এই আবেদনে সারা দিয়ে সামাজিক মাধ্যমে যোগার ছবি শেয়ার করেছেন, তাদের ধন্যবাদ জানান তিনি। এতে নিজের খুশি ব্যক্ত করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, শুধুমাত্র এই একটি দিনই নয় বরং প্রতিদিনই যাতে শরীর ও মনকে সুস্থ রাখতে সবাই যোগাভ্যাস করেন।

স্থগিত

● **প্রথম পাতার পর**

শ্রমিকদের এভাবে দুর্ভোগের শামিল হতে হতো না। সর্বশেষ যে খবর মিলেছে তাতে জানা গেছে আগামী ২৪ শে জুন আগরতলা চন্দ্রপুর মোটর স্ট্যান্ড থেকে পরিযায়ী শ্রমিকদের দিয়ে বাস গোহাটির উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবে। উল্লেখ্য রাজ্যে অবস্থানরত পরিযায়ী শ্রমিকদের সরকারের তরফ থেকে নানা সাহায্য করা হলেও তাতে তাদের চাহিদা পূরণ হচ্ছে না। তাদেরকে দ্রুত নিজ নিজ রাজ্যে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করার জন্য জোরালো দাবি উঠেছে।

রাজনাথের

● **প্রথম পাতার পর**

করলে তার যোগ্য জবাব দিতে হবে।উল্লেখ্য, গত ৬ সপ্তাহ ধরে লাদাখে ভারত-চিন সীমান্ত দুদেশের মধ্যে উত্তেজনা রয়েছে। সেই উত্তেজনা চরমে ওঠে সোমবার সন্ধেয়। দুপক্ষের সংঘর্ষে মৃত্যু হয় ভারতীয় জওয়ানের, আহত ৭৬। কেন্দ্রীয় সরকার সূত্রে খবর চিনা সেনার অন্ততপক্ষে ৪০-৫০ জনের মৃত্যু হয়েছে। তবে হতাহতের কথা এখনও চিন স্বীকার করছে না।

জোলাইবাড়িতে

● **প্রথম পাতার পর**

প্রকৃতভাবে যারা রেশন সামগ্রী পাওয়ার কথা তারা বঞ্চিত রয়ে গেছে। সরকারী সুযোগ সুবিধাগুলি ভোগ করছে বৃত্তশালী লোকজনেরা। যার প্রমান সরকারী বিদ্যালয়ের শিক্ষক বিনামূল্যে রেশন সামগ্রী পাওয়ার ঘটনা। এখন দেখার বিষয় শান্তিরবাজার মহকুমার মহকুমা শাসক আদৌ কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেন কিনা।

আইটিবিপির

আটের পাতার পর

আইটিবিপি জওয়ানরা যোগাভ্যাস করেছে।

উল্লেখ করা যেতে পারে গোটা বিশ্বে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস পালিত হচ্ছে। বহু কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা নিজেদের বাসভবনে যোগ দিবস পালন করছে।শরীর ও মন সতেজ রাখতে এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে যোগের গুরুত্ব অপরিসীম বলে মনে করে বিশেষজ্ঞরা।

প্রকাশ জাভরেকর

আটের পাতার পর

কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী প্রকাশ জাভরেকর জানিয়েছেন, বিশ্বজুড়ে যোগ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। সুস্থ থাকতে চাইলে যোগাভ্যাস করতে হবে।ছয় বছর আগে প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রসঙ্ঘে আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের প্রস্তাব পেশ করেন।বিশ্বের ১৬০ টি দেশ সাদরে সেই প্রস্তাব গ্রহণ করেন।বিশ্বে যোগ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।করোনার জেরে প্রত্যেকে নিজের বাসভবনে যোগাভ্যাস করছে।যোগ শরীর ও মনকে সুস্থ রাখে। প্রত্যেকের উচিত এর অভ্যাস করা।

উল্লেখ করা যেতে পারে বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা এদিন নিজেদের বাসভবনে যোগাভ্যাস করেন।

আগরতলা প্রেস ক্লাব ও আইএলএস’র উদ্যোগে স্বাস্থ্ও শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জুন।। আগরতলা প্রেসক্লাবের উদ্যোগে এবং আইএলএস হাসপাতালের সহযোগিতায় আজ সাংবাদিকদের এক স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হয়। আগরতলা প্রেস ক্লাবে অনুষ্ঠিত এই স্বাস্থ্য শিবিরে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি সুবল কুমার দেব, সম্পাদক প্রণব সরকার, আইএলএস হাসপাতালের অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার মনোজ দেবনাথ প্রমুখ। সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে এই স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হয়েছে। শিবিরে হৃদরোগ, ব্লাড সুগার, চক্ষু পরীক্ষা ও সাধারণ চেকআপ করা হয়। এছাড়া করা হয় ইসিজিও। প্রায় ৫০ জন সাংবাদিক ও সংবাদ কর্মী এই স্বাস্থ্য শিবিরে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করান। উল্লেখ করা যেতে পারে, আগরতলা প্রেস ক্লাবের উদ্যোগে প্রতি বছরই নিয়ম করে সাংবাদিক, অসাংবাদিক ও তাদের পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানো হয়। করোনা পরিস্থিতিতে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে এই স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়। ইতিমধ্যে করোনা পরিস্থিতিতে সাংবাদিকদের করোনা পরীক্ষা ছাড়াও প্রেস ক্লাবের উদ্যোগে সুরক্ষা সামগ্রী প্রদান করা হয়।

গ্রেপ্তার

● **প্রথম পাতার পর**

উদ্দিনের অবস্থা আশঙ্কাজনক দেখে ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে রেফার করলে ধর্মনগর থেকে উন্নত চিকিৎসার জন্য শিলচর নিয়ে যাওয়া হয়।ঘটনার খবর পেয়ে উত্তর জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ফেন্সিং ডার্লং বিশাল পুলিশ বাহিনী নিয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যাওয়া নেশা কারবারীদের পায়ের জুতো সহ অন্যান্য সামগ্রী উদ্ধার করেছে পুলিশ।সাথেটট্রু০৫ঙ/৬৪৮৩ নম্বরের লাল রঙ্গের একটি এচিভার বাইক উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায় পুলিশ।পাশাপাশি চুড়াইবাড়ি থানার পুলিশ মামলা রুজু করে তদন্তে নেমে পড়ে।

অবশেষে গতকাল উত্তর জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, ধর্মনগর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক, পানিসাগর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক, চুরাইবারি থানার ওসি, পানিসাগর থানার ওসি ও তদন্তকারী অফিসার বিশাল পুলিশ বাহিনী নিয়ে পানিসাগর মহুকুমার পদ্মবিল বরার বাজার এলাকার গভীর জঙ্গলের মুসব্বির মিয়ার বাড়ি থেকে কুখ্যাত নেশা কারবারি ও গোয়েন্দা পুলিশের উপর আক্রমণের মূল মাস্টারমাইন্ড মিন্টু মিয়া(৫০) পিতা-মৃত ইয়াসিন আলীকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃত মিন্টু মিয়ার বাড়ি পানিসাগর মহাকুমার রৌয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের চামটিল্লা এলাকার ৩ নং ওয়ার্ডে।

পাশাপাশি পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গত ১৮ জুন চুরাইবাড়ি থানাধীন লক্ষ্মীনগর ২ নং ওয়ার্ডে মিন্টু মিয়া তার দলবল নিয়ে ব্রাউন সুগার বিক্রির উদ্দেশ্যে এসেছিল।আর যখন পুলিশ তাদেরকে আটক করতে যায় তখন পুলিশের উপর অতর্কিত হামলা চালায় মিন্টু মিয়ার নেতৃত্বে তার সাঙ্গ পাংগরা।আর তাতে এক গোয়েন্দা পুলিশের কর্মী গুরুতর ভাবে ছুরির আঘাতে আহত হয়ে বর্তমানে বহিঃ রাজ্য শিলচরে চিকিৎসাধীন।

তারপর থেকে মিন্টু মিয়াকে জালে তুলতে পুলিশ মাঠে নেমে পড়ে। অবশেষে গতকাল গভীর রাতে মিন্টু মিয়ার চামটিল্লার বাড়ি থেকে প্রায় ২০ কিলোমিটার দূরে গভীর জঙ্গলে থাকা একটি বাড়ি থেকে তাকে গ্রেপ্তার করে। আজ ৫ দিনের রিমান্ড চেয়ে ধর্মনগর জেলা আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে আরো জানা যায়, এই ঘটনার সাথে জড়িত আরও এক মাস্টারমাইন্ড ধারালো ছুরি দিয়ে জি এম উদ্দিন নামের গোয়েন্দা পুলিশের কর্মীকে প্রাণের মারার চেষ্টাকারী খুবশীঘ্রই পুলিশের জালে ধরা পড়বে।

জার্নালিস্ট এসোসিয়েশন

আটের পাতার পর

নিরাপত্তা প্রদান এবং সংবাদপত্র ও বৈদ্যুতিন মাধ্যমের সার্বিক উন্নয়নে নিরলস ও আপোসহীনভাবে কাজ করে চলেছে। এমতবস্থায়, রাজ্যে বরিষ্ঠ সাংবাদিক তথা এসোসিয়েশনের সভাপতির বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা সামগ্রিকভাবে এরাজ্যের সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র বলেই মনে করছে সংগঠন। যে বা যারা সাংবাদিকদের পেশাকে ব্যক্তি বা গোষ্ঠিস্বার্থে ব্যবহার করতে চাইছে এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনায় প্রাতিষ্ঠানিক মর্যাদায় বিশ্বাসী নন তারাই এসব কাজের সাথে যুক্ত, যা নির্ভীক সাংবাদিকতার সামনে একটা হুমকি। কিন্তু রাজ্যের কর্মরত সাংবাদিকদের নিরাপত্তা ও পেশাগত মানোন্নয়নের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এসোসিয়েশন কোনভাবেই এই ধরণের অপকর্মকে বরদাস্ত করবে না।

প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখ করা আবশ্যক যে অতি সম্প্রতি রাজ্যের বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কর্মরত কতিপয় সাংবাদিক ও সম্পাদকের বিরুদ্ধে এজাতীয় তিনটি কুৎসিত ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল করা হয়েছে। প্রশাসনের তরফে এগুলির বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। তিনটি ভিডিওর-ই স্ক্রিপট, ভাষ্য এবং প্রযুক্তি ব্যবস্থাপনা একই প্রকৃতির। ফলে আশঙ্কা করা হচ্ছে একটি দুষ্টচক্র পরিকল্পিতভাবে কোনো নির্দিষ্ট একটি স্থান থেকে এগুলো নির্মাণ করছে। শুধু তাই নয়, নির্দিষ্ট কিছু পরিচিত আই. ডি থেকে এগুলো প্রচার করা হয়েছে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই সাংবাদিকতার পবিত্র পেশাকে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করা হয়েছে এবং জনসমক্ষে সাংবাদিকদের সম্মানহানি করা হয়েছে অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে।

এসোসিয়েশন মনে করছে রাজ্যের কর্মরত সাংবাদিকরা রাজনৈতিক ভেদ বিচারের বাইরে থেকে নিজেদের পেশাগত দায়িত্ব পালন করে চলেছেন রাজ্যে। কিন্তু, সম্প্রতি একটি চক্র সমাজের কাছে সাংবাদিকদের হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য তাদেরকে কোনো একটি রাজনৈতিক দলের সাথে জড়িয়ে সামাজিকভাবে হেয়প্রতিপন্ন করছে। এমনকি তাদের ব্যক্তিগত কর্মকান্ড ও পারিবারিক জীবন নিয়েও অবাঞ্ছিতভাবে সম্মানহানির চেষ্টা হচ্ছে। এসোসিয়েশন মনে করে এব্যাপারে সরকারের কঠোর দৃষ্টিভঙ্গি নেওয়া প্রয়োজন যাতে গণতন্ত্রের চতুর্থস্তম্ভ কোনভাবেই দুর্বল না হয়। সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে এভাবে কুৎসিত ভিডিও প্রচারের নজির ইতোপূর্বে এরাজ্যে না থাকলেও বিগত কয়েক মাস যাবত এমনটা ঘটে চলেছে।

প্রসঙ্গতঃ এখানে উল্লেখ্য যে, এসোসিয়েশনের সভাপতি দিবাকর দেবনাথের ক্ষেত্রে ষড়যন্ত্রকারীরা তথ্য বিকৃতি করেছে যা অত্যন্ত নিন্দনীয়, মানহানিকর এবং বেআইনি। শ্রী দেবনাথ এবং উপস্থিত অন্যান্য সাংবাদিকদের বিবরণ অনুযায়ী প্রকৃত ঘটনা হলো- সেদিন কৃষিমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায়ের সাংবাদিক সম্মেলনের পর তিনি পরিবহন সংক্রান্ত বিষয়ে সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিলেন। লকডাউন জনিত কারণে যখন রাজ্যের পরিবহন ব্যবস্থা ব্যহত হচ্ছে এবং একাংশ গাড়ী মালিক কয়েকগুন বেশী ভাড়া যাত্রীদের কাছ থেকে আদায় করছেন তখন শ্রী দেবনাথের পক্ষ থেকে শুরুতে স্বাভাবিকভাবেই জানতে চাওয়া হয়েছিল জনগণকে এই পরিস্থিতি থেকে রেহাই দিতে সরকারের পক্ষ থেকে কবে কী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কিন্তু মন্ত্রী এই সমস্যার কথা স্বীকার করেও এরজন্য কার্যত জনগণকেই দায়ী করছিলেন এই বলে যে তাদের তরফে কোনো অভিযোগ আসছে না। তখন শ্রী দেবনাথ মন্ত্রীকে বলেছিলেন কোভিড জনিত কারণে রাজ্যে এপিডেমিক ডিজিজ এ্যক্ট এবং ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট এ্যক্ট লাগু আছে। তাই হয়তো মানুষ কিছু জানাতে ভয় পাচ্ছেন। তখন তিনি পাল্টা জানতে চাইছিলেন সরকারের তরফে কেন বিকল্প ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না, জনগণকে কেন রেহাই দেওয়া হচ্ছে না। কিন্তু মন্ত্রী জনগণের কথা বলতে না পারার ভিন্ন ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে ক্ষেপে যান। যার ফলশ্রুতিতে প্রশ্নোত্তরপর্বটি কিছুটা উচ্চকিত হয়ে উঠে, যা সাংবাদিক সম্মেলনের অব্যাবহিত পরেই আবার পরস্পরেই বুঝতেও পারেন। কিন্তু চক্রান্তকারীরা শুধুমাত্র ওই মূহূর্তটিকেই ভাইরাল করে সাংবাদিকের বিরুদ্ধে চরম অবমাননাকর একটি ভিডিও তৈরি করে সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে দেয় সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও পরিকল্পিতভাবে।

বলাবাহুল্য যে, বিভিন্ন সাংবাদিক সম্মেলনে এজাতীয় ঘটনা রাজ্যে বহিঃরাজ্যে কিংবা বিদেশেও প্রতিদিনই ঘটে থাকে। কিন্তু সাংবাদিক সম্মেলনের প্রশ্নোত্তরপর্বকে কেন্দ্র করে এই জাতীয় ঘটনা গোটা দেশে নজিরবিহীন। কোনো একটি মহল ওই ঘটনার তথ্য বিকৃতি করে নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করার চেষ্টা করেছে বলে এসোসিয়েশন মনে করে। সম্পূর্ণ পেশাগত বিষয়টিকে কেন্দ্র করে যেভাবে সাংবাদিকদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক সম্মানহানির চেষ্টা করা হচ্ছে তার বিরুদ্ধে অনতিবিলম্বে রাজ্য সরকারের হস্তক্ষেপ দাবি করছে এবং এসোসিয়েশনের সভাপতি দিবাকর দেবনাথকে নিয়ে ওই আপত্তিকর ভিডিও তৈরি করার সাথে যুক্ত সকলকে দ্রুত চিহ্নিত করে অবিলম্বে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানাচ্ছে।

ক্রীড়াঙ্গন

টটেনহ্যাম-ম্যানইউ পয়েন্ট ভাগাভাগি

ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডকে হারিয়ে 'নতুন শুরু' রাঙানোর ইঙ্গিত দিয়েছিল টটেনহ্যাম হটস্পার। কিন্তু শেষ দিকের পেনাল্টি গোলে স্বস্তির ড্র নিয়ে প্রতিপক্ষের মাঠ থেকে ফিরেছে ইউনাইটেড।পুনরায় শুরু হওয়া ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে দুই দলই নেমেছিল নিজেদের প্রথম ম্যাচ খেলতে।টটেনহ্যাম হটস্পার স্টেডিয়ামে শুক্রবার ম্যাচটি ১-১ সমতায় শেষ হয়।সব প্রতিযোগিতা মিলে এই নিয়ে টানা ১২ ম্যাচ অপরাজিত রইলো ইউনাইটেড। গত ডিসেম্বরে লিগে প্রথম দেখায় মার্কাস র‍্যাশফোর্ডের জোড়া গোলে টটেনহ্যামকে ২-১ ব্যবধানে হারিয়েছিল ওল্ড ট্র্যাফোর্ডের দলটি।ত্রয়োদশ মিনিটে সন-হিয়ুং মিনের ২৫ গজ দূর থেকে নেওয়া শট ঠেকিয়ে দেন ইউনাইটেড গোলরক্ষক দাভিদ দে হেয়া। ১০ম মিনিট পর র‍্যাশফোর্ডের শট ফেরান স্পার্স গোলরক্ষক উগো লরিস।স্টেভেন বেরহুইয়ানের একক প্রচেষ্টার দারুণ গোলে ২৭তম মিনিটে এগিয়ে যায় সব প্রতিযোগিতা মিলে আগের ছয় ম্যাচে জয়শূন্য টটেনহ্যাম। সতীর্থের বাড়ানো বল ধরে গতিতে ইউনাইটেডের ডিফেন্ডারদের ছিটকে দিয়ে জোরালো শটে জাল খুঁজে নেন ২২ বছর বয়সী এই ডাচ ফরোয়ার্ড।একটু পর ডান দিক থেকে বেরহুইয়ানের ক্রসে সনের হেড দে হেয়া কোনোমতে কর্নারের বিনিময়ে ফেরালে ব্যবধান দ্বিগুণ হয়নি।৬৩তম মিনিটে ফ্রেদকে তুলে নিয়ে পল পগবাকে নামান ইউনাইটেড কোচ উলে গুনার সুলশার। সমতায় ফিরতে মরিয়া দলটির আক্রমণের ধারও বাড়ে। তাদের ভালো একটি সুযোগ নষ্ট হয় ৬৬তম মিনিটে; অঁতনি মার্সিয়ালের শট ফিস্ট করে কর্নারের বিনিময়ে ফেরান লরিস।নির্ধারিত সময়ের নয় মিনিট বাকি থাকতে ব্রুনো ফের্নান্দেসের সফল স্পট কিকে স্বস্তি ফেরে ইউনাইটেডের তাঁবুতে। ডি-বক্সে পগবাকে এরিক দিয়ের ফাউল করলে পেনাল্টির বাঁশি বাজিয়েছিলেন রেফারি।ম্যাচের শেষ দিকে এরিক ডায়ারের হালকা ছোঁয়ায় ব্রুনো ফের্নান্দেস পড়ে গেলে পেনাল্টির বাঁশি বাজান রেফারি। জয় ছিনিয়ে নেওয়ার আশা জাগে ইউনাইটেডের। তবে ভিএআরের সাহায্যে সিদ্ধান্ত বদলান রেফারি।৩০ ম্যাচে ৪৬ পয়েন্ট নিয়ে পঞ্চম স্থানে আছে ইউনাইটেড। ৪২ পয়েন্ট নিয়ে অষ্টম স্থানে আছে জোসে মরিনিয়োর টটেনহ্যাম।২৯ ম্যাচে ৮২ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে লিভারপুল। দ্বিতীয় স্থানে থাকা ম্যানচেস্টার সিটির পয়েন্ট ৬০। লেস্টার সিটি (৫৩), চেলসি (৪৮) যথাক্রমে তৃতীয় ও চতুর্থ স্থানে রয়েছে।শুক্রবার অন্য ম্যাচে নরিচ সিটির মাঠে ৩-০ গোলে জিতে সাউথ্যাম্পটন।করোনাভাইরাসের কারণে স্থগিত থাকা ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ গত ১৭ জুন পুনরায় শুরু হয়।

ক্রিকেটে বর্ণবাদ দেখেছিলেন বড় চ্যাপেল

ইয়ান চ্যাপেল বেড়ে উঠেছিলেন অস্ট্রেলিয়ার শেতাঙ্গ সংস্কৃতিতে। বর্ণবাদের ভয়াল ব্যাপারটি তাঁর চারপাশে ছিল না। কিন্তু ক্রিকেট খেলোয়াড় হিসেবে তিনি এই বাজে ব্যাপারটির সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন। বুঝেছেন, চামড়ার রঙ দেখে মানুষ বিচার করার ধারণাটি কতটা নিচ প্রকৃতির।

চ্যাপেল ভাইদের সবচেয়ে বড় জন রাজ্য দল নিউ সাউথ ওয়েলসে সতীর্থ হিসেবে পেয়েছিলেন ক্যারিবীয় তারকা গ্যারি সোবার্সকে। চমৎকার বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল তাদের মধ্যে। তিনি তখন ভাবতেন, কেবল চামড়ার রঙ সাদা নয় দেখেই কিভাবে মানুষ মানুষের সঙ্গে খারাপ আচরণ করতে পারে! সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রে বর্ণবাদবিরোধী আন্দোলনের সূত্র ধরে নিজের ক্যারিয়ারে বর্ণবাদের অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছেন চ্যাপেল। ক্রিকইনফোর কলামে চ্যাপেল লিখেছেন, বর্ণবাদ কেমন হতে পারে, নিজের ক্যারিয়ারের প্রথম বিদেশ সফরেই টের পেয়েছিলেন। ১৯৬৬-৬৭ সালের দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে অস্ট্রেলিয়ার হয়ে খেলতেন আমেরিকান-ইন্ডিয়ান ক্রিকেটার গ্রাহাম টমাস। কেপটাউনে টিম হোটেলে এক লোক নাকি টমাসকে বলেছিলেন, ''তোমরা গ্যারি সোবার্সকে দলে নিতে। তাহলেই তো তোমাদের দলটা পুরো কালোদের দল হয়ে যেত।''

অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়কত্ব পাওয়ার বর্ণবাদের ব্যাপারে বেশ কড়াকড়ি নিয়ম জারি করেন চ্যাপেল। দায়িত্ব নিয়েও দলের সবাইকে বর্ণবাদী আচরণের ব্যাপারে সতর্ক করে দেন তিনি, ''তোমরা গালি দিতে "কালো" শব্দটা জুড়ে দাও কেন?'' এরপর নাকি চ্যাপেল তাঁর দলের কোন ক্রিকেটারের বিরুদ্ধে বর্ণবাদী আচরণ করতে দেখেননি।কিন্তু ছোট ভাই গ্রেগ চ্যাপেল অস্ট্রেলিয়া দলের অধিনায়কত্ব নেওয়ার পর ওয়েস্ট ইন্ডিজ তারকা ভিভ রিচার্ডস এক অস্ট্রেলীয় ক্রিকেটারের বিরুদ্ধে বর্ণবাদী আচরণের অভিযোগ করেন। ইয়ান সঙ্গে সঙ্গেই নাকি গ্রেগের কাছে এই ব্যাপারে জানতে চান। কিন্তু গ্রেগ এমন কোন ঘটনা জানতেন না। ইয়ান নিজেই তখন ভিভের সঙ্গে এই ব্যাপারে আলাপ করেন। ভিভ ক্রিকেটারের নাম প্রকাশ না করলেও বলেছেন, ''ওর সঙ্গে আমার সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে।''

১৯৭৫-৭৬ সালে ইন্টারন্যাশনাল ওয়ান্ডারার্স দলের হয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা সফর করেছিলেন চ্যাপেল। দলে ছিলেন ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও কেন্ট ক্রিকেটার জন শেফার্ড, যিনি ক্রিকেটারদের নিখাদ ভদ্রলোকদের একজন হিসেবে পরিচিত ছিলেন। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকায় দর্শকেরা শেফার্ডকে উদ্দেশ করে বর্ণবাদী মন্তব্য করেন। এক দর্শক নাকি বলছিলেন, ''শেফার্ড, তুমি সাদা রঙ মেখে ফেল না। তাহলেই তো তোমাকে দলের বাকিদের মতো দেখা যাবে।''

ম্যাচ পাতাতে পাকিস্তানিরা পেত দামি গাড়ি, লাখ টাকা

আরেকবার ম্যাচ ফিক্সিং নিয়ে মুখ খুললেন সাবেক পাকিস্তানি পেসার আকিব জাভেদ। নব্বই দশকে পাকিস্তান ক্রিকেট ছিল ম্যাচ পাতানোর ''ক্যানসারে'' আক্রান্ত। এই সময়টাই দেশের হয়ে খেলেছিলেন আকিব। ১৯৯২ বিশ্বকাপজয়ী পাকিস্তান দলেরও গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিলেন তিনি। ম্যাচ পাতানোর অনেক কিছুই খুব কাছ থেকে দেখেছেন তিনি।

ওয়াসিম আকরাম, ওয়াকার ইউনিসের ছায়ায় থেকেই ক্যারিয়ার শেষ করেছেন আকিব। প্রতিভায়, সামর্থ্যে সে সময় বিভিন্ন দলের খেলা অনেক পেসারের চেয়েও এগিয়ে ছিলেন তিনি। কিন্তু তারপরেও তাঁর ক্যারিয়ার খুব দীর্ঘ হয়নি। অনেকেই বলেন ম্যাচ পাতানোর বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থানের কারণেই নাকি তাঁর এই পরিণতি। আকিব নিজেও এমনটাই মনে করেন। ক্যারিয়ারে বেশ কয়েকবার ম্যাচ পাতানোর প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। সেকারণেই খুব বেশিদিন দেশের হয়ে খেলতে পারেননি তিনি, ''খেলোয়াড়ি জীবনে নাকি পাকিস্তানি ক্রিকেটারদের বছরের পর বছর ম্যাচ ফিক্সিং করতে দেখছেন আকিব। বেশ কয়েকবার ম্যাচ ফিক্সিংয়ের প্রস্তাব পেয়েও ফিরিয়ে দেওয়ায় নাকি আকিবের ক্যারিয়ার দীর্ঘ হয়নি, ''আমি যখন ফিক্সিং সম্পর্কে জানতে পারলাম, তখন আমি এর বিরুদ্ধে অবস্থান নেই। এর ফলে আমার ক্যারিয়ার দীর্ঘ হয়নি কিন্তু আমার মূল্যবোধে আমি বিশ্বাস রাখি। অনেক সফর থেকে আমাকে বাদ দেওয়া হয় ফিক্সিংয়ে বিরোধিতা করার জন্য। আমার সঙ্গে যারা চলাফেরা করতো তাদেরও তিরস্কার করা হতো।''

তিনি পাকিস্তানের সংবাদ মাধ্যমকে পাকিস্তানের এক সাবেক ক্রিকেটারের কথা বলেছেন। সেলিম পারভেজ নামের এই ক্রিকেটার ১৯৮০ সালে পাকিস্তানের হয়ে খেলেছিলেন। পারভেজ নাকি ক্রিকেটার ম্যাচ পাতাতে লোভনীয় সব প্রস্তাব দিতেন, ''সেলিম পারভেজ ম্যাচ পাতাতে দামি গাড়ি, লাখ লাখ রুপির লোভ দেখাত ক্রিকেটারদের। অনেকে লোভ সামলাতে না পেরে এতে জড়িয়ে পড়ত। কিন্তু এসব ব্যাপার জেনেও চুপ করে থাকতে হতো। যারা মুখ খুলত, তাদের ক্যারিয়ারই ধ্বংস করে দেওয়া হতো।''

পাকিস্তানের হয়ে ২২ টেস্ট ও ১৬৩ ওয়ানডে খেলেছেন আকিব। টেস্টে ৫৪ ও ওয়ানডেতে ১৮২ উইকেটের মালিক এই ডানহাতি সুইং বোলার বর্তমানে কোচ হিসেবেও সুনাম কুড়িয়েছেন। ১৯৯১ সালে শারজায় ভারতের বিপক্ষে তাঁর ৭ উইকেটের কীর্তি স্মরণীয়ই হয়ে আছে।

করোনার গুজবে চটেছেন সৌরভের বড় ভাই

দুদিন আগে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন সৌরভ গাঙ্গুলীর বড় ভাই স্নেহাশিস গাঙ্গুলীর স্ত্রী মম গাঙ্গুলী এবং পরিবারের আরও কয়েকজন সদস্য। কিন্তু পরীক্ষায় কোভিড ধরা পড়েনি বিসিসিআই সভাপতি ও ভারতের সাবেক অধিনায়কের বড় ভাইয়ের। তারপরেও স্নেহাশিস কোভিডে আক্রান্তএমন গুঞ্জন ছড়িয়েছে কলকাতায়। এতে বেশ চটেছেন সৌরভের ''দাদা''।

স্নেহাশিস ভারতের হয়ে না খেললেও বাংলা দলের হয়ে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে খেলেছেন। এখন ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অব বেঙ্গলের (সিএবি) সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি নিজের করোনা আক্রান্ত হওয়ার গুঞ্জন নিয়ে এক বিবৃতিতে বলেছেন, ''আমি পুরোপুরি সুস্থ আছি এবং নিয়মিত অফিস করছি। আমার অসুস্থতা নিয়ে যে খবরগুলো বেরিয়েছে তা একেবারে ভিত্তিহীন। এবং এমন খারাপ সময়ে এই খবরগুলো আশা করা যায় না। আমি আশা করি এমন অসত্য খবর আর কেউ প্রচার করবে না।''

গত শুক্রবার পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য স্বাস্থ্য সংস্থা নিশ্চিত করেছিল স্নেহাশিসের স্ত্রী, শ্বশুর—শ্বাশুড়িসহ একজন গৃহকর্মীর শরীরে করোনাভাইরাসের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে। শহরের একটি প্রাইভেট নার্সিং হোমে তাদের চিকিৎসা চলছে। কলকাতার বেহালা এলাকায় সৌরভের বাড়ি হলেও স্নেহাশিস থাকেন মমিনপুরে অন্য এক বাড়িতে।

সৌরভের ক্রিকেটার হওয়ার পেছনে স্নেহাশিসের অনেক অবদানএ কথা অনেকবারই শোনা গেছে। বাংলার হয়ে ৫৯টি প্রথম শ্রেণির ম্যাচ খেলেছেন তিনি। প্রায় ৪০ গড়ে করেছেন ২ হাজার ৫৩৪ রান। ৬টি সেঞ্চুরিও আছে তাঁর।

সৌরভকে এখনো পোড়ায় দ্রাবিড়ের সেই 'না পাওয়া'

রাজার মতোই নিজের টেস্ট ক্যারিয়ারটা শুরু করেছিলেন সৌরভ গাঙ্গুলী। লর্ডসে দারুণ এক সেঞ্চুরি করে। গতকাল ২০ জুন ছিল তাঁর টেস্ট অভিষেকের দুই যুগ পূর্তি। কেবল সৌরভই নন, রাহুল দ্রাবিড়ের টেস্ট অভিষেকও হয়েছিল একই দিনে। সৌরভের মতোই তাঁর শুরুটাও সেঞ্চুরি দিয়েই হতে পারত। কিন্তু অল্পের জন্য সেটা হয়নি। মাত্র ৫ রান দূরে থেকেই ৯৫ রানে শেষ হয়েছিল দ্রাবিড়ের অভিষেক টেস্ট ইনিংস।একই সঙ্গে দুজনের অভিষেক, নিজে শুরুটা রাঙালেন সেঞ্চুরি দিয়ে, কিন্তু বন্ধু পারলেন না অল্পের জন্য। ব্যাপারটা পোড়ায় সৌরভকে। সেটা তিনি দ্রাবিড়ের সঙ্গেই এক আলাপচারিতায় বলেছেন তিনি। আইসিসি সৌরভ—দ্রাবিড়ের টেস্ট অভিষেকের দিনটি স্মরণ করে টুইটারে সেই ভিডিওটা পোস্ট করেছে। মজার ব্যাপার হচ্ছে সৌরভ—দ্রাবিড়ের ঠিক ১৫ বছর পর একই তারিখে টেস্ট অভিষেক ঘটে ভারতীয় ক্রিকেটের আরেক রাজপুত্র বিরাট কোহলির।

দ্রাবিড়ের সেঞ্চুরিটির জন্য মুখিয়ে ছিলেন সৌরভ। সেটা তিনি জানিয়েছেন, ''আমি আউট হয়ে গিয়েছিলাম আগে। আমার আউটের পরদিন সকালে দ্রাবিড় আউট হয়ে গেল ৯৫ রানে। মনে আছে আমি ওর সেঞ্চুরির আশায় দীর্ঘক্ষণ লর্ডসের ড্রেসিং রুমের ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে ছিলাম। আমি দ্রাবিড়কে অনূর্ধ—১৫ ক্রিকেট খেলতে দেখেছি। আমাদের অভিষেক একই সঙ্গে হয় লর্ডসে। সেদিন দ্রাবিড় যদি সেঞ্চুরি পেয়ে যেত, তাহলে দারুণ ব্যাপার হতো।''

অভিষেক টেস্টের তৃতীয় দিনে সৌরভ পেয়েছিলেন তাঁর সেঞ্চুরিটি। ৩০১ বলে ১৩১ রানের অসাধারণ সেই ইনিংসে মেরেছিলেন ২০টি বাউন্ডারি। সৌরভের সেই সেঞ্চুরি দারুণ উদ্বুদ্ধ করেছিলন দ্রাবিড়কে। পরবর্তী সময়ে দ্রাবিড় ছিলেন সৌরভরে নির্ভরযোগ্য সতীর্থ অধিনায়কত্বের উত্তরসূরি, ''সৌরভের ব্যাটিং দেখে আমার মনে হয়েছিল, আমিও তো তাহলে কিছু করতে পারি। আমি সেই সেঞ্চুরি থেকে প্রেরণা খুঁজছিলাম। সৌরভ সেঞ্চুরি পাওয়ায় খুবই খুশি হয়েছিলাম।''

'ভুল করে' টেন্ডুলকারকে আউট দিয়েছিলেন তিনি

এক—দুই বছর নয়, টানা ২০ বছর আন্তর্জাতিক ক্রিকেট আম্পায়ারিং করেছেন স্টিভ বাকনর। ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান ভদ্রলোক বছরের পর বছর ধরে সুনামের সঙ্গেই ম্যাচ পরিচালনা করেছেন। তা করতে গিয়ে যে কিছু ভুল করেননি এমন নয়। বাকনর তা স্বীকারও করেন। এই যেমন স্বীকার করলেন অন্তত দুবার ভারতীয় মহাতারকা শচীন টেন্ডুলকারকে আউট ঘোষণা করেছিলেন। ক্রিকেট ইতিহাসের অন্যতম সেরা আম্পায়ার বাকনর বললেন তিনিও মানুষ, আর মানুষ মাত্রই ভুল করে।

বাকনর টেন্ডুলকারকে প্রথম ভুল করে আউট দিয়েছিলেন ২০০৩ সালে ব্রিসবেনে। জেসন গিলেস্পির এলবিডব্লুর আবেদনে সাড়া দিয়েছিলেন বাকনর। এরপর ২০০৫ সালে ইডেন গার্ডেনে। পাকিস্তানের আবদুল রাজ্জাকের বলে টেন্ডুলকারকে কট বিহাইন্ড দিয়েছিলেন বাকনর। দুটি ঘটনাই টেস্টের। বাকনর কাল বার্বাডোজের ম্যাসন অ্যান্ড গেস্ট বেতার অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে কথা বলতে গিয়ে স্বীকার করেছেন ভুলগুলো, ''টেন্ডুলকারকে দুবার ভুল করে আউট দিয়েছিলাম। আমার মনে হয় না কোনো আম্পায়ার ভুল করতে চায়।

গুণীজনদের সংবর্ধনা শ্যামসুন্দর কোং জুয়েলার্সের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জুন।। হীরক জয়ন্তী বর্ষকে স্মরণীয় করে তুলতে, শ্যামসুন্দর কোং জুয়েলার্সের "সেলিব্রিটিং ডায়মন্ড" অনুষ্ঠানটি চলল বছরভর। এই অনুষ্ঠানের সমাপ্তি পর্বকে সর্বাঙ্গসুন্দর করে তোলার জন্য, শ্যামসুন্দর কোং জুয়েলার্স ২১ জুন রবিবার সেইসব গুণীজনদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন করলো যারা সবার চোখের আড়ালে থেকে শিল্পসুষমার চমক ও রোশনাইতে ভরিয়ে তুলেছিলেন এই অলংকার প্রতিষ্ঠানের আনন্দময় দীর্ঘ ৬০টি বছর।২০১৯ সালের ৫ ই নভেম্বর তারিখে, শ্যামসুন্দর কোং জুয়েলার্সের প্রতিষ্ঠাতা গৌড় চন্দ্র সাহার জন্মবার্ষিকীতে সূচনা হয়েছিল "সেলিব্রেটিং ডায়মন্ড" শীর্ষক অনুষ্ঠানের।উজ্জ্বল হীরের মতো জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রের জীবন্ত কিংবদন্তিদের সামনে নিয়ে আসাই ছিল এই অনুষ্ঠানের মূল লক্ষ্য।এরপর, শ্যামসুন্দর কোং জুয়েলার্স নানা ধরনের সামাজিক কাজের মধ্যে দিয়ে হীরকজয়ন্তী বর্ষকে স্মরণীয় করে রাখে।সোনা গলিয়ে যেসব কারিগর তিল তিল করে গড়ে তুলেন তিলোত্তমার মতো এক একটি অলংকার-সব প্রশংসা তো তাদেরই প্রাপ্য।দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে দুরগমনে সামরিক বিধিনিষেধ এবং সংশ্লিষ্ট নিয়মকানুন বলবৎ থাকায় এই প্রতিষ্ঠানের দুই কর্ণধার, রূপক সাহা এবংঅর্পিতা সাহা সশরীরে আগরতলায় উপস্থিত থাকতে না পারলেও, বিশেষ এই দিনটির জন্য তাদের বার্তা ভিডিওর মাধ্যমে তুলে ধরা হয়।

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত, পর্যটন এবং সংস্কৃতি দপ্তরের মন্ত্রী প্রনজিত সিং রায় গুণীজনদের সম্মানে ভূষিত করেন। সংবর্ধনা প্রাপকেরা সম্মান গ্রহণের সময় সকলেই প্রায় স্মরণ করলেন ত্রিপুরার এই ঐতিহ্যমন্ডিত অলংকার প্রতিষ্ঠান সঙ্গে তাদের দীর্ঘদিনের আনন্দময় সম্পর্কের কথা। প্রনজিৎ সিংহ রায় জানালেন, ত্রিপুরার ঐতিহ্যশালী কারিগরেরা সোনার আঙুল নিয়েই যেন এই পৃথিবীতে এসেছেন। তাদের সম্মানিত করতে পেরে আমি আনন্দিত বোধ করছি। তাদের আমি এই শুভেচ্ছা জানাই তারা যেন তাদের শিল্পী আনতে পারেন আরো সৌন্দর্যের সুষমা।তিনি আরো বললেন, শ্যামসুন্দর কোং জুয়েলার্স গত ৬০ বছর ধরে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্র জুড়ে যে ধরনের কাজ করে চলেছে, আমি তার অকুণ্ঠ প্রশংসা করি। আগামী দিনেও তাদের জয়যাত্রা অব্যাহত থাকুক এই কামনা করি।"শ্যামসুন্দর কোং জুয়েলার্সের অন্যতম কর্ণধার, অর্পিতা সাহা জানালেন, এই হীরক জয়ন্তী বর্ষ উদযাপন করা যাদের জন্য সম্ভবপর হয়েছে তাদেরকেই আমরা তা উৎসর্গ করছি। আর যে সমস্ত বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ীরা হাত ধরে আমাদের এতদূর নিয়ে এসেছেন তাদেরকেও আমরা জানাচ্ছি অসংখ্য ধন্যবাদ।

শ্যামসুন্দর কোং জুয়েলার্সের অপর কর্ণধার, রূপক সাহা জানালেন, অলংকারের কারিগরেরা আমাদের অস্তিত্বের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং তাদের অবদানকে অবলম্বন করেই আমরা আজ এতটা পথ পেরিয়ে এসেছি। তাদের সেই অবদানের সামনে আমরা আজ শ্রদ্ধাবনত। তিনি আরো বললেন, সেই জন্যই আমরা ভাবলাম, সারা বছর ধরে চলা সেলিব্রেটিং ডায়মন্ড অনুষ্ঠানের অন্তিম লগ্নে সব চমক রোশনাইয়ের উৎস গুণী কারিগরদের হাতে সম্মান ও ভালোবাসার অর্ঘ্য তুলে দেওয়ার কথা।কারিগরদের সম্মান অর্ঘের মধ্যে ছিল চিকিৎসা বিমার বন্দোবস্ত যা তাদের প্রতি যত্ন ও ভালোবাসাকেই অকপটে প্রকাশ করে।

লাদাখে চিনা হামলা ঃ বিলোনিয়া মহকুমার মানুষ প্রতিবাদে নেমেছে রাস্তায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ২১ জুন।। : লাদাখ সীমান্তে গালওয়ান উপত্যকায় ভারতীয় সেনাকে পরিকল্পিতভাবে হত্যার প্রতিবাদেগোটা দেশ ও রাজ্যের সাথে বিলোনিয়া মহকুমা জুরে মানুষ প্রতিবাদে নেমেছে রাস্তায়।রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের অলিতে-গলিতে চলছে শহীদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি। শ্রদ্ধাঞ্জলি মধ্য দিয়ে চীনের প্রতি খুব ব্যক্ত করছেন রাজ্যের সাধারণ মানুষ।পাশাপাশি চীনা পণ্য বয়কট বয়কটেরও ডাক দিচ্ছেন। চীন বিরোধী বিক্ষোভের অঙ্গ হিসাবে রবিবার বিলোনিয়া বিধানসভা কেন্দ্রের ২৮ নং বুথ এবং ৪ নং ওয়ার্ডের বিজেপি যুব মোর্চার উদ্যোগে নেতাজী ক্লাবের সামনে আয়োজিত হয় শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান। লাদাখ সীমান্তে ভারতীয় শহীদ বীর সেনাদের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলী নিবেদনের পাশাপাশি মোমবাতি প্রজ্জ্বলন করা হয় এই দিন। প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের পরেই চীনের প্রেসিডেন্ট কে ঘিরে যুব মোর্চা সমর্থকদের পক্ষ থেকে মুর্দাবাদ মুর্দাবাদ স্লোগান উঠে। এদিনের অনুষ্ঠানে বীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন বিধায়ক অরুণ চন্দ্র ভৌমিক সহ যুব মোর্চার নেতা কর্মীরা।

ডিপ টিউবওয়েল বসানোকে কেন্দ্র করে গন্ডাছড়ায় মতবিরোধ তুঙ্গে

নিজস্ব প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া, ২১ জুন।। এক পাড়ার নামে বরাদ্দকৃত পানীয় জলের উৎস অন্য পাড়াতে বাগিয়ে নিয়ে যাওয়াকে কেন্দ্র করে এলাকাবাসীদের মধ্যে ক্ষোভ। ঘটনাটি ঘটে গন্ডাছড়া মহকুমার লক্ষ্মীপুর এডিসি ভিলেজে। জানাগেছে গত প্রায় আট বছর আগে লক্ষ্মীপুর এডিসি ভিলেজের হলুদঝাড়ি পাড়াতে পানীয় জল সম্পদ দপ্তর থেকে একটি ডিপটিউবয়েল বসানোর কথা ছিল। কিন্তু দেখা গেছে ডিপটিউবয়েলটি হলুদঝাড়িতে না বসিয়ে উক্ত ভিলেজেরই লাইপদ পাড়াতে বসানো হয়। বিষয়টি এত দিন হলুদঝাড়ি পাড়ার মানুষ জানতেন না। বর্তমানে হলুদঝাড়িতে পানীয় জলের তীব্র সংকট চলছে। গ্রামবাসীরা পানীয় জলের দাবিতে গন্ডাছড়া মহকুমার পানীয় জল সম্পদ দপ্তরে ছুটে যায়। এই সময় দপ্তর থেকে তাদের স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া হয় গত আট বছর আগেই তাদের পাড়াতে পানীয় জলের উৎস তৈরি করে দেওয়া হয়। এবিষয়ে দপ্তরের কাছে কাগজ পত্রও রয়েছে। পরে এলাকাবাসীরা জানতে পারে তাদের পাড়ার বরাদ্ধকৃত ডিপটিউবয়েলটি স্থানীয় নেতৃত্বদের চাপে পড়ে সেটি লাইপদ পাড়াতে নিয়ে যায়। যা এক প্রকার নিয়ম বহির্ভূত। এই নিয়ে এলাকাবাসীদের মধ্যে ক্ষোভ দেখা দিয়েছে এবং দাবি উঠেছে সুষ্ঠ তদন্তের।

পুর নিগমের সাফাই কর্মীদের মধ্যে ছাতা ও মাস্ক বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জুন।। যুব মোর্চার উদ্যোগে আগরতলা পৌর নিগমের ১০ নং ওয়ার্ডে এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পুরো নিগমের সাফাই কর্মীদের মধ্যে ছাতা এবং মাস্ক বিতরণ করা হয়।

এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কর্মকর্তারা জানান পুরো নিগমের কর্মীরা কষ্ট করে তাদের দায়িত্ব পালন করেছেন।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ কে উপেক্ষা করেও তারা তাদের কাজ যথাযথভাবে চালিয়ে যাচ্ছেন। করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতিতেও সাফাই কর্মীরা তাদের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। তাদের এই কাজের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে যুব মোর্চার উদ্যোগে আগরতলা পৌর নিগমের বিভিন্ন ওয়ার্ডে বিভিন্ন সামগ্রী সরবরাহ করার উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। এ ধরনের উদ্যোগ এ সমাজের সকল অংশের জনগণকে শামিল হওয়ার আহ্বান জানিয়েছে যুব মোর্চা। সামাজিক দায়িত্ববোধের কথা মাথায় রেখেই সাফাই কর্মীদের পাশে দাঁড়াতে নেতৃবৃন্দের পক্ষ থেকে আহ্বান জানানো হয়েছে। উল্লেখ্য ইতিপূর্বেও আগরতলা পৌর নিগমের বিভিন্ন ওয়ার্ডে সাফাই কর্মীদের মধ্যে বিভিন্ন পণ্য সামগ্রী সরবরাহ করা হয়েছে।

আনন্দমার্গের উদ্যোগে যোগ প্রশিক্ষণ শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২১ জুন।। আনন্দমার্গ ইউনিভার্সাল রিলিফ টিম ত্রিপুরার উদ্যোগে বিশালগড় আনন্দমার্গ স্কুলের প্রেক্ষাগৃহে উদযাপন করা হয় আন্তর্জাতিক যোগ দিবস। সকাল সাতটায় এই উপলক্ষে একটি ছোট্ট অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। আনন্দ মূর্তজীর অষ্টাঙ্গিক যোগ সাধনা সম্পর্কে আলোচনা করেন এমার্ট ত্রিপুরার অফিস ও মিডিয়া সেক্রেটারি ননীগোপাল দেবনাথ।এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন চড়িলাম আনন্দ স্বরিতা মাস্টার ইউনিটের ইনচার্জ আচার্য চিরকৃতি অবধূতিকা সহ অন্যান্যরা। পরে একটি যোগ প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয় বিদ্যালয়ের হল ঘরে।সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে অত্যন্ত সুশৃঙ্খল ভাবে প্রায় একশো জন নর নারী যোগ প্রশিক্ষণ শিবিরে অংশ গ্রহণ করেন। শিবির শেষে ননীগোপাল দেবনাথ আমাদের সংবাদ প্রতিনিধিকে জানান বর্তমানে চারিদিকে যে যোগ করানো হচ্ছে আসলে এটি হঠ যোগ।অষ্টাঙ্গিক যোগ সাধনা হচ্ছে প্রকৃত অর্থে যোগ সাধনা। আসন হল এর মধ্যে একটি অংশ।যা প্রাচীন কালে ভারতের মাটিতে মুনি ঋষিরা দিয়ে গেছেন। পরবর্তী সময়ে আনন্দ মূর্তজী তা পুনরায় নতুন করে আরও সহজ উপায়ে আমাদের সামনে তুলে ধরেন। যোগ প্রশিক্ষণ শিবিরে বিভিন্ন প্রকার আসন উপস্থাপন করেন শারীর শিক্ষক সুমিত বর্ধন।

অসমে নতুন ১৩৩ জন কোভিড-১৯ পজিটিভ শনাক্ত, রাজ্যে মোট আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ৫৩৮৮

গুয়াহাটি, ২১ জুন (হি.স.) : শনিবার গোটা দিন কোভিড পজিটিভের তথ্য দেননি, রাত ১১:৫৫ মিনিটের আপডেটে একত্রে নতুন করে ২৪৯ জনকে কোভিড-১৯ পজিটিভ রোগী শনাক্ত করা হয়েছে বলে জানিয়েছিলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

গতকাল রাত পর্যন্ত রাজ্যে মোট আক্রান্তের সংখ্যা ৫,২৫৫ জনে বৃদ্ধি পেয়েছিল। আজ রবিবার বেলা ১১:৪০ মিনিটে টুইটবার্তায় আরও ১৩৩ জনের শরীরে পজিটিভ ধরা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে করোনা রোগীর সংখ্যা ৫, ৩৮৮-এর পৌঁছেছে বলে জানান। তবে গতকাল আনন্দের সঙ্গে মন্ত্রী জানিয়েছিলেন, এক সঙ্গে ১৩৬ জন কোভিড-১৯ সংক্রমণ থেকে সুস্থ হয়েছেন। তা নিয়ে সুস্থ রোগীর সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৩,২০২। সক্রিয় রোগী ২,১৭৪ জন। তাঁদের রাজ্যের বিভিন্ন কোভিড কেয়ার সেন্টারে চিকিৎসা চলছে। এছাড়া কোভিড-১৯-এ সক্রমিত হয়ে মৃত্যু হয়েছে নয়জনের।আজ যাঁদের শরীরে কোভিড-১৯ পজিটিভ বলে ধরা পড়েছে তাঁরা যথাক্রমে কামরূপ মেট্রোর ৭৩ জন, নগাঁওয়ের ৩১ জন, ১৮ জন যোরহাটের, পাঁচজন ওদালগুড়ির, দুজন গোলাঘাটের, মাজুলির দুই এবং একজন করে ধেমাজি ও তিনসুকিয়া জেলার বাসিন্দা।

এদিকে স্বাস্থ্য দফতরের এক সূত্রে প্রকাশ, আজ রবিবার আরও একজনের মৃত্যু হয়েছে। মৃত্যুর পর তাঁর সোয়াব টেস্ট করে করোনা পজিটিভ ধরা পড়েছে। ফলে এ ঘটনাকে নিয়ে অসমে নিহতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১০।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, শুক্রবার (১৯ জুন) ১০২ জনের শরীরে কোভিড-১৯ পজিটিভ ধরা পড়েছিল। অনুরূপভাবে বৃহস্পতিবার (১৮ জুন) গোটা দিনে ২১০ জন করোনা পজিটিভ রোগীর সন্ধান পাওয়া যাওয়ার পাশাপাশি বুধবার (১৭ জুন) একদিনে ১৮৪ জন, মঙ্গলবার (১৬ জুন) ২০১, সোমবার (১৫ জুন) ১৯১, রবিবার (১৪ জুন) ২১৮ জনের দেহে কোভিড-১৯ পজিটিভ ধরা পড়েছিল।

প্রাণায়াম করলে ফুসফুস ভাল থাকে, বার্তা প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ২১ জুন (হি. স.): করোনা মোকাবিলায় শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তুলতে যোগাভ্যাসের গুরুত্ব অপরিসীম। রবিবার সকালে দেশবাসীর উদ্দেশ্যে দেওয়া ভাষণে তাই ফের মনে করিয়ে দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।শক্তিশালী ফুসফুস গড়ে তুলতে প্রাণায়ামের ভূমিকা অপরিসীম বলে জানিয়েছেন তিনি।

এদিন প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, করোনা মহামারীর জেরে যোগাভ্যাসের গুরুত্ব বিশ্ববাসী আরও বেশি করে বুঝতে পেরেছে।ফুসফুসকে আরো শক্তিশালী করে তুলতে প্রাণায়ামের গুরুত্ব অপরিসীম। শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা যদি শক্তিশালী থাকে তবে করোনার বিরুদ্ধে মোকাবিলা করতে আমরা সক্ষম হব।পাচন ক্ষমতার বৃদ্ধি এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে শক্তিশালী করার জন্য নিয়মিত যোগাভ্যাস করা উচিত। করোনা আমাদের ফুসফাসের উপর আক্রমণ চালায়।প্রাণায়াম এক ধরণের নিঃশ্বাসের ব্যায়াম, যা করলে ফুসফুস শক্তিশালী হয়ে ওঠে।জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের যোগাভ্যাস করা উচিত। বিশ্ববাসীর মধ্যে একতা এবং সৌভ্রাতৃত্ব বোধকে গড়ে তুলতে যোগের গুরুত্ব অপরিসীম।ষষ্ঠ আন্তর্জাতিক যোগ দিবসকে একতা এবং সৌভ্রাতৃত্বের প্রতীক হিসেবে ব্যক্ত করেছেন প্রধানমন্ত্রী।

যোগ করুন, করোনা থেকে দূরে থাকুন, বার্তা গিরিরাজের

নয়াদিল্লি, ২১ জুন (হি. স.): যোগাভ্যাস করুন।সুস্থ থাকুন এবং করোনা থেকে দূরে থাকুন বলে রবিবার দেশবাসীর উদ্দেশ্যে বার্তা দিয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিং। পাশাপাশি গোটা বিশ্বে যোগকে জনপ্রিয় করে তোলার জন্য প্রধানমন্ত্রীর প্রতি নিজের কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করেছেন এই বর্ষীয়ান বিজেপি নেতা।

রবিবার নিজের বাসভবনে যোগাভ্যাস করার পরে গিরিরাজ সিং জানিয়েছেন, যোগকে জনপ্রিয় করে তুলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এর আগেও যোগাভ্যাস প্রত্যেকে করত।কিন্তু প্রধানমন্ত্রী যোগের চর্চাকে দেশের শেষ ব্যক্তি পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছেন।সুস্থ থাকা এবং করোনা থেকে দূরে থাকার জন্য প্রত্যেকেই যোগাভ্যাস নিজেদের বাড়িতে করছেন।বিশ্বের দরবারে যোগকে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাই।সুস্থ থাকার জন্য সকলের এর অনুশীলন করছে। যোগ করুন, সুস্থ থাকুন, করোনা থেকে দূরে থাকুন।

ষষ্ঠ আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের বার্তা হচ্ছে যে বাড়িতে যোগ করুন।পরিবারকে সঙ্গে নিয়ে করুন। দেশের বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং অনেক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নিজের বাসভবনে যোগাভ্যাসে রত।

১৮৮০০ ফুট উঁচুতে যোগাভ্যাস আইটিবিপির

নয়াদিল্লি, ২১ জুন (হি. স.): উত্তর সিকিম প্রবল ঠান্ডার মাঝে ১৮৮০০ ফুট উঁচুতে যোগাভ্যাস করলেন ইন্ডো টিবেটান বর্ডার পুলিশ ফোর্স আইটিবিপি জওয়ানরা। আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উপলক্ষে এই ভাবেই ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্যকে স্মরণ করলো দেশের সীমান্ত রক্ষাতে সদা তৎপর এই সকল জওয়ানরা।উত্তরাখণ্ডের চিনা সীমান্তের কাছে প্রহরারত আইটিবিপি জওয়ানরা বদ্রীনাথের বসুন্ধরা হিমবাহে যোগাসন করেছে।সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ১৪ হাজার ফুট উঁচুতে এই যোগাভ্যাস করেছে তারা। পাশাপাশি ললিতপুরেও

ছয়ের পাতায় দেখুন

বিশ্ব যোগা দিবস উপলক্ষে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জুন।। বিশ্ব যোগা দিবস আজ যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়েছে। এ উপলক্ষে রাজধানী আগরতলা শহর সব রাজ্যের প্রতিটি জেলা মহকুমা সহ সর্বত্র নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। যোগা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রত্যেকে যোগায় অংশগ্রহণ করেন। আগরতলায় আয়োজিত যোগা অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে বিজেপির প্রদেশ সভাপতি ডাক্তার মানিক সাহা বলেন সুস্থ থাকার অন্যতম উপায়। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ৬ বছর আগে এই যোগা দিবসের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির এই যোগা অনুষ্ঠান গোটা বিশ্বজুড়ে সমাদৃত হয়েছে। গোটা বিশ্ব এর মান্যতা দিয়ে বিশ্বজুড়ে যোগা দিবস পালন করা হয়। শরীর এবং মন সুস্থ রাখার জন্য প্রত্যেককে যোগায় অংশ নিতে আহ্বান জানিয়েছেন বিজেপির সভাপতি ডাক্তার মানিক সাহা। রাজধানীর হিন্দি স্কুলেও আজ যথাযোগ্য মর্যাদায় যোগা দিবস পালন করা হয়। উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক সহ অন্যান্যরা। যোগা দিবসের অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক বলেন যোগা একটি পৌরাণিক ধারণা। বর্তমানে যোগা দিবসের তাৎপর্য সম্পর্কে মানুষ যথেষ্টভাবে অবগত হয়েছেন। সে কারণেই যোগা দিবসের তাৎপর্য নিয়ে মানুষের মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপনা বৃদ্ধি পেয়েছে। যোগা দিবসের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে বিস্তৃতভাবে বক্তব্য রাখেন সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক। সকল অংশের জনগণকে জোগায় অংশ নিয়ে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। কল্যাণপুরে আজ যোগা দিবস পালিত হয়। স্কাউট অ্যান্ড গাইড এর উদ্যোগে যোগা দিবসের অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক পিনাকি দাস চৌধুরি। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে যুবক-যুবতীদের পাশাপাশি সকল অংশের জনগণকে যোগায় অংশ নেওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন বিধায়ক। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার দুনিয়াতেও যোগা দিবস পালিত হয়েছে।

উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এলাকার বিধায়ক অরুন চন্দ্র ভৌমিক সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। বিলোনিয়া বিকেআই ইনডোর গেমস হলে এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

এদিকে সোনার মেয়ে দীপা কর্মকার ঘরে বসেই যোগায় অংশ নেওয়ার জন্য রাজ্যবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। দীপা কর্মকার বলেন করোনাভাইরাস সংক্রমণজনিত পরিস্থিতিতে ঘর থেকে বের হওয়ার উপায় নেই, ঘরে বসেই যোগায় শামিল হতে হবে। তিনি রাজ্যবাসী সুস্বাস্থ্য কামনা করেন।

লাদাখে চিনের হামলা গন্ডাছড়ায় বিক্ষোভ কংগ্রেসের

নিজস্ব প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া, ২১ জুন।। লাদাখে ভারতীয় সেনাবাহিনীর উপর পরিকল্পিত হামলা এবং ২০ জন জওয়ানকে খুন করার প্রতিবাদে সরব হয় রাইমাভ্যালি ব্লক কংগ্রেস। শনিবার সন্ধ্যা রাতে গন্ডাছড়া কংগ্রেস ভবনের সামনে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনট নিরবতা পালন করা হয় এবং চিনের কাপুরুষোচিত আক্রমণ ও ঘৃণ্য কাজের জন্য চিনের রাষ্ট্রপতি শি. জিন পিংয়ের কুশপুত্তলিকা দাহ করা হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন রাইমাভ্যালি ব্লক কংগ্রেস সভাপতি বকুল বিকাশ চাকমা, যুব কংগ্রেস সভাপতি বাদল সরকার প্রমুখ।

ইন্ডিয়ান ফিজিওথেরাপিস্ট রাজ্য শাখার উদ্যোগে রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জুন।। করোনাভাইরাস সংক্রমণজনিত পরিস্থিতিতে লকডাউন ঘোষণা করার পর থেকে রাজ্যে রক্তদান এর প্রবণতা অনেকটাই কমে গিয়েছিল। রাজ্যের ব্লাড ব্যাঙ্ক গুলিতে রক্তশূন্যতা দেখা দিয়েছে। তাতে চিকিৎসা পরিষেবা মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে রাজ্য সরকার এবং স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফ থেকে রক্তদানে এগিয়ে আসার জন্য বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী, সমাজসেবী সংগঠনসহ বিভিন্ন সংগঠন ও ব্যক্তি বর্গর কাছে আবেদন জানানো হয়। ইতিমধ্যেই এই আহবানে সাড়া দিয়ে বিভিন্ন অংশের মানুষজন রক্তদানে এগিয়ে আসতে দেখা যাচ্ছে। রবিবার আগরতলা প্রেসক্লাবে ইন্ডিয়ান ফিজিওথেরাপিস্ট রাজ্য শাখার উদ্যোগে এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। রক্তদান শিবির এর আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক ডাক্তার দিলীপ দাস সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। রক্তদান শিবিরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর বক্তব্য রাখতে গিয়ে সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক বলেন স্বাস্থ্যকে সুস্থ রাখার জন্য ফিজিওথেরাপি বিশেষ ভূমিকা পালন করে চলেছে। ফিজিওথেরাপিস্টরা পরিষেবা প্রদানের পাশাপাশি রক্তদান সহ বিভিন্ন সামাজিক কাজে এগিয়ে আসায় তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক। প্রত্যেককে সেবার মানসিকতা নিয়ে কাজ করার জন্য তিনি আহ্বান জানিয়েছেন। রাজ্যের ব্লাড ব্যাঙ্ক গুলিতে রক্তস্বল্পতার কথা মাথায় রেখে সকলকেই রক্তদান শিবিরে শামিল হওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক। রাজ্যে চিকিৎসা পরিষেবাচিকিৎসকদের পাশাপাশি ফিজিওথেরাপিস্টদের ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা করেন তিনি।

বিরোধী শিবিরে ভাঙ্গন

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ২১ জুন।। এডিসি নির্বাচনকে সামনে রেখে শাসকদল মাঠে নেমেই বিরোধী শিবিরে ভাঙ্গন ধরালো । বিভিন্ন সভার মধ্য দিয়ে দলত্যাগীদের হাতে দলীয় পতাকা দিয়ে বরন করে নিচ্ছেন নেতৃত্বরা। রবিবার রাজনগর বিধানসভা কেন্দ্রের অধীন কাঁশারী আর এফ এ ডি সি ভিলেজ ও যশমুড়া পঞ্চায়েতের প্রাক্তন ভিলেজ চেয়ারম্যান রাখাল রিয়াং সহ ১২ পরিবারের ৩০ জন ভোটার স্কজ্ম ঞ্চ দলের পতাকার নিচে সামিল হন। এক সভার মধ্য দিয়ে দলত্যাগীদের হাতে দলীয় পতাকা দিয়ে বরন করে নেন রাজনগর মন্ডল সভাপতি রঞ্জিত সরকার , সম্পাদক শ্যামল নাই সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা।

ধর্মনগরে বিদ্যার্থী পরিষদের উদ্যোগে শহিদ সেনাদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জুন।। উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগরে নেতাজি মূর্তির পাদদেশে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ এর উদ্যোগে শহীদ সেনাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে চীন সীমান্তে ২০জন ভারতীয় বীর সেনাকে নির্মমভাবে হত্যার ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানানো হয়। বীর সেনানীদের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করে চীনা দ্রব্য বর্জনের ডাক দেওয়া হয়। চীনের প্রতি তীব্র প্রতিবাদ বিক্ষোভ আন্দোলনে শামিল হতে সমাজের সকল অংশের জনগণের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। প্রতিবাদ বিক্ষোভ আন্দোলন কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ এর সদস্যরা চীনের রাষ্ট্রপ্রধানের কুশপুতুল দাহ করেন।

নিজেদের বাসভবনে যোগাভ্যাস করলেন ধর্মেন্দ্র প্রধান এবং প্রকাশ জাভরেকর

নয়াদিল্লি, ২১ জুন (হি. স.): আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উপলক্ষে রবিবার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে যোগ ব্যায়াম করলেন দুই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান এবং প্রকাশ জাভরেকর।

রবিবার ধর্মেন্দ্র প্রধান জানিয়েছেন, বিশ্বমাঝে ভারতের নরম শক্তির বিস্তার যোগাভ্যাসের মাধ্যমে হয়েছে।দেশজুড়ে লকডাউন চলাকালীন মানুষের জীবনযাপনের অঙ্গ হয়ে উঠেছিল যোগ।প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদীর আহবানকে সাড়া দিয়ে দেশবাসী নিজেদের বাড়ির মধ্যেই আন্তর্জাতিক যোগ দিবস পালন করছেন।বিগত তিন মাসে যোগ নিয়ে আলোচনা এবং ব্যায়াম করা দেশবাসীর জীবনের অঙ্গ হয়ে উঠেছে।করোনার জেরে সমাবেশ করে আর যোগাভ্যাস করা যাচ্ছে না।ফলে বাড়িতেই তা করতে হচ্ছে।

ছয়ের পাতায় দেখুন

আগরতলা পাবলিক স্কুলের উদ্যোগে বৃক্ষরোপন কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জুন।। চন্দ্রপুর বলদাখাল রোডে অবস্থিত আগরতলা পাবলিক স্কুলের উদ্যোগে রবিবার এক বৃক্ষরোপন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক রতন চক্রবর্তী, ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য অরুণোদয় সাহা এবং আগরতলা পাবলিক স্কুলের অধ্যক্ষ অরুণ নাথ প্রমূখ। বৃক্ষরোপন অনুষ্ঠান উপলক্ষে বলদাখাল রোডের পাশে উন্নত মানের গাছের চারা রোপন করা হয়। এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধায়ক রতন চক্রবর্তী বলেন এ ধরনের উদ্যোগ সত্যিই প্রশংসনীয়। বিশ্বজুড়েই উষ্ণায়নের মাত্রা ক্রমশ বেড়ে চলেছে। এ অবস্থায় পৃথিবীর পরিবেশ মারাত্মকভাবে দূষিত হচ্ছে। জীবনধারণ কষ্টকর হয়ে উঠছে। পরিবেশকে দূষণের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য প্রত্যেককে একটি করে গাছের চারা রোপন করতে এবং গাছের চারা রক্ষণাবেক্ষণ করার আহ্বান জানিয়েছেন বিধায়ক প্রথম চক্রবর্তী। বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে এলাকার সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়।

সোস্যাল মিডিয়ায় কুরুচিকর ভিডিও প্রতিবাদ জানালো জার্নালিস্ট এসোসিয়েশন

আগরতলা, ২১ জুন।। সাংবাদিক সম্মেলনের প্রশ্নোত্তর পর্বে আলোচিত একটি সম্পূর্ণ পেশাগত বিষয়কে কেন্দ্র করে কতিপয় দুষ্টচক্র সম্প্রতি ত্রিপুরা ওয়ার্কিং জার্নালিস্টস এসোসিয়েশনে সভাপতি ও এরাজ্যের প্রথিতযশা বরিষ্ঠ সাংবাদিক দিবাকর দেবনাথের বিরুদ্ধে সামাজিক মাধ্যমে কুৎসা রটনা করে চলেছে। এই ঘটনায় তীব্র নিন্দা জানাচ্ছে ত্রিপুরা ওয়ার্কিং জার্নালিস্টস এসোসিয়েশন। সম্পূর্ণ মিথ্যা, আপত্তিকর এবং অপমানজনক শব্দবন্ধনীতে যেভাবে শ্রীদেবনাথ ও রাজ্যের কর্মরত সাংবাদিকদের সম্মানহানি করা হয়েছে তা অত্যন্ত পরিকল্পিত ও ষড়যন্ত্রমূলক বলে মনে করছে সংগঠন। এজাতীয় চক্রান্তমূলক কাজে যে বা যারা জড়িত এবং সাংবাদিকদের পেশাগত দায়িত্ব পালনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে গণতান্ত্রিক রীতি ভঙ্গ করার অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে তদন্তক্রমে দ্রত আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এসোসিয়েশন রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে।

ত্রিপুরা ওয়ার্কিং জার্নালিস্ট এসোসিয়েশন এরাজ্যের প্রাচীন ও কর্মরত সাংবাদিকদের একমাত্র ট্রেড ইউনিয়ন। এই সংগঠন অত্যন্ত সুনামের সঙ্গে রাজ্যের সমস্ত সাংবাদিক ও গণমাধ্যমের সাথে যুক্ত সকলের পেশাগত উৎকর্ষতা বৃদ্ধি, আর্থ-সামাজিক ও পেশাগত

ছয়ের পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।